সাপ্তাহিক

বাংলাদেশ

WEEKLY BANGLADESH

weeklybangladeshusa.com

পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে

II Weekly Bangladesh II New York, Vol. 28 ● Issue 51 ● Thursday, 28 May 2026 ● ১৪ জৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১১ জিলহজ ১৪৪৭

পবিত্র হজ পালিত : লাখো কণ্ঠে 'লাব্বাইক' ধ্বনি

বাংলাদেশ ডেস্ক : 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'–লাখো কণ্ঠে মহান আল্লাহর প্রতি *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

'প্রবাসী কার্ড' : মিলবে যেসব সুবিধা

ঢাকা : বাংলাদেশে ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের পর এবার শিগগিরই চালু হতে *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

সরকারের ১০০ দিন : চ্যালেঞ্জের মুখে তারেক রহমান

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চাপ এবং নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের মনে একটিই বড় প্রত্যাশা ছিলড় নির্বাচিত একটি রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এলে *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

প্রবাসীদের অপ্রদর্শিত আয় দেশে বিনিয়োগের সুযোগ

ঢাকা : আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে যাচ্ছে সরকার। এর আওতায় অনাবাসী বাংলাদেশিরা *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পেতে অস্থায়ী ভিসাধারীদের দেশে ফিরতে হবে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ী ভিসা নিয়ে যাওয়া বিদেশি নাগরিকদের স্থায়ীভাবে বসবাসের (গ্রিন কার্ড) আবেদন করতে হলে নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। বর্তমান বৈধ অভিবাসনব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

আবাসন সমস্যা মোকাবিলায়

২ লাখ গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা মামদানির

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটির ক্রমবর্ধমান আবাসন সংকট মোকাবিলায় নতুন ও ব্যাপক আবাসন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মেয়র জোহরান মামদানি। "ব্লক বাই ব্লক: দ্য হাউ-জিং প্ল্যান ফর এ নিউ এরা" শীর্ষক

এই পরিকল্পনায় আগামী এক দশকে ২ লাখ নতুন সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণ এবং আরও ২ লাখ আবাসন সংরক্ষণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৬ মে মঙ্গলবার প্রকাশিত এই পরিকল্পনায় নতুন আবাসন নির্মাণ, *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

দেশে সর্বত্র চলছে নীরব চাঁদাবাজি

ঢাকা : চাঁদা না পেয়ে উত্তরায় এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর বাসা লক্ষ্য করে দ্বিতী-য়বারের মত গুলির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত ৮ টায় উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ির প্রধান ফটকে তিনটি গুলি ছোড়ে চাঁদাবাজ দুর্বৃত্তরা। এর আগে গত ১০ মার্চ ওই বাড়ি লক্ষ্য করে *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারের ব্যবচ্ছেদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : ভারতে আত্মনির্বাসিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'খুব শীঘ্র' দেশে ফিরবেন বলে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক ইমেইল *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

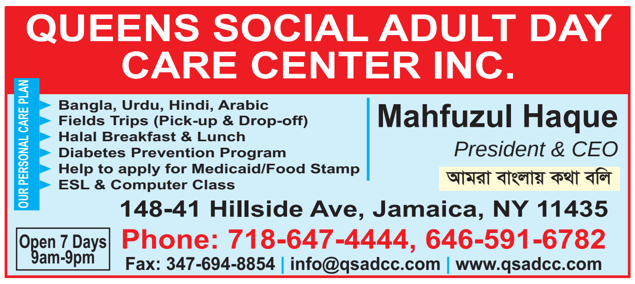

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihapeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Looking to Purchase or Refinance?
UIF can help with your Islamic financing needs.
Quick & Easy Pre-Qualification
Home, Masjid & Commercial Financing
5 Star Customer Service
UIF
www.myUIF.com
Mohammed Alam
Area Manager | NMLS ID# 183916
Direct: (609) 757-8186 | Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam
For Islamic Shariah Based Home Financing or Refinance Call Now!
ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক হোম লোন বা রিফাইন্যান্স এর জন্য এখনই কল করুন
Mohammed Alam
Area Manager
NMLS ID# 183916
Direct: (609) 757-8186
Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam
Celebrating 20 Years of Serving the Community

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999
Naresh Gehi, Esq.
আমরা বাংলায় কথা বলি
Asif Mortuza
ফ্রি কনসালটেশন
তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট
ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী
পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।
Call :
718-263-5999
* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?
E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস
ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH
আমাদের সেবা সমূহ ঃ
শারীরিক চেক আপ
শিশু রোগ চিকিৎসা
সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা
উচ্চ রক্ত চাপ
ডায়াবেটিস
হাই কোলেস্টেরল
অ্যাজমা
ল্যাব ও ভ্যাকসিন
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।
388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান অবসান জরুরি

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ায় আশা করা হচ্ছিল যে, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা চালানোর ফলে ওই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা পুনরায় ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম আবারও বেড়ে গেছে। এতে দুই দেশের মধ্যে একটি সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ খবর দিয়ে অনলাইন নিউ ইয়র্ক টাইমস জানায়, সোমবার এই হামলার আগে ইসরাইল ইঙ্গিত দিয়েছিল যে তারা লেবাননে ইরান সমর্থিত যোদ্ধা গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের অভিযান আরও জোরদার করতে পারে। ইরান জানিয়েছে, কোনো চুক্তিতে যেতে হলে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং একই সঙ্গে ইসরাইল-হিজবুল্লাহ সংঘাত- সবকিছুর সমাধান থাকতে হবে। এতে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান পাওয়া আরও জটিল হয়ে পড়েছে। ইরানে হামলার পর বৈশ্বিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ২ শতাংশ বেড়ে আগস্ট ডেলিভারির জন্য প্রতি ব্যারেল প্রায় ৯৫ ডলারে পৌঁছায়। যুক্তরাষ্ট্রের বেঞ্চমার্ক ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটজুলাই ডেলিভারির জন্য প্রায় ৯২ ডলারে লেনদেন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক ০.৬ শতাংশ বেড়ে যায়। এশিয়ার বাজারে, যেখানে অনেক দেশ বড় পরিমাণে তেল ও গ্যাস আমদানি করে, সেখানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। জাপান ও চীনের মূল শেয়ারসূচক

কমলেও দক্ষিণ কোরিয়ার কেওএসপিআই প্রায় ৩ শতাংশ বেড়েছে। ইউরোপে বাজার তুলনামূলক স্থির ছিল। এসটিওএক্সএক্স ৬০০ সামান্য কমে যায়, তবে বৃটেনের এফটিএসই ১০০ প্রায় ১ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের গড় দাম মঙ্গলবার সামান্য কমে গ্যালনপ্রতি ৪.৫০ ডলারে দাঁড়ায়। যা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৫১ শতাংশ বেশি। ডিজেলের দামও ২ সেন্ট কমে ৫.৫৮ ডলারে নেমে আসে, যদিও যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তা এখনো ৪৮ শতাংশ বেশি। বিশ্লেষকদের মতে, তেলের দামের এই অস্থিরতা দীর্ঘমেয়াদে মুদ্রাস্ফীতির ওপর চাপ তৈরি করতে পারে। অক্সফোর্ড ইকোনমিক্স বলেছে, তেলের দামের এই ধাক্কা দীর্ঘমেয়াদে মুদ্রাস্ফীতির দ্বিতীয় দফার প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের বিশ্লেষণে আরও বলা হয়, এ বছর উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি প্রায় অনিবার্য এবং ২০২৭ সাল পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি বেশি থাকার ঝুঁকিও উর্ধ্বমুখী। অর্থনীতিবিদদের মতে, সাধারণত উচ্চ দাম চাহিদা কমিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর করে এবং পরে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এবার এই প্রভাব তুলনামূলকভাবে দুর্বল হতে পারে। কারণ হিসেবে তারা বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের মধ্যে নীতিগত টানাপড়েন রয়েছে- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধীরে অর্থনীতি শীতল করতে চায়, আর সরকার ভোক্তাদের ভর্তুকি ও সহায়তার মাধ্যমে সুরক্ষা দিতে চায়। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এখন জানাচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান খসড়া চুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে যাওয়ার গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও যাকে “অগ্রগতি” বলা হচ্ছিল, তা এখন গভীর অনিশ্চয়তার দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, চূড়ান্ত স্বাক্ষরের আগেই অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে এই কাঠামোটি ভেস্তে যেতে পারে। এই আকস্মিক পরিবর্তন আগে থেকেই ভঙ্গুর আলোচনায় নতুন করে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে ড়যা এই প্রশ্ন তুলেছে যে, উভয় পক্ষ এখনও চুক্তিটি রক্ষা করতে পারবে কিনা, নাকি প্রক্রিয়াটি এখন সম্পূর্ণ ভেস্তে যাওয়ার দিকে এগোচ্ছে। কূটনৈতিক চ্যানেলগুলো সক্রিয় রয়েছে, কিন্তু পর্দার আড়ালে উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে আস্থা স্পষ্টতই দুর্বল হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি রিয়েল-টাইমে পরিবর্তিত হওয়ায় বিশ্ব বাজার এবং ভূ-রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এখন উচ্চ সতর্কতায় রয়েছেন।

নামাজের সময়সূচি

২৮ মে-০৩ জুন ২০২৬ — ১১-১৭ জিলহজ ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৮ মে	৩.৫৩	৫.২৯	১২.৫৩	৫.৫২	৮.১৮	৯.৫৪
২৯ মে	৩.৫২	৫.২৮	১২.৫৩	৫.৫২	৮.১৯	৯.৫৫
৩০ মে	৩.৫২	৫.২৮	১২.৫৩	৫.৫২	৮.২০	৯.৫৬
৩১ মে	৩.৫১	৫.২৭	১২.৫৪	৫.৫৩	৮.২০	৯.৫৭
০১ জুন	৩.৫০	৫.২৭	১২.৫৪	৫.৫৩	৮.২১	৯.৫৮
০২ জুন	৩.৪৯	৫.২৬	১২.৫৪	৫.৫৩	৮.২২	৯.৫৯
০৩ জুন	৩.৪৯	৫.২৬	১২.৫৪	৫.৫৪	৮.২২	১০.০০

উপসম্পাদকীয়

জিয়া বেঁচে থাকলে দিতে পারতেন আরও অনেক

ড. মাহবুব উল্লাহ্

৩০ মে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী। এ দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক শোকাকুল দিন। এ দিনে আমরা শুধু একজন রাষ্ট্রপতিকেই হারাইনি, মনে হয় আমরা বাংলাদেশটিকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাংলাদেশের জন্মলগ্নের সঙ্গে শহীদ জিয়ার নামটি গভীর বন্ধনে জড়িয়ে আছে। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাতে রক্তপিপাসু পাক হানাদার বাহিনী যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় গণহত্যায় মেতে উঠেছিল, তখন প্রায় সবাই মনে করেছিল, আশার শেষ প্রদীপটিও বোধহয় নিভে গেল। এমন তীব্র হতাশার মধ্যে চট্টগ্রামে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে শহীদ জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন পরপর দুবার। একবার নিজের পক্ষ থেকে, দ্বিতীয়বার জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে, হতবিহ্বল মানুষ ভরসা খুঁজে পেল। তারা ভাবল সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। নতুন করে স্বপ্ন দেখল। নতুন করে স্বপ্ন দেখার আশা তখনো অব্যাহত আছে। ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে শহীদ জিয়া তার সহকর্মীদের নিয়ে ঘোষণা করেন, ‘ডব ৎবাড়ষঃ.’ বিদ্রোহী জিয়া তার পশ্চিম পাকিস্তানি কমান্ডার জানজুয়াকে হত্যা করলেন। বিদ্রোহের যে শিখা সেদিন প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা ৯ মাস ধরে অনির্বাণ প্রজ্বলিত ছিল। তারপর স্বাধীনতা এলো। কবির ভাষায় এ স্বাধীনতা ছিল, স্বাধীনতা তুমি রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরের গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার। সত্যিই তো স্বাধীনতার তুলনা হতে পারে রোদেলা দুপুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতারের সঙ্গে। এই সাঁতারে আছে পরম প্রশান্তি, যা প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো।

শহীদ জিয়া যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তিনি ছিলেন

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর। সেই সময় তিনি চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। শহীদ জিয়ার চেয়েও উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত আরও দু-একজন বাঙালি সামরিক অফিসার ছিল। ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদারকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পাকসেনা কমান্ড চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে। যে মুহূর্তে শহীদ জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে মুহূর্তে তাকে এ দেশের কেউ চিনত না। কিন্তু ওই এক ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে গেলেন প্রাতঃস্মরণীয়। তার নাম ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছিল। স্বাধীনতার পরও তাকে ঘিরে মানুষের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তাকে একনজর কোথায় দেখা যায়, কীভাবে দেখা যায়, তার জন্য ছিল উদগ্র প্রয়াস। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের (১৯৭৫) সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের পর শহীদ জিয়া যখন বঙ্গভবনে মোটরকেডে যেতেন, তখন রাস্তার দুপাশের কৌতূহলী মানুষ তাকে একনজর দেখার জন্য হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ত। জনপ্রিয়তার জন্য তাকে কোনোরকম চেষ্টা করতে হয়নি। জনপ্রিয়তা তাকে অনুসরণ করে চলছিল।

৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থান হলে জিয়াউর রহমান নিজ বাসগৃহে বন্দি হন। তাকে বন্দি করা হয়েছে শুনে মানুষজন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ জাতির এই মহান সন্তানকে কোনোক্রমেই হারাতে চাইছিল না। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শহীদ জিয়া মুক্ত হলেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ওপর যে কালো ছায়া নেমে এসেছিল, তা বিদূরিত হলো। জিয়াউর রহমান কার্যত রাষ্ট্রের কর্ণধারে পরিণত হলেন।

শহীদ জিয়া বাংলাদেশের চরম সংকট মুহূর্তে বাংলাদেশের ত্রাতা হিসাবে অন্তত দুবার আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রথমবার ১৯৭১-এ ২৫ মার্চের পর এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর। বন্দিদশা থেকে জিয়া মুক্ত হলে দেশবাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারা বিশ্বাস করতে চাইল, বাংলাদেশের সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি, এর একটা সুবর্ণ ভবিষ্যৎ আছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের পর শহীদ জিয়া দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বিরামহীনভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি খুব কম সময়েই ঘুমাতেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি দীর্ঘপথ হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন। কখনো মনে হয়নি তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। চলার পথে তিনি যাদের দেখা পেয়েছেন, তাদের সবাইকে দেশের জন্য কাজ করতে, ফসলের ফলন বাড়াতে, পুকুরে মাছের চাষ করতে, ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করতে এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সবাইকে উৎসাহিত করে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এভাবে মানুষের মনোজগতে বিরাট আশার সঞ্চার হয়। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল তার ভাগ্যের চাবিকাঠি তার নিজের হাতেই রয়েছে। একবার চলার পথে তিনি এক বৃদ্ধার পর্ণকুটিরে হাজির হলেন। বৃদ্ধার পর্ণকুটিরটি ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু সাজানো-গোছানো। তিনি বৃদ্ধার কাছে পানি খেতে চাইলেন। বৃদ্ধা তাকে পানি খেতে দিল। জিয়া বৃদ্ধাকে বললেন, মা, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ঘরের পাশেই একটা পেঁপের চারা রোপণ করতে পারেন। সেই গাছের ফলও ভক্ষণ করতে পারেন। বৃদ্ধা পেঁপে গাছ লাগিয়েছিল। তার গাছটি বড় হয়ে ফলও দিয়েছিল। এভাবে শহীদ জিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে মানুষকে তার সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে বর্ধিত উৎপাদনে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি বলতেন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন তিনগুণ করা যায়। তবে ওই সময় দ্বিগুণ করাই যথেষ্ট। তার আহ্বানে জমির নিবিড় ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। শুকনো মৌসুমে সেচের জন্য শ্যালো টিউবওয়েল ও ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়। ফলে চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। জিয়া খাল কাটা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এ আন্দোলনটি বাংলাদেশের জন্য বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারত। তিনি জনগণকে মোবিলাইজ করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি খাল খনন করেন। বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বৈরিতার শিকার হয়ে নদীর পানির প্রবাহ হারাতে বসেছে। অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাল কেটে জলাধার নির্মাণ সম্ভব ছিল। এসব খালে বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রাখা যেত। শুকনো মৌসুমে সেই পানি চাষবাসের কাজে ব্যবহার করা যেত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, শহীদ জিয়ার শাহাদতের পর খাল কাটা কর্মসূচি কোনো সরকারই এগিয়ে নেয়নি।

জিয়া জাতিগঠনে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জাতির সবকটি অংশ-শিশু, কিশোর, *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

তৃপ্তি নেই, প্রতিবন্ধক আছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত এবং সবার মতো আমিও জানি যে, প্রায় সব তৃষ্ণারই তৃপ্তি আছে, তবে বিশেষভাবে নেই দুটির, জ্ঞানের এবং ভক্তির। এই দুটি আবার পরস্পরবিরোধী। জ্ঞান ভক্তিকে দুর্বল করে, ভক্তি জ্ঞানকে প্রতিহত করতে চায়। আমরা যখন দর্শনের চর্চার প্রসঙ্গে আসি, তখন জ্ঞানের ওপরই জোরটা পড়ে, ভক্তির ওপরে নয়।

দর্শনের উৎসে থাকে কৌতূহল, যাকে বলা চলে জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানান্বেষণের সূত্রপাত। জ্ঞান আবার ব্যাখ্যাও করে। পুরোনো ব্যাখ্যা নতুন ব্যাখ্যার জন্য পথ ছেড়ে দেয়, এবং ওই পথে জ্ঞান ও ব্যাখ্যা উভয়েই এগিয়ে যায়। বোঝা যায়, এই যাত্রার শেষ নেই। দর্শন বিভিন্ন ধরনের। আমরা বলি এবং মানি যে, সব উল্লেখযোগ্য বিষয়েরই একটি দর্শন থাকে। তবে এটিও জানি আমরা যে, দর্শনের সংখ্যা অসংখ্য হলেও দর্শনচর্চার ধারা দুটিড়একটি ভাববাদী, অপরটি বস্তুবাদী। বস্তুবাদী ধারাটি বস্তুকেন্দ্রিক নয়, বস্তুর দ্বারা সেটি আকীর্ণ নয়; তবে বস্তুজগতের ওপর নির্ভরশীল বটে। এই ধারাকে ইহজাগতিক বললেও হয়তো আপত্তি থাকবে না।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে মনের সম্পর্ক একটি অত্যন্ত পুরোনো এবং প্রায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসা। বস্তু বড় না মন বড়, এ প্রশ্নটি উঠেছে। প্রশ্নটির তাৎপর্য হলো এই বিবেচনা যে, বস্তু মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, নাকি মনই তার নিজস্ব উপায়ে বস্তুর ধারণা, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য সবকিছু তৈরি করে নেয়। আর এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করতে গিয়েই দর্শন পরস্পরবিরোধী দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে, যাদের একটি ভাববাদী, অন্যটা বস্তুবাদী। তবে ভাববাদী হোক কিংবা বস্তুবাদীই হোক, দার্শনিক জ্ঞানের আহরণভূমি হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও চিন্তা। অভিজ্ঞতা ও চিন্তা যেমন ব্যক্তিগত তেমনি সামাজিক, একাধারে স্থানীয় এবং বৈশ্বিক, অতীতের হয়েও বর্তমানের।

দর্শনের ভাববাদী ধারার সঙ্গে ধর্মের বিলক্ষণ নৈকট্য আছে। ধর্ম এক সময় দর্শনের জায়গাটা দখল করে রেখেছিল। দর্শনের মতোই ধর্ম, জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে এবং যেমনটি দর্শন করে থাকে তেমনি তত্ত্ব নির্মাণ করেছে। ধর্ম অবশ্য একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব নেয়, সেটি হলো ব্যক্তির জন্য নৈতিকতা ও আচরণের নিয়ম-বিধি তৈরি করে দেওয়া। তবে দর্শন যে নৈতিকতা-নিরপেক্ষ তা নয় এবং ধর্মের মতো দর্শনও ক্ষমতা রাখে মানুষকে বদলে দেওয়ার। কিন্তু ধর্ম যেভাবে মানুষকে শাসন করে, দর্শনের জন্য সেটা স্বভাবসিদ্ধ নয়। ধর্মের সঙ্গে দর্শনের প্রধান দূরত্বটা এখানে যে, ধর্ম জোর দেয় বিশ্বাসের ওপর, সেই সঙ্গে সে দাবি করে ভক্তির। তা ছাড়া এটাও তো দেখা গেছে যে, ধর্মবিশ্বাসীরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর চড়াও হয়; কারণ তারা নিজেদের বিশ্বাসের জগৎটাকেই জগৎশ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেয়। অন্যদিকে দর্শনে থাকে সংশয়, তার নির্ভরশীলতা যুক্তি, প্রমাণ, বিবেচনা, বিতর্ক ইত্যাদির ওপর।

দর্শন এখানে বিজ্ঞানের বন্ধু ও সহযাত্রী। তবে পার্থক্য এ দুয়ের ভেতরও রয়ে যায়। সেটি ঘটে এই জন্য যে, দর্শনের তুলনায় বিজ্ঞান অধিকতর প্রায়োগিক। বিজ্ঞানেও তত্ত্ব থাকে, কিন্তু বিজ্ঞান তার তত্ত্বকে কখনোই প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করে নিতে চায় এবং এভাবেই গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সে জন্য দেখা যায় দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞানের চলিষ্ণুতা অধিক। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার কোনো শেষ নেই। তৃপ্তি কাকে বলে বিজ্ঞান তা জানে না। যত তার জ্ঞান বাড়ে তত বৃদ্ধি পায় কৌতূহল। বিজ্ঞান ধরে নেয় যে, শুধু আহরণে নয়, বিতরণেও জ্ঞান বিকশিত হয়।

দর্শনের বস্তুবাদী ধারার সঙ্গে ধর্মের নৈকট্য যতটা কম, বিজ্ঞানের নৈকট্য ততটাই বেশি। বিজ্ঞানের মতোই বস্তুবাদী দর্শনও অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তত্ত্বে পৌঁছায় এবং তত্ত্বকে পরীক্ষা করে। এভাবেই পথ কেটে বস্তুবাদী দর্শনের অগ্রগমন। নিজে সে বদলায়, বিশ্বাসীদেরও বদলে দেয়। এই দর্শন বস্তুগতকে গুরুত্ব দেয় ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মনোজগৎকে মোটেই অস্বীকার করে না। তার বক্তব্যটি মোটামুটি এই রকমের যে, মানুষের মনই ধ্যান, ধারণা ও বস্তুজগতের ব্যাখ্যা তৈরি করে, মনেই থাকে জ্ঞানের সঞ্চয় এবং ঘটে ভাবনার উদয়, সেখানেই চিন্তার ধারা-উপধারায় মিলন ও বিরোধ। মনের আপেক্ষিক স্বাধীনতাও রয়েছে, মনই কল্পনা করে এবং কল্পনা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু বস্তুবাদী দর্শন কখনোই এটি মানবে না যে, মন সার্বভৌম। বলবে, মানুষের মন তার জাগতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোর ভেতর রয়েছে অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, ভূগোলড়এককথায় বস্তুজগতের সবকিছুই। বস্তুগুলো ইহজাগতিক, এবং এরা মনের গতিপথ ও গতিধারার ওপর কর্তৃত্ব করে। এ জন্য দেখা যায়, একই পরিবারের দুজন সদস্য যদি এমনকি একই ছাদের নিচেও থাকে তবু তাদের অর্থনৈতিক জীবন যদি দুরকমের হয়ড় একটি ধনী, অপরটি গরিবড়তাহলে তাদের চিন্তাধারা দুরকমের হতে বাধ্য। শীতের দেশের স্বর্গকল্পনা আর গরম দেশের স্বর্গকল্পনা যে অভিন্ন নয়, সেও তো আমরা জানি। বস্তুবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের এই নিকটবর্তিতা তাদের উভয়কেই চিনতে সাহায্য করে। উভয়ের ক্ষেত্রেই দুটি চালিকাশক্তি কার্যকর থাকে, যাদের স্থায়ী সত্যও বলা চলে। একটি হচ্ছে কার্যকারণ, অপরটি দ্বন্দ্ব। কারণ ছাড়া যে কার্য নেই, এটি সবারই জানা, কিন্তু সাধারণ আলাপ-আলোচনায় দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বন্দ্ব আসলে কার্যকারণের চেয়েও অধিক সত্য। সব কিছুর ভেতরই দ্বন্দ্ব আছে। দ্বন্দ্বই মূল চালিকাশক্তি। ঐক্যের ভেতর দ্বন্দ্ব থাকে; দ্বন্দ্ব পুরোনো ঐক্যকে ভেঙে দিয়ে নতুন ঐক্য তৈরি করে। ঐক্য, বিরোধিতা, ঐক্যড়এভাবেই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি মালিক ও শ্রমিকের ভেতরও একটি ঐক্য দেখা দেয়, কারণ উভয় পক্ষই উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত; কিন্তু তাদের ভেতর দ্বন্দ্ব অপরিহার্য, কেননা শ্রমিকরা উৎপাদন করে সামাজিকভাবে, কিন্তু উৎপাদিত বস্তু চলে যায় ব্যক্তিগতভাবে মালিকের দখলে। মালিকে-শ্রমিকে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। মালিকপক্ষ ছাড় দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাতে দ্বন্দ্বের নিরসন হয় না, নিরসনের জন্য আবশ্যক হয় এমন ব্যবস্থার, সেখানে মালিকানাটি সামাজিক হবে এবং মালিকে-শ্রমিকে পার্থক্য থাকবে না।

ওদিকে দ্বন্দ্ব আছে বলেই মানুষের সভ্যতা এগোয়। এমনকি পাখি যখন আকাশে ওড়ে তখন তার পক্ষেও অপরিহার্য হয় পাখা দিয়ে বায়ুমণ্ডলে আঘাত করার। সমাজে, রাজনীতিতে, মানুষের মনে সর্বত্র দ্বন্দ্ব আছে, ছিল এবং থাকবে। প্রেমের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে গ্রিক দার্শনিকদের এরকম উক্তি পাওয়া যায় যে, এক সময়ে পুরুষ ও নারী একই দেহে ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় ছিল; দেবতারা দেখল এই *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

মব প্রেশার গ্রুপ নয়, এটি নির্জলা

মহিউদ্দিন আহমদ

একটি কাঠামো বা ব্যবস্থা একবার নষ্ট হয়ে গেলে বা ভেঙে পড়লে সেটিকে আবার দাঁড় করানো খুব কঠিন। অসম্ভবও মনে হতে পারে। উপনিবেশ-উত্তর দেশগুলোর এই এক সমস্যা। ঔপনিবেশিক আমলের কাঠামো রয়ে গেছে। তার ওপর পলেস্তারা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে দেশ। নতুন যা কিছু তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে, তার ওপর পুরোনো কাঠামোর প্রভাব রয়েই গেছে। ফলে আমাদের রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারছে না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছিল, সেখান থেকে উত্তরণ ঘটছে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু নাগরিক স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতার ব্যাপারটি আপেক্ষিক। যখন কেউ ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকেন, তখন তিনি নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে সোচ্চার হন। কিন্তু যখনই তিনি ক্ষমতার অন্দরমহলে ঢুকে পড়েন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে একটা বচন বের হয়ড় স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। কিংবা বলেন, আমরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, কিন্তু সমালোচনা হতে হবে 'গঠনমূলক'।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কি কোনো সীমা আছে? অবশ্যই আছে। এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্র। কিন্তু এটি নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা বা পরামর্শ করে হয় না। বিষয়টি এভাবেও বলা যায়, স্বাধীনতার পরিধি নিয়ে সমাজে ঐকমত্য নেই। ফলে সমাজের এক অংশের চোখে যেটি ন্যায্য, অন্যের চোখে সেটি অন্যায্য হয়ে যায়। একটি উদাহরণ দিই।

ধরা যাক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কেউ একজন ধুয়া তুলল, বইটি খারাপ। এতে আমাদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। যে এটি বলে, তার হয়তো একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিচিতি আছে। তো তার সঙ্গে জুটে যায় এক দঙ্গল লোক, অথবা সে-ই তার উত্তেজক কথাবার্তা দিয়ে লোক জুটিয়ে ফেলে। তারপর তারা দল বেঁধে চড়াও হয় ওই দোকানে, যেখানে বইটি বিক্রি হচ্ছে। সেখানেই শেষ নয়। এরপর তারা বইটির লেখক বা প্রকাশকের ওপর হামলা করে তাঁকে কান ধরে ওঠবস করায়, মারধর করে কিংবা পিটিয়ে মেরে ফেলে। এটা নিয়ে দুটো পক্ষ হয়ে যায়। এক পক্ষ বলে, 'হামলাকারীরা' মব। অন্য পক্ষ বলে, এটি মব নয়; 'প্রেশার গ্রুপ'।

সম্প্রতি ঢাকায় একটি 'মবকাণ্ড' ঘটেছে। মিরপুরে অনেক পুরোনো ও সুপরিচিত একটি মাজারে একদল শাস্ত্রবাদী সংঘবদ্ধ হামলা করেছে। তারা নিজের বিশ্বাসকে অন্যের বিশ্বাসের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আরেকটি উদাহরণ তৈরি করেছে। বলা হচ্ছে, সেখানে অনেক 'অনৈতিক' কাজ হয়। তো এটি দেখার জন্য রাষ্ট্র আছে। এটি 'মোকাবিলা' করার লাইসেন্স তোমাদের কে দিল? অনেক বছর ধরেই চলছে তাদের উৎপাত। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এটি প্রশ্রয় পেয়ে লাগামছাড়া হয়। এখনো তার রেশ থেকে গেছে।

'মব'কে ন্যায্যতা দিতে মববাদীরা 'মব জাস্টিস'-এর তত্ত্ব হাজির করলেন। এই তত্ত্বের সারকথা হলো, রাষ্ট্র ন্যায়বিচার না করলে জনতার আদালতে তার বিচার হবে। এখানে 'জনতা' হলো ওই মববাদীদের জোটানো লোক, যেন তারাই ন্যায়বিচারের পিদিম জ্বালিয়ে রেখেছে।

এ দেশে 'জনতার আদালত' শব্দটি খুবই মুখরোচক। নেতারা হাজার হাজার মানুষের সামনে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলেনড়সংগ্রামী ভাইয়েরা, আপনাদের হাতে বিচারের ভার দিলাম, জনতার আদালতেই বিচার হবে। তো এভাবেই জনতার আদালত জনপ্রিয় হয়ে যায়। এটাকেই হাল আমলের তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ নাম দিয়েছেন 'প্রেশার গ্রুপ'। অর্থাৎ চাপ (প্রেশার) না দিলে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। কেউ কেউ হয়তো এটাকে নতুন জমানার শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে দেখেন। এক তাত্ত্বিক তো বলেই ফেললেন, যারা 'আন্দোলন'কে মব বলে, তারা 'স্বৈরাচারের দোসর'। অতএব তাকে পেটানো জায়েজ। এ দেশে যাকে-তাকে রাজাকার বা স্বৈরাচারের দোসর ট্যাগ দেওয়া একটা 'ন্যুইসেন্সে' পরিণত হয়েছে।

সবাই তো এক রকম নন। অনেকেই হুজ্জত-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না, আইনের বাইরে যেতে চান না। তাঁদের চোখে 'মব জাস্টিস' বলে কিছু নেই। এটা হলো 'মব ভায়োলেন্স'। এক দঙ্গল লোক যখনতখন যার-তার ওপর কোনো একটা ছুতোয় চড়াও হয়, তাঁকে সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এটা যদি চলতে থাকে, তাহলে রাষ্ট্র, আইন, বিচারব্যবস্থা বলে কিছু থাকবে না।

'হাসিনা হটাও' আন্দোলনের পর দেশে একটা স্থিতি আসবে বলে মনে হয়েছিল। সেটি হয়নি। শুরুর দিকে মানুষের মনে একধরনের স্বস্তি ও আশাবাদ কাজ করলেও ক্রমে তা বুদ্বুদের মতো উবে গেছে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে, এত আন্দোলন, এত ত্যাগ, এত রক্তপাত, তারপর আমরা কী পেলাম, কোথায় এলাম? এই সুযোগে কিছু লোক বলতে শুরু করেছেড়আগেই তো ভালো ছিলাম! ফলে নাগরিকদের আশা-নিরাশার দোলাচলের মধ্যে পুরোনো রাজনৈতিক ঝগড়াটা আবার উঁকি দিচ্ছে।

মবের কাজটা কী? কারা এর সঙ্গে জোটে? তাদের কী ধান্দা? এসব নিয়ে আলোচনার তেমন কিছু নেই। আমরা চোখের সামনেই দেখছি, কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এসব করে। কোথাও কোনো অঘটন ঘটলে বা নিয়মের ব্যত্যয় হলে আইনের লোকদের ত্বরিত উপস্থিতি দেখা যায় না। কিছু মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে। তারপর তারা ব্যাপারটি রাষ্ট্র তথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় এটা হয় না।

আমরা প্রায়ই শুনি, অমুক জায়গায় গণপিটুনিতে এতজন মারা গেছে। যারা মারা গেছে, তারা প্রকৃত অপরাধী হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিরোধের কারণে 'শত্রু'কে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হয়। সুযোগ বুঝে অনেকেই পুরোনো হিসাব চুকিয়ে দেন। একই সঙ্গে চলে লুটপাট। 'মবতন্ত্র' আসলে রাজনৈতিক বিশ্বাসের আবরণে নিম্নমানের বখাটেপনা।

রাজনীতিকে আশ্রয় করে মব হৃষ্টপুষ্ট হয়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে মব শক্তি পায় না, শুকিয়ে মরে। প্রশ্ন হলো, মব কেন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পায়? এ নিয়ে একটা বিতর্ক হতে পারে। আমার মনে হয়, রাষ্ট্রের কর্তারা যখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সামর্থ্য হারান বা কোনো মতলব আঁটেন, তখন তাঁরা এটা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দেন। 'গণপিটুনি'তে কেউ মারা গেলে নিহত ব্যক্তি যদি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর লোক হয়, কেবল তখনই রাষ্ট্র নড়েচড়ে বসে। ভিক-টিমকে যদি কেউ 'ওউন' না করে বা সে যদি কোনো প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠীর কেউ না হয়, তাহলে তাকে নিয়ে রাষ্ট্র মাথা ঘামায় না।

একটা সময় ছিল, যখন 'বিহারি' বা 'রাজাকার' বলে ধাওয়া করে ধরে পিটুনি দিয়ে মেরে ফেললে রাষ্ট্র আপত্তি করত না। আমরা এরপর দেখেছি 'ক্রসফায়ার' নাটক। সন্ত্রাসী বা চোরাকারবারি ধরার নামে যে কাউকে ধরে এনে গুলি করে মেরে ফেলা যেত। তারপর তাদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হতো, অমুকের নামে অতগুলো খুন, ডাকাতি কিংবা ধর্ষণের মামলা আছে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিটি ভয়ংকর। সুতরাং তাকে মেরে ফেললে কোনো অসুবিধা নেই। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতাকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে এই 'হত্যা'কে একধরনের ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা হতো। অনেকেই ভাবত, লোকটা তো আসলেই ক্রিমিনাল। মামলা হলে তো সে খালাস পেয়ে যেত। তারপর আবার অপরাধে জড়াত। মেরে ফেলাতে ভালোই হলো। এই ভাবনার পেছনে এই বিশ্বাস কাজ করে যে আমাদের বিচারব্যবস্থা অকার্যকর। প্রশ্ন হলো, আমরা কি বিচারব্যবস্থা ঢেলে সাজাব, নাকি রাষ্ট্রীয় বাহিনী কিংবা জনতার হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দেব?

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

রণক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

এম এ হোসাইন

ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন রণক্ষেত্রে কোনো নতুন প্রযুক্তি কেবল একটি যন্ত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তা, রাষ্ট্রের আচরণ এবং যুদ্ধের চরিত্র বদলে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মেশিনগানকে অনেকে কেবল দ্রুত গুলি ছোড়ার একটি কার্যকর অস্ত্র বলে মনে করেছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি ইউরোপের যুদ্ধনীতিকে বদলে দেয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের কাদামাখা ট্রেঞ্চে একটি পুরো প্রজন্মের মৃত্যু সেই পরিবর্তনের নির্মম মূল্য হয়ে দাঁড়ায়।

পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। যুক্তি ছিল, এটি যুদ্ধ শেষ করবে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল, তা হলো পৃথিবী প্রবেশ করল এক দীর্ঘ ভয়ের যুগে, যেখানে পরস্পরকে ধ্বংস করার সক্ষমতাই হয়ে উঠল বৈশ্বিক স্থিতাবস্থার ভিত্তি। আজও বিশ্ব রাজনীতি সেই আতঙ্কের ছায়া থেকে পুরোপুরি বের হতে পারেনি। এখন মানবসভ্যতা আরেকটি পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এবার প্রযুক্তিটির নাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। এটি আর ভবিষ্যতের কোনো পরীক্ষামূলক ধারণা নয়; ইতোমধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। বাস্তব মানুষের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্তে অ্যালগরিদম ভূমিকা রাখছে। কোন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা হবে, কোন গাড়ি সন্দেহজনক, কোথায় সম্ভাব্য শত্রু লুকিয়ে আছেড়এসব নির্ধারণে এখন এআই কাজ করছে মানুষের আগেই।

প্রশ্নটা তাই আর এই নয় যে, এআই যুদ্ধ বদলে দেবে কি না? সেটি ইতোমধ্যেই *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে

RiteCare

RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)

ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP

Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week

Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

মানুষ কি বই-বিমুখ হয়ে পড়ছে?

জহিরুল ইসলাম

মানবসভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষের চেতনা ও সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে তার ধারণকৃত মাধ্যমের হাত ধরে। পাথরের গায়ে খোদাই করা লিপি থেকে শুরু করে প্যাপিরাস, এবং পরবর্তীতে গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র, প্রতিটি রূপান্তরই মানুষের চিন্তার পরিধিকে নতুন বিন্যাসে সাজিয়েছে। আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দ্রুত ও গভীর রূপান্তরের এক সন্ধিক্ষণে, যাকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল যুগ। এই নতুন বাস্তবতায় একটি প্রশ্ন সমাজচিন্তক, শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলছে, মানুষ কি ধীরে ধীরে বইয়ের গভীরতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? প্রশ্নটি কেবল কাগজের তৈরি কিছু পৃষ্ঠার ভবিষ্যৎ নিয়ে নয়; বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের চিন্তার গভীরতা, কল্পনাশক্তি, মনোযোগ এবং মননশীলতার ভবিষ্যৎ। এটি কোনো অতীতমুগ্ধ আবেগ নয়; বরং সমকালীন সভ্যতার এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের অনুসন্ধান।

মনোযোগের সংকট ও অ্যালগরিদমের যুগ : আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে মানুষের মনোযোগের ওপর। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে যায় মুহূর্তের মধ্যে, কিন্তু তা আসে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত আকারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের রিলস, শর্টস কিংবা অন্তহীন স্ক্রোলিংয়ের সংস্কৃতি মূলত পরিচালিত হচ্ছে জটিল অ্যালগরিদমের মাধ্যমে। এই অ্যালগরিদমের লক্ষ্য মানুষের মনোযোগকে স্থির হতে না দেওয়া; বরং প্রতি মুহূর্তে নতুন উদ্দীপনা ও উত্তেজনার দিকে ঠেলে দেওয়া। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, তথ্যের এই অতি-দ্রুত প্রবাহ মানুষের মনোযোগের স্থায়িত্বকে সংকুচিত করছে। দীর্ঘ সময় ধরে কোনো একটি বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। একটি বই পড়ার জন্য যে ধরনের নীরবতা, ধৈর্য ও মানসিক স্থিরতার প্রয়োজন হয়, দ্রুতগতির তথ্যপ্রবাহে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা আধুনিক মস্তিষ্ক তা সহজে গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে বই হাতে নিয়েও অনেক সময় মানুষের মন অচেতনভাবে অন্য কোনো দ্রুত উত্তেজনা খুঁজতে থাকে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীই দীর্ঘ প্রবন্ধ বা পূর্ণাঙ্গ বই পড়ার পরিবর্তে "সারাংশ", "নোট" কিংবা কয়েক মিনিটের ভিডিও ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। প্রযুক্তি গবেষক নিকোলাস কার তাঁর The Shallows গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ইন্টারনেট-নির্ভর দ্রুত তথ্যগ্রহণ মানুষের গভীর মনোযোগ ও মননশীল পাঠের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

তথ্যের ভিড়ে প্রজ্ঞাহীনতা : আজ পৃথিবীর প্রায় সব তথ্য মানুষের হাতের নাগালে। একটি সার্চ ইঞ্জিনের ক্লিকেই অসংখ্য তথ্য, মতামত ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেই জন্ম নিয়েছে এক সূক্ষ্ম বিভ্রম। আমরা অনেক সময় "তথ্য" এবং "প্রজ্ঞা"কে এক করে ফেলি। তথ্য হলো উপাত্তের সমষ্টি; কিন্তু প্রজ্ঞা হলো সেই তথ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষমতা। তথ্য কৌতূহল মেটাতে পারে, কিন্তু প্রজ্ঞা মানুষকে চিন্তার গভীরতা দেয়। বই কেবল তথ্যের আধার নয়; বরং তা মানুষের কল্পনশক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং মানবিক বোধ গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। যখন একজন পাঠক কোনো সাহিত্য, ইতিহাস বা দর্শনের বই পড়েন, তখন তিনি কেবল শব্দ পড়েন না; বরং লেখকের চিন্তার সমান্তরালে নিজের ভেতরেও একটি জগৎ নির্মাণ করেন। একটি চরিত্রের বেদনায় তিনি ব্যথিত হন, তার আনন্দে আনন্দিত হন। এই মানসিক সহযাত্রাই মানুষের ভেতরে সহনশীলতা ও সহমর্মিতার জন্ম দেয়।

স্ক্রিনের দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য মানুষকে সাময়িক উত্তেজনা দিতে পারে, কিন্তু তা সবসময় মানুষের মনকে গভীরভাবে ঋদ্ধ করে না। ফলে ধীরে ধীরে আমরা এমন এক সমাজের দিকে এগোচ্ছি কি নাড়়যেখানে তথ্য প্রচুর, কিন্তু প্রজ্ঞা ও গভীর চিন্তা ক্রমশ দুর্লভ, সে প্রশ্ন আজ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। জার্মান দার্শনিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর ভাবনায় ইঙ্গিত করেছিলেন, তথ্যের অতিরিক্ত প্রবাহ অনেক সময় মানুষের গভীর জীবন-অভিজ্ঞতা ও মননশীলতাকে আড়াল করে ফেলে।

দ্রুত পাঠের সংস্কৃতি ও ব্যস্ত নাগরিক জীবন : আধুনিক নাগরিক ও করপোরেট *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

বাংলাদেশ নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের ‘ঠান্ডা যুদ্ধে’ কে কোথায়

সালেহ উদ্দিন আহমদ

সম্প্রতি প্রকাশিত ছোট্ট একটা খবর হলোড়পাকিস্তান বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ কিছু আমলাকে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসেস একাডেমিতে ট্রেনিং দিয়েছে। এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করছে পাকিস্তান। যদিও বলা হয়েছে, এ প্রশিক্ষণ বাংলাদেশি আমলাদের ‘নেতৃত্ব ও দক্ষতা’ উন্নয়নের জন্য, কিন্তু পাকিস্তানের জন্য এর উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য সুফল আরও প্রসারিত। বাংলাদেশের আমলারা দেশের বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া পাকিস্তানের জন্য একটা বড় সুযোগ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমলাদের ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ বা অধিকার ছিল একচেটিয়া ভারতের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছিল। এই সহযোগিতার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অনেকে। বাংলাদেশের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা মনে করেন, ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে দুর্বল করা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু বিরাট একটা পাকিস্তানবান্ধব রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশে রয়েই গেল।

অপর দিকে মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশে ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনীতিও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ ঘটল। পাকিস্তান সময়ে ভারতের দুয়ার ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য পুরোপুরি বদ্ধড় রাতারাতি খুলে গেল ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, কূটনীতি, পর্যটন ও সরকারি পর্যায়ে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত।

বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পর পাকিস্তান চেষ্টা করেছে বাংলাদেশে নতুনভাবে সুযোগ খুঁজতে আর ভারত চেষ্টা করেছে তাদের পাওয়া সুযোগগুলো ধরে রাখতে। তবে মোটাদাগে বলা যায়, জুলাই আন্দোলনের আগপর্যন্ত ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে ছিল। জুলাই আনল বিরাট পরিবর্তন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর, আমলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো চুক্তিসহ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অনেক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। বলা যায়, ইউনূস সরকারের সময় আমদানি বাণিজ্য ছাড়া প্রতিটি খাতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। ভিসা, পর্যটন, কূটনীতি, স্থল করিডর এবং এমনকি ক্রিকেট সম্পর্কেও দেখা গেল

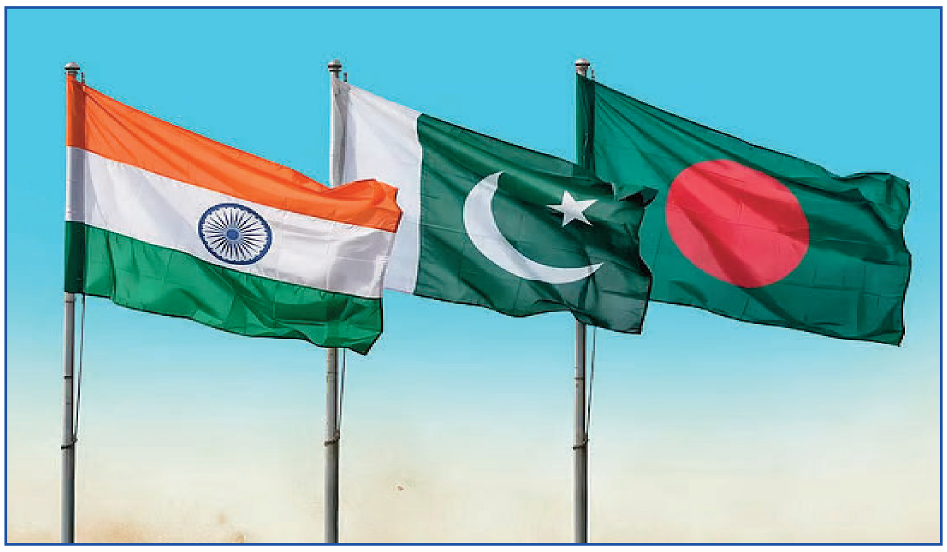

নানান সংকট। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জেন-জি প্রজন্ম তীব্র ভারত বিরোধিতায় ঝুঁকে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে ইউনূস সরকারের প্রথম থেকেই পাকিস্তান চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের একটা নতুন কাঠামো তৈরি করতে। অধ্যাপক ইউনূসকেও মনে করা হচ্ছিল পাকিস্তানের একজন ইচ্ছুক অংশীদার, তিনি একাধিকবার পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তান বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও খুঁজে পেল সমর্থনের মনোভাব। জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি দারুণভাবে পাকিস্তানবান্ধব এবং বিএনপিকেও কোনোভাবে পাকিস্তানবিরোধী বলা যাবে না। বস্তুত বাংলাদেশের ৫৫ বছরের ইতিহাসে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়টা ছিল পাকিস্তানের জন্য সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ইউনূস সরকারের সময় বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও আসেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী। বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, স্বাক্ষরিত হলো বন্ধুত্বের নানান চুক্তি। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মন্ত্রীদের সফর যতটুকু উষ্ণ ছিল, চুক্তিগুলো সে তুলনায় ততটুকু ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, পাকিস্তানের যে আর্থিক কাঠামো, তা বড় ধরনের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ধারণ করার জন্য সহায়ক নয়।

এ সময় ভারতের কিছুই করার ছিল না। তারা অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশের নির্বাচন এবং নতুন সরকারের। বেগম জিয়ার মৃত্যুর পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শোক জানাতে বাংলাদেশে এসে জানান দিলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ইচ্ছুক।

একদিকে বাংলাদেশে নতুন সরকার এসেছে, অন্যদিকে এই অঞ্চলের ভূরাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পটভূমিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ভারত ও পাকিস্তানড়দুই দেশেরই কিছু সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছে।

ভারতের অসুবিধা : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রয়েছে সুদীর্ঘ সীমান্ত। যদিও সীমান্ত নিয়ে কোনো বিবাদ নেই; কিন্তু চোরাচালান, অনুপ্রবেশ, পুশ ইন, সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যাড়এই বিষয়গুলো মাঝেমধ্যে সীমান্তের দুই পারেই তীব্র তিক্ততা সৃষ্টি করে। গঙ্গা ও তিস্তার পানির হিস্যা দুই দেশের এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। এ সমস্যা থেকে বের হওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই; বৈরিতা বাড়ছেই।

বিজেপির মুসলমান বিদ্বেষী রাজনীতি এবং বাংলাদেশ হিন্দু ভোগান্তির বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোও দুই দেশের জনগণের ভেতর মাঝেমধ্যে দারুণ উত্তেজনা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের জোরালো অভ্যুদয় ভারতের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে ভারত সমর্থক কোনো রাজনৈতিক দল এখন বাংলাদেশে নেই। বিএনপিকে বলা যায় বাস্তববাদী; যেকোনো দিকে হেলতে পারে প্রয়োজনে।

ভারতের সুবিধা : ভারতের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, তাদের শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো। যার ফলে ভারত দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে একচেটিয়া ভোগ্যপণ্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে। অভিন্ন সীমান্তের সুবিধাও প্রচুর। আমদানি-রপ্তানির পরিবহন খরচ কম এবং দুই দেশেই একে অপরের স্থল করিডর ব্যবহার করতে পারছে নিজস্ব প্রয়োজনে। স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ও পর্যটন-সুবিধার জন্য ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যস্থান বাংলাদেশিদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

পাকিস্তানের সুবিধা : বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী যেসব রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

বিএনপি কি জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শন তুলে ধরছে?

কামরুল হাসান দর্পণ

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন দিয়ে বাংলাদেশ ও তার জনগণকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছেন। একটি আলাদা ভূখণ্ড এবং তার জনগণ যে বাঙালী নয়, ‘বাংলাদেশী’ হিসেবে আত্মপরিচয়ে পরিচিত হবে, তা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই জাতীয়তাবাদী দর্শন বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ হয়ে আছে। পতিত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর ‘বাঙালী জাতীয়তাবাদ’-এর দর্শন দেশের সিংহভাগ মানুষ গ্রহণ করেনি। কারণ, তাদের এই দর্শন দেশকে আলাদা ভৌগলিক পরিচয় এবং দেশের নাগরিকদের স্বতন্ত্র পরিচিতি দেয় না। বাঙালি বলতে বাংলা ভাষাভাষীদের বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার মানুষরাও বাংলা ভাষায় কথা বলে। তারা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। তারা ভারতীয় হিসেবে পরিচিত। একইভাবে ইংরেজিতে কথা বললে আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ড বা ইংরেজি ভাষাভাষীরা বৃটিশ হয়ে যায় না। ভাষা এক হলেও তাদের আলাদা স্বাধীন দেশ রয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ এবং তার নাগরিকরা বাংলাদেশী, এই আত্মপরিচয় নির্ধারণ করেই জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলোর বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শন ভারতে বসবাসকারি বাঙালিদের ধারণ করে, যা দেশের আলাদা ভৌগলিক পরিচয় ও নাগরিকত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় দেশের মানুষও এটা গ্রহণ করেনি। ফলে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধভাবে যতবার ক্ষমতায় এসেছে, তাদেরকে জনগণের উপর ভারতীয় ভাবধারার বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিয়ে জোরজবরদস্তিভাবে ক্ষমতায় থাকতে হয়েছে। দেশের মানুষ তা মেনে নিতে না পেরে তাদের বারবার ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। আমরা দেখেছি, ফ্যাসিস্ট হাসিনা তার দেড় দশকের শাসনামলে দেশকে কীভাবে ভারতের অঙ্গরাজ্যের মতো শাসন করেছেন। তিনি যেন ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ফলে ভারতের বিজেপি সরকার ও উগ্রহিন্দুত্ববাদীদের কেউ কেউ বাংলাদেশ দখল করে নেয়ার কথা বললেও হাসিনা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বিজেপির সিনিয়র নেতা ও রাজ্যসভার এমপি সুব্রামানিয়াম স্বামী ত্রিপুরা ইউনিটের এক কর্মসূচিতে বলেছেন, ‘বাংলাদেশে দিল্লির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে’ (দৈনিক ইনকিলাব ২ অক্টোবর)। এ নিয়ে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার কোনো প্রতিবাদ করেনি। এ থেকে বোঝা যায়, আওয়ামী লীগ ও হাসিনার ভারতপ্রীতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নামে স্বাধীন রেখে ভারতের করদরাজ্যে পরিণত করে রেখেছিলেন।

দুই. যেকোনো স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধারণ করে। মৌলিক এ বিষয়গুলোর মধ্যেই দেশ এবং দেশের মানুষের আত্মপরিচয় থাকে। জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয় ধারণ করে এবং তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাঁর এই দর্শন ধারণ করে এবং তা এগিয়ে নিতেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠিত হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও তা ধারণ করেছে এবং দলটিকে বারবার ক্ষমতায় এনেছে। দলটিকে

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে। ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকার জন্য এবং আওয়ামী লীগের ভারতপ্রীতিকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির চেয়ারপার্সন আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘ওদের হাতে গোলামির জিঞ্জির, আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা।’ বেগম খালেদা জিয়ার সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণেই জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনজাত। গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট দল আওয়ামী লীগ ও হাসিনার পতনের পর ভারতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্যই ২০২৬-এর ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে দেশের মানুষ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং তার ধারক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে দেশের মানুষ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার নির্ভরশীল দল মনে করে। প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, নতুন প্রজন্ম তথা জেন-জি, আলফা জেনারেশনের (২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জন্ম) কাছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শন কতটুকু জানাতে বা পৌঁছাতে পেরেছে ও পারছে? বলা বাহুল্য, জেন-জি ও আলফা জেনারেশনের বেড়ে উঠা ও জন্ম শেখ হাসিনার ফ্যাসিজম শাসনের মধ্যে হয়েছে। তারা হাসিনার ফ্যাসিজম দেখেছে এবং তার বয়ান শুনে শুনে বড় হয়েছে। তবে তারা আওয়ামী লীগের ভারতীয় লেজুড়ভিত্তির বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শন গ্রহণ করেনি বলে জীবন দিয়ে হাসিনার পতন ঘটিয়েছে। অন্যদিকে, হাসিনার দীর্ঘ ফ্যাসিসজমের সময়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন, তারা খুব কমই জেনেছে। এখনও যদি প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশী জাতীয়াতা বাদ কি, তার স্পষ্ট উত্তর তাদের অনেকে দিতে পারবে না। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী নীরবে কাজ করে তার দর্শন তাদের কাছে যতটা পৌঁছিয়েছে, বিএনপি তা পৌঁছাতে পারেনি। ৫ আগস্টের পর জামায়াত কৌশলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করে ও পাঠ্যসূচিতে ব্যাপকভাবে তার দর্শন অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বিএনপি তার দর্শন প্রতিষ্ঠায় এ কাজটি করতে পারেনি। এ প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে বিএনপি নির্বাচনে কীভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল? পেয়েছে এ কারণে, যারা আমাদের মতো এক্স জেনারেশন, যারা জাতীয়তাবাদী দর্শন গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যাটি এখনও বেশি। এবারের নির্বাচনে যে কয়েক কোটি নতুন ভোটার ভোট দিয়েছে, তাদের কত শতাংশ জাতীয়তাবাদী দর্শনকে ধারণ করে ভোট দিয়েছে, সে সম্পর্কে দলটি কোনো গবেষণা করেছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। যদি গবেষণা করে থাকে, তাহলে বোঝা যাবে, এ প্রজন্মের কাছে জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শন কতটা পৌঁছেছে, তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এই দর্শনকে কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, সে করণীয়ও নির্ধারণ করা যাবে। বিএনপি ক্ষমতায় এসে কি এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নিয়েছে? এ নিয়ে কি কোনো চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা বা গবেষণা করছে? এখন পর্যন্ত তার কোনো নমুনা দেখা যাচ্ছে না। বরং ক্ষমতায় এসে দলটি এ দর্শনের ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে গেছে। দর্শন অনুশীলনের পরিবর্তে ধীরে ধীরে ক্ষমতার অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এ প্রবণতা শুভ লক্ষণ নয়। বলা বাহুল্য, মূল ছাড়া বৃক্ষ বাঁচে না।

তিন. একটি দর্শন বাঁচে তার ধারক ও বাহকের মাধ্যমে। পৃথিবীতে অনেক রাজনৈতিক দর্শন সময়ের প্রয়োজনে এসেছে এবং তা কিছু সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তারপর লঘিষ্ট হয়ে গেছে। এক সময় বিশ্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তা ম্রিয়মান হয়ে গেছে। তবে দেশ ও জাতির আত্মপরিচয়ের জাতীয়তাবাদের দর্শন চিরদিনের স্বীকৃতি হয়ে থাকে। দেশ ও জাতি আত্মপরিচয় নিয়ে টিকে থাকে। এমন দর্শনই দিয়েছেন জিয়াউর রহমান। দুঃখের বিষয়, তাঁর এই দর্শন এখন দলটির পুস্তকে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার চর্চা দেখা যায় না। যেকোনো দলের মূল পুঁজি তার আদর্শিক লড়াই। এই লড়াইয়ে যতবেশি মানুষ সম্পৃক্ত হয়, তার ভিত্তি তত শক্ত হয়। বিএনপি তার এই আদর্শিক লড়াই থেকে অনেক দূরে সরে গেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আদর্শিক *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

‘ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না’-জর্জ বার্নার্ড শ’র এই বিখ্যাত উক্তিটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় ইতিহাসের দিকে তাকালে এক নির্মম বাস্তবতায় পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বহুবার পথচ্যুত হয়েছে; কখনো একদলীয় শাসনের উত্থানে, কখনো সামরিক কর্তৃত্ববাদের ছায়ায়, আবার কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহঙ্কারে বিরোধী মতকে নিশ্চিহ্ন করার প্রবণতায়। ফলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদকে ঘিরে আজ যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে, সেটি কেবল একটি নতুন সরকারের প্রতি রাজনৈতিক প্রত্যাশা নয়; বরং এটি বাংলাদেশের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ব্যর্থতার পর একটি নতুন রাষ্ট্রিক চুক্তির আকাক্সক্ষা।

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। বিএনপির নেতৃত্বে সরকার এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রধান বিরোধী দল হিসেবে সংসদে সক্রিয় উপস্থিতি দেশের সংসদীয় রাজনীতিকে নতুন বিতর্ক, সংলাপ ও ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে- এই সংসদ কি সত্যিই গণতান্ত্রিক মাইলফলক হয়ে উঠবে, নাকি অতীতের মতোই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, দলীয়করণ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে?

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাস মূলত তিনটি বড় রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে- বাকশালীয় একদলীয় প্রবণতা, এরশাদের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের দীর্ঘায়িত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। ১৯৭৫ সালে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বহুদলীয় রাজনীতির সমাপ্তি ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে একক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। এর ফলে সংসদ কার্যত নির্বাহী বিভাগের অনুগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জনগণের প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সংসদ হয়ে ওঠে ক্ষমতার বৈধতা দেয়ার যন্ত্র।

পরবর্তী সময়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরো দুর্বল করে। নির্বাচন ছিল নিয়ন্ত্রিত, বিরোধী দল ছিল দমিত, আর রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতার রক্ষক। এরশাদ আমলে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যার নেতিবাচক প্রভাব আজও বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বহন করছে।

তবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ ও গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগের টানা দেড় দশকের শাসন। বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক অরাজকতা তৈরি হয়েছিল, তা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিরোধী দলহীন বা নিয়ন্ত্রিত সংসদ, দলীয়কৃত নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হওয়া, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করা এবং প্রশাসনের চরম দলীয়করণ- সবমিলিয়ে বাংলাদেশে একধরনের নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংসদ তখন আর বিতর্কের জায়গা ছিল না; বরং তা পরিণত হয়েছিল একতরফা আইন পাসের যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে।

এই পটভূমিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে ভিন্ন বাস্তবতা তৈরি করেছে। প্রথম অধিবেশনেই সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে প্রাণবন্ত বিতর্ক, সংলাপ এবং মতপার্থক্যের রাজনৈতিক প্রকাশ সংসদকে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিরোধী দলের কয়েকটি প্রস্তাব ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন- এটি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিত বহন করে। অন্য দিকে জামায়াতে ইসলামী বিরোধী দল হিসেবে সংসদে যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, তা সংসদীয় জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হতে পারে।

বিএনপির অতীত শাসনামলেও সীমাবদ্ধতা ছিল, তবে তুলনামূলকভাবে বহুদলীয় রাজনৈতিক সহাবস্থান, সংবাদমাধ্যমের কিছুটা স্বাধীনতা এবং বিরোধী মতের অস্তিত্ব টিকে ছিল। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো রাজনৈতিক পদক্ষেপ বিএনপির ইতিবাচক অবদান হিসেবে ইতিহাসে বিবেচিত হবে। বর্তমান ত্রয়োদশ সংসদে বিএনপি যদি সেই গণতান্ত্রিক ধারাকে আরো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে, তবে এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

আশার পাশাপাশি শঙ্কাও রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন সতর্ক করেছিলেন- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল থাকলে গণতন্ত্র দ্রুত অস্থিতিশীলতায় রূপ নেয়। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় সেই ঝুঁকি এখনো প্রবল। সংসদে নতুন ও তরুণ সদস্যদের মধ্যে সংসদীয় আচরণ ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ঘাটতি দৃশ্যমান। অনেকের মধ্যেই এখনো রাজনীতিকে জনসেবা নয়, ক্ষমতা ও প্রভাবের উৎস হিসেবে দেখার প্রবণতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা হলো স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপের প্রবণতা। উপজেলা পরিষদে এমপিদের জন্য কার্যালয় স্থাপন কিংবা স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের চেতনার পরিপন্থী। অতীতে আওয়ামী লীগ আমলে ‘এমপিরাজ’ যে ভয়াবহ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি হলে ত্রয়োদশ সংসদের গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একই সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাবও বড় সমস্যা। রবার্ট মিশেলস তার ‘ওৎড়হ খধি ড়ভ ঙষরমধৎপযু’ তত্ত্বে বলেছিলেন, বড় রাজনৈতিক সংগঠন শেষ পর্যন্ত গুটিকয়েক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বাংলাদেশের দলীয় কাঠামো এখনো সেই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মনোনয়নবাণিজ্য, ব্যক্তিনির্ভর নেতৃত্ব এবং অর্থবল-প্রভাববলয়ের রাজনীতি সংসদের গুণগত মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে হলে কয়েকটি মৌলিক সংস্কার জরুরি। প্রথমত, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যাতে সংসদ সদস্যরা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ‘বিবেকভোট’ দেয়ার সুযোগ পান। জুলাই সনদে এ বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করে বিরোধী দলের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে। তৃতীয়ত, সংসদ সদস্যদের সম্পদের বার্ষিক হিসাব ঘোষণা বাধ্যতামূলক করতে হবে। একটি ‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন’ প্রণয়ন সময়ের দাবি।

একই সাথে নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে সংসদীয় গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ গণতন্ত্র কেবল নির্বাচন নয়; এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি। গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও সিডনি ভার্বার *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

ইজ্জত-সম্মানের মালিক মহান আল্লাহ

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,“যে সম্মান চায় তার জানা উচিত সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই। তাঁর কাছে শুধুমাত্র পবিত্র কথাই ওপরের দিকে আরোহণ করে এবং সৎকাজ তাকে ওপরে ওঠায়। আর যারা অনর্থক চালবাজী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের চালবাজী নিজেই ধ্বংস হবে।”(সুরা ফাতির:১০)এ আয়াতে ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদা লাভ করার আসল উপায় বলে দেয়া হয়েছে। অথচ মানুষ ইজ্জত-সম্মানের জন্য কতকিছুই না করে। মানুষের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। আমাদের কেউ কেউ অবৈধ সম্পদ আহরণ করে তা দিয়ে মসজিদ-মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও সামাজিক দাতা সংস্থা গড়ে তুলে সম্মান অর্জন করতে চায়। আবার অনেকে চালবাজি ও কুট কথা ও চিন্তা চেতনার মাধ্যমে সম্মান উপার্জন করতে চায়। অথচ আল্লাহর কাছে মিথ্যা, কুলষিত ও ক্ষতিকারক কথা কখনো উচ্চ মর্যাদা লাভ করে না। তাঁর কাছে একমাত্র এমন কথা উচ্চ মর্যাদা লাভ করে যা সত্য, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, বাস্তব ভিত্তিক, যার মধ্যে সদিচ্ছা সহকারে একটি ন্যায়নিষ্ঠ আকিদা-বিশ্বাস ও সঠিক চিন্ত-াধারার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। তারপর একটি পবিত্র কথাকে যে জিনিসটি উচ্চ মর্যাদার দিকে নিয়ে যায় সেটি হচ্ছে কথা অনুযায়ী কাজ। যেখানে কথা খুবই পবিত্র কিন্তু কাজ তার বিপরীত সেখানে কথার পরিত্রতা নিস্তেজ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র মুখে কথার খই ফুটালে কোন কথা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয় না বরং এ জন্য সৎকাজের শক্তিমত্তার প্রয়োজন হয় না।

এখানে একথাও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআন মাজীদ ভালো কথা ও ভালো কাজকে পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য বিষয় হিসাবে পেশ করে। কোন কাজ নিছক ভালো হতে পারে না যতক্ষণ না তার পেছনে থাকে ভালো আকীদা- বিশ্বাস। আর কোন ভালো আকীদা-বিশ্বাস এমন অবস্থায় মোটেই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের কাজ তার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং তার সত্যতা প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে বলতে থাকে, আমি এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মাবুদ বলে মানি কিন্তু কার্যত সে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে, গাইরুল্লাহর দল করে, গাইরুল্লাহর আইন-আদালত, বিচার-ফয়সালা মেনে চলে, গাইরুল্লাহর সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এ কাজ তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। কোন ব্যক্তি যদি মুখে মদ হারাম বলতে থাকে এবং কার্যত মদ পান করে চলে, তাহলে শুধুমাত্র তার কথা মানুষের দৃষ্টিতেও গৃহীত পারে না, আর আল্লাহর কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এরাই এক সময় বাতিলপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয়। এরাই বাতিল ও ক্ষতিকর কথা নিয়ে এগিয়ে আসে তারপর শঠতা, প্রতারণা ও মনোমুগ্ধকর যুক্তির মাধ্যমে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা

করে এবং তার মোকাবেলায় সত্য ও হক কথাকে ব্যর্থ করার জন্য সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থ অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না।

মনে রাখতে হবে, এটি সেই সময়কার আয়াত যখন কুরাইশ সরদাররা নবী সা:কে মোকাবেলায় যা কিছু করছিল সবই ছিল তাদের নিজেদের ইজ্জত ও মর্যাদার খাতিরে। তাদেও ধারণা ছিল, যদি মুহাম্মদ সা: এর কথা গৃহীত হয়ে যায় তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব তামাম আরব মুল্লুকে আমাদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত আছে তা মাটিতে মিশে যাবে। এরি প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কুফরী করে তোমরা নিজেদের যে মর্যাদা তৈরি করে রেখেছো এ তো একটি মিথ্যা ও ঠুনকো মর্যাদা। মাটিতে মিশে যাওয়াই এর ভাগ্যের লিখন। আসল ও চিরস্থায়ী মর্যাদা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যা কখনো হীনতা ও লাঞ্জনার শিকার হতে পারে না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি তার হয়ে যাও, তাহলে তাকে পেয়ে যাবে এবং যদি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

আল্লাহ তা'আল বলেন,“বলো: হে আল্লাহ! বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা-ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত-হেয় করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। নি:সন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।”(সুরা আলে ইমরান:২৬) ইজ্জত, মান, মর্যাদার একচ্ছত্র মলিক মহান আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। সুতরাং দুনিয়ার মানুষ সম্মান-ইজ্জতের জন্য যেই মানদন্ড নির্ধারণ করেন, তা মূল্যহীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন।” (আল হুজরাত-১৩) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ও মর্যাদাবান। সুতরাং মর্যাদার মাপকাঠি হলো,“তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়”।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর ন্যায় মুসলমানগণ যেদিন থেকে তাকওয়াকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মানুষের মর্যাদা দিতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে তাদের কপাল পুড়তে শুরু করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া ‘বুনিয়ানুম মারচুচ’ ‘সুদৃঢ় প্রাচীর’-এর ফাটল বা ভাঙন সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। বিজাতীয়দের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যে আজ খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠীগত বিভেদের পাহাড় পরিলক্ষিত হয়। আর এরই ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যেও অহংকার, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বিদ্বেষ ও অবমাননা এবং জুলুম ও নির্যাতন দানা বেধে উঠেছে। অথচ এটি ছিল ইহুদী-খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের চরিত্র। জাতীয়তার ভিত্তিতে ইহুদীরা মনে করেছে তারাই আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি। এজন্য পৃথিবীর সকল অইসরাঈলীরা অধিকার ও মর্যাদার দিক থেকে নিম্ন পর্যায়ের। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানেরা বলেছে ঈশা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ), সুতরাং তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি। হিন্দু জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠতর মনে করা ছাড়াও খোদ নিজেদের মধ্যেই অসংখ্য কঠিন ভেদনীতি চালু করে রেখেছে। তারা বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শুদ্রদের লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করেছে। তাদের ঘরে অন্য ধর্মের কেউ ঢুকে পড়লে সেটিকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে থাকে। এরাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদার গণতন্ত্র ও কট্রর সমাজনীতি শ্রেণী সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়েছে, সাদা-কালো বর্ণবাদনীতি অসংখ্য বণী আদমের রক্ত ঝড়িয়েছে, আদিবাসী-অ-আদিবাসীর উচ্ছেদের সংগ্রাম তো চলছেই।

আমাদের ভালো করে মনে রাখা প্রয়োজন, খান্দান, বংশ, গোত্র ও গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তা এগুলো অহংকারেরও হোতা। আরও মনে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবীর সর্বপ্রথম যে গুনাহের খাতায় নাম লিখিয়েছিল সে হলো, শয়তান এবং প্রথম যে গুনাহটি আল্লাহর হুকুমকে মানতে অবাধ্য করেছিল সেটি হলো অহংকার। আর অহংকার সৃষ্টি হয়েছিল জন্মগত শেষ্ঠত্বকে ভর করে। সুরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমি ফি-রিশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ আদমকে সেজদা কর। সকলেই সেজদা করলো। কেবল ইবলিশ করলো না। সে অস্বীকার ও অহংকার করলো। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।” অন্যত্র *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

কাবা শরিফ কোন কাপড়ে কেন ঢেকে রাখা হয়, কী আছে ভেতরে

আল-জাজিরা : সৌদি আরবের স্থানীয় সময় ৮ জিলহজ থেকে পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। হজ আদায়ের জন্য চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫ লাখের বেশি মুসলিম মক্কায় সমবেত হয়েছেন। জীবনে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জীবনে অন্তত একবার হজ আদায় করা ফরজ। অধিকাংশ মুসলিমের জীবনে এক পরম চাওয়া। সব মিলিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা পাঁচ দিনে শেষ হয়। হজের অংশ হিসেবে হাজিরা পবিত্র কাবা শরিফ জিয়ারত করেন এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে তা সাতবার প্রদক্ষিণ করেন, যা তওয়াফ নামে পরিচিত। কাবা শরিফ কিসওয়া নামক একটি কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে, যার ওপর সোনার সুতা দিয়ে পবিত্র কোরআনের আয়াত লেখা থাকে। কাবা শরিফ, এর অভ্যন্তরীণ অংশ এবং এর আবরণ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

কাবা কী : আরবিতে কাবা শব্দের অর্থ ঘনক বা চতুষ্কোণ ঘর। এটি ইসলামের পবিত্রতম স্থান এবং মক্কার মসজিদুল হারামের মাঝখানে অবস্থিত। সারা বিশ্বের মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ান, যা কিবলা নামে পরিচিত। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তেই হোক না কেন, নামাজের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ এক কাতারে শামিল হন। কাবা শরিফের উচ্চতা ১৩ দশমিক ১ মিটার (৪৩ ফুট), দৈর্ঘ্য ১২ দশমিক ৮ মিটার (৪২ ফুট) এবং প্রস্থ ১১ দশমিক শূন্য ৩ মিটার (৩৬ ফুট)।

কাবার ইতিহাস কী : মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, কাবা মূলত আল্লাহর আদেশে হজরত ইব্রাহিম (আ.) এবং তাঁর পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.) ইবাদতগৃহ হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন। পবিত্র কোরআন শরিফে একাধিকবার কাবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইলের (আ.) কাবার ভিত্তি স্থাপনের মুহূর্তটির কথাও কোরআন শরিফে উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের আগে কাবা ছিল আরবের বিভিন্ন গোত্রের উপাসনার স্থান। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় হিজরত করার আট বছর পর ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মক্কায় ফিরে আসার পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। মুহাম্মদ (সা.) কাবার ভেতর থেকে সব মূর্তি অপসারণ করেন এবং একে এক আল্লাহর ইবাদতের স্থানে পরিণত করেন। মক্কায় প্রতিবছর হজ ও ওমরাহ পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২ কোটির বেশি মানুষ আসেন।

কাবার ভেতরে কী আছে : কাবা শরিফের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি সোনার দরজা রয়েছে, যা ভূমি থেকে দুই মিটারেরও (সাড়ে ছয় ফুট) বেশি উঁচুতে অবস্থিত। ২৮০ কেজি খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি এই দরজার উচ্চতা ৩ দশমিক ১ মিটার (১০ ফুট) এবং প্রস্থ ১ দশমিক ৯ মিটার (৬ ফুট)। কাবার ভেতরের অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে ধোয়ার জন্য সাধারণত বছরে দুবার দরজা খোলা হয়। কাবার ভেতরের অংশটি অত্যন্ত সাধারণড় ছাদকে ধরে রাখার জন্য তিনটি কাঠের স্তম্ভ এবং ছাদে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি রয়েছে। এর মেঝে ও দেয়াল মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়ানো এবং সিলিং বা ছাদ থেকে লণ্ঠন ঝোলানো। কাবার ভেতরের দেয়ালের কিছু অংশ কাপড়ে ঢাকা থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এই কাপড়গুলো লাল, সবুজ ও গাঢ় নীল রঙের এবং আঁকাবাঁকা নকশার হয়ে থাকে।

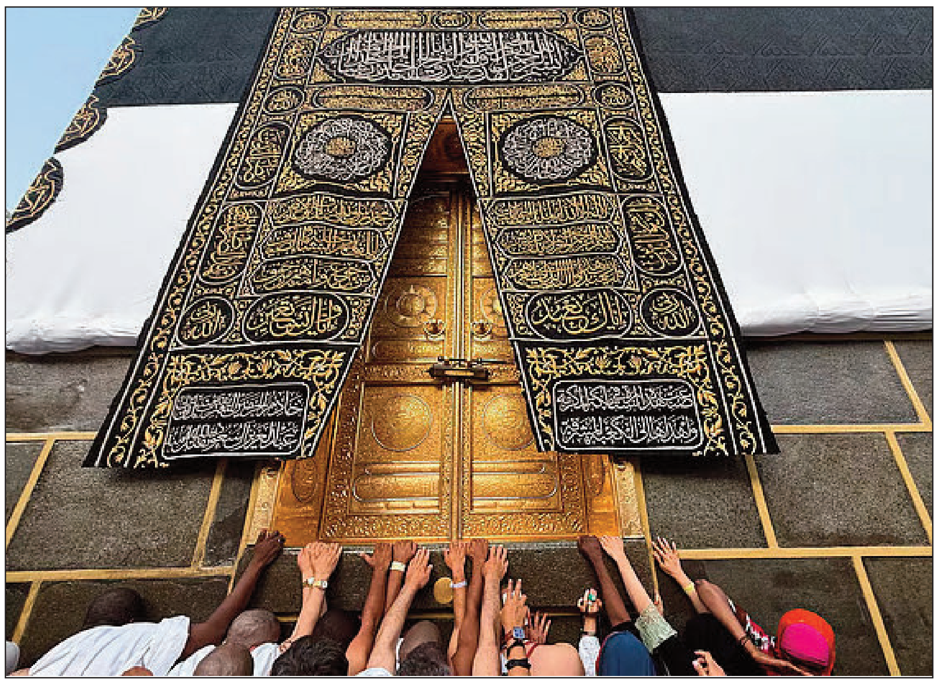

কিসওয়া কী : কিসওয়া হলো কালো রেশমি কাপড়, যা কাবা শরিফকে ঢেকে রাখে। কিসওয়া আরবি শব্দ। এর শব্দমূল হলো কাফ, সিন এবং ওয়াও। কিসওয়া শব্দের অর্থ ঢাকা বা আবৃত করা। মূলত, যেকোনো ধরনের পোশাক বা আবরণ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হতো। কালক্রমে শব্দটি বিশেষভাবে কাবার আবরণের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে কিসওয়া গিলাফ নামে পরিচিত। ফার্সি গিলাফ শব্দের অর্থও কিসওয়ার অনুরূপ: ঢাকনা, আবরণ বা পর্দা। হজের সময় কিসওয়ার নিচের অংশটি সযত্নে ওপরে তুলে রাখা হয়। মূলত বি-পুলসংখ্যক হাজি কাবার কাছাকাছি যেতে এবং বরকত লাভের আশায় এটি স্পর্শ করার চেষ্টা করেন। তাই, কা-পড়টি সুরক্ষিত রাখতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কি-সওয়ার প্রধান অংশ হলো কালো রেশমি কাপড়, ঐতিহাসিকভাবে কেবল এই অংশটিকে কিসওয়া বলা হতো। এর উচ্চতা ১৪ মিটার (৪৫ ফুট)। এটি ৪৭টি আলাদা কাপড়ের টুকরা দিয়ে তৈরি।কাবা শরিফের দেয়ালের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উচ্চতায় কারুকার্যখচিত একটি বেল্ট বা পট্টি রয়েছে, যা হিজাম নামে পরিচিত। এটি প্রস্থে ৯৫ সেন্টিমিটার (৩৭ ইঞ্চি) এবং দৈর্ঘ্যে ৪৭ মিটার (১৫৪ ফুট)। কাবার দরজার ওপর একটি পর্দা ঝোলানো থাকে, যা সিতারা বা বোরকা নামে পরিচিত। এটি কিসওয়ার সবচেয়ে সুসজ্জিত অংশ।

কাবা কেন ঢেকে রাখা হয় : প্রচলিত বিশ্বাস মতে, কাবা শরিফকে সুরক্ষিত, সম্মানিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রাখার উদ্দেশ্যে ঢেকে রাখা হয়। কাবার গায়ে সর্বপ্রথম কে কি-সওয়া জড়িয়েছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, ইসলাম-পূর্ব যুগে এই ঐতিহ্যের সূত্রপাত। অনেকে মনে করেন, ইয়েমেনের রাজা তুব্বা আস'আদ কামিল ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়েমেনের বিশেষ কাপড় দিয়ে সর্বপ্রথম কাবা ঢেকে দিয়েছিলেন। অন্য এক মতানুসারে, হজরত ইসমাইল (আ.) নিজেই প্রথম কাবা ঢেকেছিলেন। তবে এর পক্ষে কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। উসমানী আমলে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় প্রতিষ্ঠিত গাজী হুসরেভ-বেগ মাদ্রাসার কোরআনবিষয়ক অধ্যাপক এবং ‘এ গাইড থ্রু মক্কা আল-মুকাররমা’ বইয়ের লেখক *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য নিবন্ধনের আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ জুন, মঙ্গলবার ২০২৬ ◆ সময় : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত

স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন, 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- সকলের সুবিধার্থে নিবন্ধন কার্যক্রমের শেষ সপ্তাহ জুন ২৪ বুধবার থেকে জুন ২৯ রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৫ থেকে বিকাল ৮ পর্যন্ত সোসাইটির কার্যালয় নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য খোলা থাকবে। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেও নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আম্ব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ আগামী ৩০ জুন ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। আপনারা যারা সোসাইটির নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান তাদেরকে আজীবন সদস্য বা সাধারণ সদস্য হিসেবে নাম নিবন্ধন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নিয়মাবলী

১. সোসাইটির নির্ধারিত ফরম পরিষ্কারভাবে সব তথ্য পূরণ করতে হবে। ফরম জমা দানের পূর্বে ফর্মে দেওয়া সব তথ্য ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নেবেন। ফর্মে দেওয়া কোন তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকলে, মানি রিসিট থাকলেও ফর্মটি বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য সদস্য নিবন্ধন ফরম সোসাইটির ওয়েবসাইট (www.bangladeshsocietyinc.com) অথবা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

২. যদি কেউ একের অধিক সদস্য নিবন্ধন এর জন্য ফরম জমা দিতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই আলাদা করে নির্ধারিত আরেকটি টালিসিট সংগ্রহ করে সেখানে সব সদস্যের নাম এবং জন্ম সাল সহ অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করে তাও সাথে জমা দিতে হবে। একই সাথে টালি শিটে থাকা রিসিট নাম্বারটি প্রত্যেকটি ফর্মে লিখে দিতে হবে।

৩. **সদস্য নিবন্ধনের ফি :-** আজীবন সদস্যদের জন্য ৫০০ ডলার এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য ২০ ডলার হারে নগদ পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য কোন ধরনের ভাংতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, তাই সবাইকে এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

অনলাইন মেম্বারশিপ

বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়ন কার্যক্রম এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। ঘরে বসেই সোসাইটির ওয়েবসাইটে লগইন (member-service.bangladeshsocietyinc.com) করে নির্ধারিত ফরম পূরণ এবং অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে সহজেই সদস্যপদের আবেদন বা নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব।

সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগে আগ্রহীদের আগামী ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন মেম্বারশিপ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়াও যারা সরাসরি এসে সদস্যপদ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে চান, তারা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সোসাইটির অফিসে এসে সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি পরীক্ষামূলকভাবে এই অনলাইন মেম্বারশিপ কার্যক্রম চালু করেছে। কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিলে অনুগ্রহ করে সোসাইটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Scan to Login

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

আবুল কালাম ভূইয়া
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১০৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬০৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খান লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাছান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

পিরামিড যেভাবে ভূমিকম্পের সময় টিকে থাকে

বাংলাদেশ ডেস্ক : পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে আছে মানুষের তৈরি এমন কিছু বিস্ময়, যার রহস্যের জট খুলতে আধুনিক বিজ্ঞান আজও হিমশিম খাচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে একের পর এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে মিসরের বুকে। এতে ভেঙে পড়েছে চারপাশের অজস্র আধুনিক দালানকোঠা। অথচ প্রায় ৪ হাজার ৬০০ বছর ধরে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গিজার গ্রেট পিরামিড। মিসরের প্রাচীন স্থপতিরা কীভাবে আধুনিক কোনো প্রযুক্তি ছাড়াই এমন এক অবিনশ্বর কীর্তি গড়েছিলেন, তা এত দিন এক গভীর রহস্য ছিল। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা পিরামিডের ভেতরে এক অনন্য প্রকৌশল ও কিছু গোপন কাঠামোর সন্ধান পেয়েছেন, যা পিরামিডকে ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা করে আসছে।৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প তার উপকেন্দ্র থেকে ২৫০ কিলোমিটার বা ১৫৫ মাইল এলাকার ভেতরের সব ভবনের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। অথচ তৈরির পর থেকে এ পর্যন্ত একাধিকবার ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের সময়ও গ্রেট পিরামিডের ভেতরের বা বাইরের কোনো অংশেরই বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মিসরের ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড জিওফিজিকসের বিজ্ঞানীদের মতে, এটি প্রাচীন মিসরীয়দের এক অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য প্রকৌশল কৌশলের ফল। পিরামিডটি নির্মাণের জন্য তারা প্রথমে একটি শক্ত চুনাপাথরের ভিত্তি বা বেডরক বেছে নিয়েছিল। এর পাশাপাশি পিরামিডের সুষম জ্যামিতিক আকৃতি, সামগ্রিক কাঠামোর দৃঢ় নকশা ও কিংস চেম্বার বা রাজার কক্ষের ঠিক ওপরে চাপ উপশমকারী কিছু ফাঁকা জায়গা বা ক্যাভিটি তৈরি করা হয়েছিল। এই সবকিছুর সম্মিলিত মেকানিজমই পিরামি-ডটিকে ভূমিকম্প প্রতিরোধী করে তুলেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গবেষণার জন্য পিরামিডের ভেতরের বিভিন্ন কক্ষ, নির্মাণে ব্যবহৃত

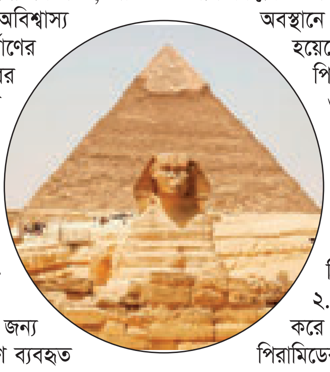

পাথরের ব্লক ও এর চারপাশের মাটির মোট ৩৭টি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে কম্পন বা ভাইব্রেশনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই পিরামিডে এমন কিছু নির্দিষ্ট জ্যামিতিক দিক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা একে ভূমিকম্প প্রতিরোধী করে তুলেছে। গবেষণার ফলাফল সায়েন্টিফিক রিপোর্টস সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পিরামিডের ভেতরে ধারণ করা অধিকাংশ কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক ছিল ২.০ থেকে ২.৬ হার্টজ। এই নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি নির্দেশ করে যেকোনো যান্ত্রিক চাপ বা কম্পন পুরো পিরামিডের কাঠামোজুড়ে একদম সমানভাবে বিন্যস্ত বা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে পিরামিডের চারপাশের মাটির কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি ছিল মাত্র ০.৬ হার্টজ। এই ফ্রিকোয়েন্সির পার্থক্যটি পিরামিডের টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভূমিকম্পের সময় মাটির ও ভবনের কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক যদি একই রকম হয়, তবে ভবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। যেহেতু পিরামিডের স্বাভাবিক সাড়া দেওয়ার বা কম্পনের গতি মাটির ধীরগতির দুলুনির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ও দৃঢ়, তাই মাটির ভেতরের ভূমিকম্পের ক্ষতিকর শক্তি পিরামিডের মূল কাঠামোয় কার্যকরভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে না। ভূকম্পনের তরঙ্গ পিরামিডের যত ওপরের দিকে ওঠে, তার তীব্রতা তত বৃদ্ধি পায় এবং এটি রাজার কক্ষে বা কিংস চেম্বারে গিয়ে সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিংস চেম্বারের ঠিক ওপরে থাকা পাঁচটি ফাঁকা ঘরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পনের তীব্রতা হঠাৎ অনেক কমে যায়। এটি প্রমাণ করে যে এই ফাঁকা জায়গাগুলো পবিত্র ওই সমাধিকক্ষকে কাঠামোগত সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি ব্রেক বা দেয়াল হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। সূত্র : ডেইলি মেইল

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ফেডারেল ও নিউইয়র্কের বিভিন্ন পদে অ্যাসাল-সমর্থিত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

নিউইয়র্ক: অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (অ্যাসাল) নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্টেট ও ফেডারেল পাবলিক অফিসের জন্য দীর্ঘ ও বিস্তৃত প্রার্থী যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শেষে তাদের সমর্থিত প্রার্থীদের নাম গর্বের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। অ্যাসাল এর স্ক্রিনিং কমিটি ব্যাপক সাক্ষাৎকার ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এমন প্রার্থীদের নির্বাচন করেছে, যাদের মূল্যবোধ, নেতৃত্বগুণ এবং নীতিগত অগ্রাধিকার অ্যাসাল এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অ্যাসাল এর লক্ষ্য হলো শ্রমজীবী পরিবারগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা, অভিবাসী কমিউনিটির অগ্রযাত্রাকে সমর্থন করা, শ্রমিক অধিকারকে শক্তিশালী করা এবং নিউ-ইয়র্কজুড়ে দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী জনগোষ্ঠী ও তাদের মিত্রদের জন্য ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।স্ক্রিনিং সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীকে অঝঅঅখ আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মূল্যবান সময় উৎসর্গ করার জন্য স্ক্রিনিং কমিটির সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।এছাড়াও, সমর্থন নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অসামান্য অভিজ্ঞতা, কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ প্রদানের জন্য অ্যাসাল এর প্রতিষ্ঠাতা ও ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এমেরিটাসকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। অ্যাসাল স্ক্রিনিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংগঠনটি গর্বের সঙ্গে নিম্নোক্ত প্রার্থীদের সমর্থন ঘোষণা করছে:

নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর: ক্যাথি হোকুল, নিউইয়র্ক স্টেট লেফটেন্যান্ট গভর্নর: অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল: লেটিশিয়া জেমস, নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার: থমাস ডি নাপোলি।

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি পরিষদ (কংগ্রেস): ডিস্ট্রিক্ট ৫: গ্রেগরি মিকস, ডিস্ট্রিক্ট ৬: গ্রেস মেং, ডিস্ট্রিক্ট ৭: আন্তোনিও রেনোসো, ডিস্ট্রিক্ট ৮: হাকিম জেফরিজ, ডিস্ট্রিক্ট ৯: ইভেট ডি. ক্লার্ক, ডিস্ট্রিক্ট ১০: ব্র্যাড ল্যান্ডার, ডিস্ট্রিক্ট ১১: মাইকেল ডি সিলিস, ডিস্ট্রিক্ট ১২: জ্যাক কেনেডি শ্লসবার্গ, ডিস্ট্রিক্ট ১৩: অ্যাড্রিয়ানো এসপাইলাট, ডিস্ট্রিক্ট ১৪: আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ, ডিস্ট্রিক্ট ১৫: মাইকেল ব্লেক।

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট : সিনেট ১০: জেমস স্যান্ডার্স জুনিয়র, সিনেট ১১: টবি অ্যান স্ট্যাভিস্কি, সিনেট ১২: স্টিভেন রাগা, সিনেট ১৩: জেসিকা রামোস, সিনেট ১৪: লেরয় কমরি, সিনেট ১৫: জোসেফ অ্যাডাব্বো জুনিয়র, সিনেট ১৬: জন লিউ, সিনেট ১৭: স্টিভেন চ্যান, সিনেট ১৮: জুলিয়া সালাজার, সিনেট ১৯: রক্সান পারসড, সিনেট ২০: জেলনর মাইরি, সিনেট ২১: কেভিন পার্কার, সিনেট ২২: স্যাম সাটন, সিনেট ২৩: জেসিকা স্কারসেলা-স্প্যান্টন, সিনেট ২৪: অ্যান্ড্রু লানজা, সিনেট ২৫: জাবারি ব্রিসপোর্ট, সিনেট ২৬: অ্যান্ড্রু গুনার্ডেস, সিনেট ২৭: ইউহ লাইন-নিয়ো, সিনেট ২৮: লিজ ক্রুগার, সিনেট ২৯: হোসে এম. সেরানো, সিনেট ৩০: কর্ডেল ক্লিয়ার, সিনেট ৩১: রবার্ট জ্যাকসন, সিনেট ৩২: লুইস আর. সেপুলভেদা, সিনেট ৩৩: গুস্তাভো রিভেরা, সিনেট ৩৪: নাটালিয়া ফার্নান্দেজ, সিনেট ৩৫: আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-কাজিনস, সিনেট ৬৫: জেসিকা রামোস।

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি : এডি ২২: মাইকেল সি. সোলাজেস, এডি ২৩: মাইক স্কালা, এডি ২৪: ডেভিড ওয়েপ্রিন, এডি ২৫: নিলি রোজিক, এডি ২৬: এডওয়ার্ড ব্রাউস্টেইন, এডি ৩১: খলিল অ্যান্ডারসন, এডি ৩৩: ক্লাইড ভ্যানেল, এডি ৩৪: ব্রায়ান রোমেরো, এডি ৩৫: লারিন্ডা হুকস, এডি ৩৭: পিয়া রহমান, এডি ৩৮: ডেভিড অরকিন, এডি ৩৯: ক্যাটালিনা ক্রুজ, এডি ৪০: রন কিম, এডি ৪১: জাহাভা দুরচিন, এডি ৪২: রডনিজ বিচোট্টে, এডি ৪৩: ব্রায়ান কানিংহাম, এডি ৪৪: রবার্ট ক্যারল, এডি ৪৫: মাইকেল নোভাখভ, এডি ৪৬: অ্যালেক্স ব্রুক-ক্রাসনি, এডি ৪৭: উইলিয়াম কোলটন, এডি ৪৮: সিমচা আইখেনস্টাইন, এডি ৪৯: লেস্টার চ্যাং, এডি ৫০: এমিলি গ্যালাঘার, এডি ৫১: মার্সেলা মিটাইনেস, এডি ৫২: জো অ্যান সাইমন, এডি ৫৩: মারিতজা ডাভিলা, এডি ৫৪: এরিক মার্টিন ডিলান, এডি ৫৫: ল্যাট্রিস ওয়াকার, এডি ৫৬: স্টেফানি জিনারম্যান, এডি ৫৭: ফারা সুফ্রান্ট ফরেস্ট, এডি ৫৮: মনিক চ্যান্ডলার ওয়াটারম্যান, এডি ৫৯: জেইমি উইলিয়ামস, এডি ৬০: নিকি লুকাস, এডি ৬১: চার্লস ফল। অ্যাসাল তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যে, তারা ভোটারদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করবে, শ্রমিক অধিকারের পক্ষে সোচ্চার থাকবে, অভিবাসী কমিউনিটিকে সমর্থন করবে এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, সমান সুযোগ, ন্যায্য ও টেকসই বৈদেশিক নীতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নিউইয়র্ক ও সমগ্র দেশের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

COLLECTIVE ACADEMY TUTORING
কালেকটিভ একাডেমি
টিউটোরিং সেন্টার
স্টুডেন্টদের একাডেমিক সাফল্যের জন্য আমাদের খুবই দক্ষ ও মেধাবী সার্টিফাইড শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন।
যোগাযোগ
40-04 73rd Street Roosevelt Avenue Jackson Heights NY 11377
718-200-6084
৫০% ডিসকাউন্ট
3rd থেকে 12th গ্রেড স্টুডেন্টদের টিউটোরিং
(ইংলিশ, ম্যাথ, সাইন্স, সোশ্যাল স্টাডিস)
হোমওয়ার্ক হেল্প
স্টেট টেস্ট প্রেপ
রিজেন্ট প্রেপ
এসএইচএসএটি (SHSAT) প্রেপ
এসএটি (SAT) প্রেপ
আমরাই সেরা
আইভি লিগ ও স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির সর্বোচ্চ সাফল্যের রেকর্ড
ওয়ান-অন-ওয়ান এটেনশন
সর্বনিম্ন খরচে পড়ানো হয়
শিক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য গভর্নমেন্ট এওয়ার্ডস প্রাপ্ত
মোহাম্মদ রহমান (রাফি)
পরিচালক, কালেকটিভ একাডেমি
হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির রিসার্চার
718-200-6084

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

যে কারণে শরীর খুবই দুর্বল লাগে, সমাধান কী?

ডা. তাসনিম জারা : আপনার কি খুব ক্লান্ত লাগে? শরীর দুর্বল মনে হয়? হাঁটা চলার সময় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়? বুক ধরফর করে? বা হাত পা ঠান্ডা হয়ে থাকে? এগুলো শরীরে আয়রনের অভাবে রক্তশূন্যতার কারণে হতে পারে। অনেকেই এই সমস্যায় ভোগেন কিন্তু বুঝতে পারেন না আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খুবই কমন। কারণ প্রতি মাসে মাসিকের রক্তের সঙ্গে আয়রন বের হয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের একটু ভারি রক্তপাত হয় তাদের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি।

অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বল লাগা যে রক্তশূন্যতার কারণে হতে পারে এটা অনেকেরই জানা নেই। অনেকে মনে করেন যে, আমার শরীরটাই বোধহয় দুর্বল। আমি আসলে এমনই আমার গায়ে তেমন কোন শক্তি নাই। ফলে আয়নের অভাবে রক্তশূন্যতা ধরা পড়ে না। চিকিৎসাও হয় না। দেখা যায় যে, মাসের পর মাস বছরের পর বছর রোগটা শরীরে বাসা বেধে থাকে। এমন চলতে থাকলে শরীরে আরো অনেকগুলো অসুবিধা হতে পারে। যেমন- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন কমে যেতে পারে তখন দেখা যায় বারবার জ্বর কাশি হচ্ছে। বারবার প্রস্রাবের রাস্তার ইনফেকশনসহ বিভিন্ন ইনফেকশন হতে পারে। এমনকি হার্ট ও ফুসফুসের জটিল সমস্যা হতে পারে এই রোগ। এই রোগ নিয়ে গর্ভধারণ করলে গর্ভে শিশুর নানান রকম সমস্যা হতে পারে। সময়ের আগে প্রসব হতে পারে। জন্মের সময় শিশুর ওজন কম হতে পারে। আবার কারো কারো আয়রনের অভাবে অনেক চুল পড়ে যেতে থাকে। এমনিতে আমাদের সবারই প্রতিদিন কিছু চুল পড়ে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি অনেক চুল পড়ে যেতে থাকে সেইটার একটা কারণ হতে পারে আয়রনের অভাবে রক্তশূন্যতা। আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, আপনার এই রোগটা আছে কিনা? এই রোগের চিকিৎসা কী এবং কোন কোন খাবার থেকে আয়রন পাওয়া যায়।

শরীরের শক্তি কম পাওয়া বা দুর্বল লাগা, বুক ধরফর করা, হাঁটা চলার সময় শ্বাসকষ্ট হওয়া, চোখ মুখ দেখতে একটু ফ্যাকাসে লাগা, মাথা ব্যথা, কোন কাজে মনোযোগ দিতে সমস্যা হওয়া বা চিন্তা ভাবনা করতে সমস্যা হওয়া এই লক্ষণগুলো খুবই কমন। এছাড়া কখনো কখনো আমরা আরো কিছু লক্ষণ দেখতে পাই যেমন- পা কামড়ানো বা পা শিরশির করা বিশেষ করে সন্ধ্যায় বা রাতে এর দিকে পায়ের পাতাসহ পুরো পা কামড়াতে থাকে তখন খুব পা নাড়াতে ইচ্ছা করতে পারে ডাক্তারি ভাষায় এটাকে আমরা বলি রেসলেস লেগ সিনড্রোম তারপর কানে ভনভন বা সুসু আওয়াজ হতে পারে। মনে হয় যেন একটানা অস্বস্তিকর একটা শব্দ কানে বাঁধছে মুখের স্বাদ পাল্টে যেতে পারে জিভে ঘা হতে পারে ব্যথা হতে পারে ঠোঁটের কোনায় ঘা হতে পারে। তারপর চুল ধোয়ার সময় বা চুল আঁচড়ানোর সময় অনেক বেশি চুল ঝরতে পারে। গায়ে একটু চুলকানির মত হতে পারে। খাওয়ার জিনিস না এমন কিছু যেমন মাটি কাগজ কিংবা বড় এসব খেতে খুব ইচ্ছা করতে পারে। আবার অল্প কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঢোক গিলতে বা কোন কিছু গিলতে কষ্ট হচ্ছে হাতের নখ মাঝখানে দেবে গিয়ে অনেকটা চামচের মতো দেখতে হতে পারে। কারো কারো তো এই লক্ষণগুলোর মধ্যে যদি কোনটা আপনার থাকে তাহলে অবশ্যই একজন ডাক্তার দেখাবেন তিনি।

চিকিৎসা

সাধারণত ছয় মাসের মতো তাহলে ঘাটতি পূরণ হয়ে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রন মজুদ হয়। কারো কারো দেখা যায় যে আয়রন ট্যাবলেট খেলে একটু পেটে গন্ডগোল হয় সেই ক্ষেত্রে ভরা পেটে আয়রন ট্যাবলেট খেলে এই সমস্যাটা কমে আসে আয়রন ট্যাবলেটের পাশাপাশি সমৃদ্ধ খাবারও খাওয়া প্রয়োজন। যাতে সেখান থেকেও শরীর কিছুটা আয়রন নিতে পারে। আপনার যদি আয়নের অভাব নাও থাকে তাও এই খাবারগুলো নিয়মিত খাওয়া প্রয়োজন। কারণ মাসিকের সঙ্গে প্রতি মাসেই শরীর থেকে কিছুটা আয়রন বের হয়ে যায়।

কলিজা বিশেষ করে গরুর কলিজা আয়রনের খুব ভালো উৎস। তবে গর্ভকালীন সময়ে কলিজাটা খাবেন না। যদি খুব অল্প পরিমাণে খেয়ে ফেলেন সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। তারপর গরুর মাংস মুরগির মাংস এগুলো থেকেও ভালো পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায়। তবে গরুর মাংসটা একটু পরিমাণমত খাওয়ার চেষ্টা করবেন। তিন নাম্বার হলো ডাল যেমন মসুর ডাল মুগ ডাল মাসকলাইয়ের ডাল একটু ঘন করে ডাল খাবেন তাতে বেশি পরিমাণে ডাল খাওয়া হবে আর সেখান থেকে শরীরে আয়রন পেয়ে যাবেন। ডিম সহজ একটা খাবার এবং আয়রনের ভালো উৎস। এরপর হলো শাক যেমন পালং শাক পুই শাক লাল শাক কচু শাক ডাটা শাক লাউ শাক। শাক পাট শাক বিভিন্ন ধরনের শাক থেকে আয়রন পাওয়া যায়। তারপর ছোলা আয়রনের ভালো উৎস। বিভিন্ন সবজি যেমন মটরশুটি ব্রকলি খোসাসহ আলু টমেটো এগুলো থেকেও খানিকটা আয়রন পাওয়া যায়। আর শেষ খাবারটা যেটা বলবো সেটা হলো কাজু বাদাম পেস্তা বাদাম কিসমিস এগুলোতেও আয়রন আছে।

তথ্যসূত্র : সহায় হেলথ।

পা দেখেই ধরা পড়বে হার্টের বিপদ

যেভাবে বুঝবেন সতর্ক সংকেত

বাংলাদেশ ডেস্ক : আপনার পা হৃদরোগের আগাম ইঙ্গিত দিতে পারে। আপনার শরীরের নিচের অংশ বা পায়ে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন অনেক সময় হার্টের সমস্যার আগাম সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা দিতে পারে। কোনো চোট ছাড়াই যদি হঠাৎ পায়ের পাতা, গোড়ালি বা লেগ ফুলে যায় এবং টিপ দিলে গর্ত হয়ে থাকে, তবে তা হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ হতে পারে। হার্ট ঠিকমতো রক্ত পাম্প করতে না পারলে শরীরে তরল জমে যায়। এ তথ্যগুলো শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও বাস্তবেই কিছু ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে।

তবে পা দেখে সরাসরি হার্টের রোগ ধরা যায় না। কিন্তু পায়ের কিছু লক্ষণ শরীরের রক্ত চলাচলের সমস্যার কথা জানিয়ে দেয়। আর এ সমস্যার সঙ্গে হৃদরোগের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পা সরাসরি হৃদরোগ ভবিষ্যদ্বাণী করে না, কিন্তু শরীরের ভেতরের সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে। তাই পায়ের যত্ন নিন। আর ছোট লক্ষণকেও গুরুত্ব দিন। তাহলেই বড় বিপদ অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

আমাদের শরীরের একেবারে নিচে থাকে পা। তাই হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঠিকমতো পায়ে পৌঁছাতে না পারলে তার প্রভাব সবার আগে এখানেই দেখা যায়। ধমনিতে চর্বি জমে রক্ত চলাচল কমে গেলে যে সমস্যা হয়, তাকে বলে পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ। এ রোগ থাকলে ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

কীভাবে পায়ে লক্ষণ দেখে সতর্ক হবেন, জেনে নিন–

হাঁটার সময় যদি পায়ে টান ধরে বা ব্যথা হয়, একটু হাঁটলেই যদি পা ক্লান্ত লাগেড় এসব সাধারণ ক্লান্তি নাও হতে পারে। আবার যদি দেখেন পা সবসময় ঠান্ডা লাগছে, ত্বকের রঙ ফ্যাকাশে বা নীলচে হয়ে যাচ্ছে কিংবা পায়ে ঝিনঝিনি বা অবশ ভাব হচ্ছে, তাহলেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কারণ পায়ে কোনো কাটা বা ঘা তা অনেক দিন হলেও শুকায় না।

অনেক সময় পা বা গোড়ালি ফুলে যায়। এটাও হালকাভাবে নেওয়া ঠিক নয়। কারণ কিছু ক্ষেত্রে এটা হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ হতে পারে। যখন হৃৎপিণ্ড ঠিকমতো রক্ত পাম্প করতে পারে না, তখন শরীরে পানি জমতে শুরু করে। আর তার প্রভাব পায়ে ফোলার মাধ্যমে দেখা যায়। তাহলে কি শুধু পা দেখেই বুঝে যাবেনড় আপনার হার্টে সমস্যা আছে? না, এত সহজ নয়; তবে পায়ের এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলোকে আপনার শরীরের 'সতর্কবার্তা' হিসেবে ধরতে পারেন। অনেক সময় বড় রোগের আগেই এ লক্ষণগুলো দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত হাঁটাচলা কিংবা হালকা ব্যায়াম করুন। ধূমপান এড়িয়ে চলুন। ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেড় পায়ে যদি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেন, তা অবহেলা করবেন না, দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কোলেস্টেরলের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক কী?

বাংলাদেশ ডেস্ক : এখন ঘরে বসেই কোলেস্টেরলের মাত্রা মাপা সম্ভব। অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়লে হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরি হয়।বর্তমানে বাজারে কিংবা অনলাইন মাধ্যমে নানা ধরনের কোলেস্টেরল হোম টেস্ট কিট পাওয়া যায়, আপনি চাইলে তা দিয়ে ঘরে বসেই মেপে নিতে পারেন। এতে ঝামেলামুক্ত, নিশ্চিন্ত জীবন।

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়েছে শুনলেই বেশির ভাগ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায়! কোলেস্টেরল বাড়লেই হৃদরোগেরও ঝুঁকি বেড়ে যায়। যার উচ্চ কোলেস্টেরল রয়েছে বা পরিবারে কোলেস্টেরলের ইতিহাস আছে, তার চিন্তা আরও বেশি।

কোলেস্টেরল মাঝেমধ্যেই ঊর্ধ্বসীমা পেরিয়ে যায়। কখন বাড়ছে, তা বোঝার জন্য রক্তপরীক্ষা করতে হয়। কোলেস্টেরল বাড়ছে কিনা, তা বুঝতে হয়। এবার সেই ঝামেলা পোহাতে হবে না। কারণ ঘরে বসে সুগার মাপার মতো যন্ত্র এখন অনলাইনে পাওয়া যায়। অনলাইনে তা সহজলভ্য। কোলেস্টেরলের পাল্লা কতটা ভারি, তা দ্রুতই মেপে নিতে পারেন ঘরে বসে। অনলাইনে অর্ডার করলেই এখন হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন। এর দাম ব্র্যান্ডের ধরনের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত কোলেস্টেরল মিটার বা মাল্টি মনিটরিং সিস্টেমের দাম শুরু হয় সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে। ভালো ব্র্যান্ডের কিনলে দাম পড়বে আট হাজার থেকে ২৮ হাজার টাকা পর্যন্ত।

ঘরে বসে কীভাবে মাপবেন কোলেস্টেরল? : বাড়িতে কোলেস্টেরল মাপার জন্য 'মাল্টি-মনিটরিং সিস্টেম' বা 'কোলেস্টেরল মিটার' ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি দেখতে অনেকটা ডায়াবেটিস মাপার গ্লুকোমিটারের যন্ত্রের মতো। এ যন্ত্রগুলো এখন উন্নত সংস্করণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগও হচ্ছে। এতে এমন এআই চিপ বসানো থাকে, যা রক্তের নমুনা দেখেই বলে দিতে পারে কোলেস্টেরলের মাত্রা কতটা, কী পরিমাণে বেড়েছে ট্রাইগ্লিসারাইড।

শুধু তাই নয়, রক্তে ভালো কোলেস্টেরল (এইচডিএল) কতটা কমেছে আর খারাপ (এলডিএল) কতটা বেড়েছে, তার অনুপাতও ঝটপট বলে দিতে পারে।

এমন অনেক কোলেস্টেরল মিটার বেরিয়েছে, যাতে ব্লুটুথ লাগানো থাকে। সেটি আবার ফোনের অ্যাপের সঙ্গে যোগ করা যায়। এর লাভ হলো কোন সময়ে কোলেস্টেরল কী পরিমাণে বাড়ছে বা কমছে, তার রেকর্ড রাখা যায়। এই রেকর্ড দেখে বোঝা যাবেড় হৃদরোগের আশঙ্কা আছে কিনা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে পরীক্ষা করলে সবচেয়ে ভালো রিডিং পাওয়া যাবে। সাধারণত ৯-১২ ঘণ্টা খালি পেটে থাকা ভালো। তাহলে মাপ ঠিকমতো আসবে। যন্ত্রটিতে এআই চিপ বসানো থাকে, আর থাকে কয়েকটি স্ট্রিপের সেট। সেই স্ট্রিপ মেশিনে ঢোকালেই যন্ত্রটি প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর ঠিক গ্লুকোমিটারের মতো আঙুলের ডগায় ফুটিয়ে রক্ত সেই স্ট্রিপে ফেলতে হবে। সাধারণত ১৫ থেকে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে মেশিনের স্ক্রিনে কোলেস্টেরল কত, সেই রিডিং ফুটে উঠবে। তবে পরীক্ষাটি করার আগে আঙুল ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

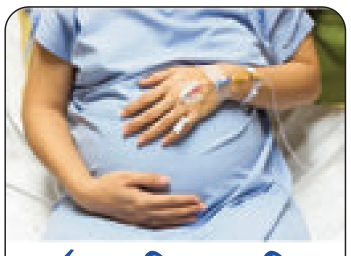

গর্ভপাত নিয়ে প্রচলিত যেসব ভুল ধারণা সম্পর্কে জানা উচিত

বাংলাদেশ ডেস্ক : গর্ভপাত বা মিসক্যারেজ যেকোনো পরিবার, বিশেষ করে গর্ভবতী মায়ের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি ঘটনা। তবে গর্ভপাত নিয়ে সমাজে নানা ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে, যা অনেক সময় অযথা ভয় ও দুশ্চিন্তা তৈরি করে।গর্ভপাতের ঝুঁকি কমাতে বা কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেই বিভিন্ন বিধিনিষেধ বা উপদেশ দিয়ে থাকেন। আবার গর্ভপাত হয়ে গেলে কোনো নির্দিষ্ট অভ্যাস বা ঘটনার ওপর দোষ চাপানো হয়; কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, এসব ধারণার অধিকাংশেরই কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

প্রচলিত ভুল ধারণার মধ্যে রয়েছেড় গর্ভাবস্থায় মানসিক চাপ, হতাশা বা আকস্মিক আতঙ্কের কারণে গর্ভপাত হয়; ভারী কাজ করা বা ব্যায়াম করলে ঝুঁকি বাড়ে; দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ করলে গর্ভপাত ঘটে; সহবাস, বিমানে ভ্রমণ কিংবা ঝাল খাবার খাওয়ার কারণে গর্ভপাত হয়ড় এসব ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গর্ভপাতের প্রকৃত কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জটিল শারীরিক ও জিনগত বিষয়, যা সাধারণ জীবনযাত্রার কারণে ঘটে না। তাই গর্ভাবস্থায় অযথা ভয় নয়, বরং সঠিক চিকিৎসা ও পরামর্শ গ্রহণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র: স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট 'সহায়'

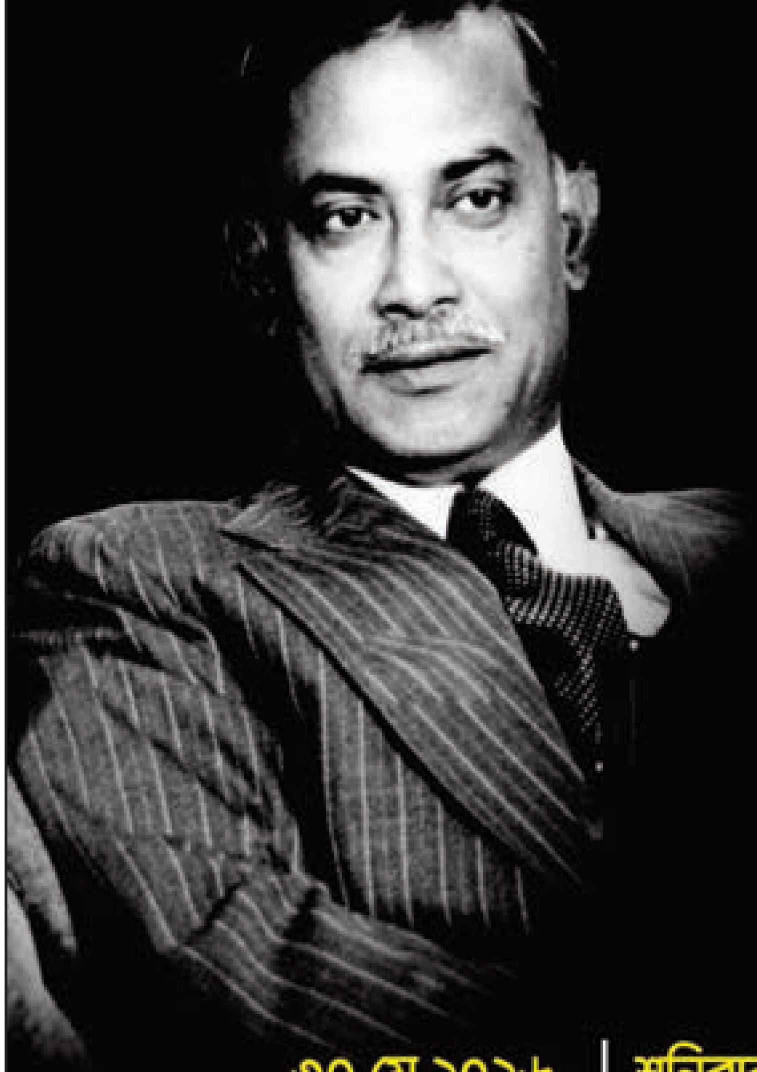

“তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান”

শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান

বীর উত্তম এর

৪৫তম

শাহাদাৎ বার্ষিকীতে

দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

৩০ মে ২০২৬ | শনিবার বাদ আসর | নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর সামনে

30th May 2026 | Saturday at 5:00pm | In Front of Nabanno Restaurant

উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

| আমন্ত্রণে |

আহ্বায়ক
দেওয়ান মনির
যুগ্ম আহ্বায়ক
শেখ নোমান পলাশ, শামস্ জনি, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, সরদার রন হক, সেলিম আহমেদ, মানিক বাবু ও ইকারুজ্জামান রতন

প্রধান সমন্বয়কারী
সারওয়ার খান বাবু
সমন্বয়কারী
মিয়া মোঃ দুলাল, রফিকুল ইসলাম ডালিম, শফিউদ্দিন মিয়া, আবদুস সামাদ টিটু, মিজানুর রহমান মিজান, মোঃ মফিজুর রহমান, ফারুক হোসেন মজুমদার, সাঈদ এ আর ফারুক ও জীবন শফিক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
এজাজুল ইসলাম নাঈম
তত্ত্বাবধানে
মোঃ গিয়াস উদ্দিন, এ. জেড. এম. জাহাঙ্গীর হাসাইন, শাহিন এইচ চৌধুরী, সুলতান নাসির উদ্দিন রতন, জিয়াউর রহমান টিটু ও কামরুল হাসান স্ট্যালিন

সদস্য সচিব
আমানত হোসেন আমান
যুগ্ম সদস্য সচিব
আফতাব জনি, এ সিদ্দিক পাটওয়ারী, মনিরুল ইসলাম মনির, জাহাঙ্গীর আলম জয়, মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন, শাহবাজ আহমেদ, আল মামুন সবুজ, ওয়াহিদুজ্জামান লিপু ও নূর হোসেন

পৃষ্ঠপোষক ঃ

এম আজিজ (এন ওয়াই হোম কেয়ার), গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার (শাহ নেওয়াজ), গিয়াস আহমেদ (গুড শেফার্ড হোম কেয়ার), বারী হোম কেয়ার (আসেফ বারী টুটুল), এক্সিট রিয়েলটি কন্টিনেন্টাল (জাকির এচ চৌধুরী), আশরাফ চৌধুরী খোকন (ইন্টার্নাল কেয়ার সার্ভিস ইনক), ফাউমা ইনোভেটিভ (ফাহাদ সোলায়মান), নুরুল আজিম (এমপেয়ার কেয়ার এজেন্সী), ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার (ডা. শাহজাদী পারভীন), ডেরা রেস্টুরেন্ট, এটনী মঈন চৌধুরী, দুলাল বেপেদু, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, শাহ জে চৌধুরী (শাহ গ্রুপ), হারুন ভূইয়া, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, তারেক আহমেদ চঞ্চল, বেলাল আহমেদ চৌধুরী (রিয়েলটর), টপ টি (সরদার হক রনি), লিটু চৌধুরী, ইশতিয়াক রুমি, সিপাল কর্পোরেশন (মোহাম্মদ আর হক), রাইজিং রিয়েলটি (মনিরুল ইসলাম), কামরুজ্জামান কামরুল (খামার বাড়ি), মোহাম্মদ হোসেন বেলাল (বাংলা ট্রাভেলস), ডা. ওলিউর রহমান খান, ডাঃ তৌহিদ শিবলী, তোফায়েল চৌধুরী লিটন, মোঃ আলামীন, মির্জা এম জামান, মাসুদ রানা তপন ও বাবু (মামা)

কৃতজ্ঞতায় ঃ

জিল্লুর রহমান জিল্লু, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মার্শাল মুরাদ, প্রফেসর দেলওয়ার হোসেন, আবু সাইদ আহমেদ, আবদুস সবুর, জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, কাজী আজম, আনোয়ারুল ইসলাম, মাকসুদ এইচ চৌধুরী, ইলিয়াস খান, সাইফুর খান হারুন, এম এ বাতিন, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আতিকুর রহমান, সেলিম রেজা, আহবাব হোসেন খোকন, ইঞ্জিঃ আবু সায়েম, সাইদুর রহমান সাইদ, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, বদিউল আলম, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, ডিপি জসীমউদ্দিন, সোহরাব হোসেন, আতিকুল হক আহাদ, শামীম মাহমুদ, রেজাউল আজাদ ভূইয়া, এবাদ চৌধুরী, রাফেল তালুকদার, জাবেদ আহমেদ, শহীদুল ইসলাম, মাজহারুল ইসলাম জনি, জাবেদ উদ্দিন, সৈয়দ এনাম আহমেদ, খলকুর রহমান, মোঃ খলিলুর রহমান, রিপন মিয়া, মোঃ মফিজুর রহমান, শাহাদাত হোসেন রাজু, মঞ্জুর মুর্শেদ, ইঞ্জি তুহিন, কাজী সাব্বির, মোঃ সামসুদ্দিন, কামাল উদ্দিন লিপু, রিয়াজ মাহমুদ ও সুলতান মাহমুদ খান (এন ওয়াই বাংলা)

সহযোগিতায় ঃ

মীর নিজামুল হক, খাইরুল ইসলাম খোকন, এম ডি আব্দুর রউফ লিপিল, ইফতিয়ার উদ্দিন মাহমুদ, এমডি মতিন, ফারুক, মাহমুদ, ফরহাদ রেজা, এম রহমান, আসাদুল ইসলাম আসাদ, ওয়াসীম খন্দকার, ইফতি খান টিপু, নেহার সিদ্দিকী, আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, মোঃ শামীম চৌধুরী, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, রুহুল আমিন সরকার, বক্তার সেলিম, জে মোল্লা সানি, সৈয়দ এম এ রেজা, গোলাম ফারুক শাহীন, রাফেল তালুকদার, মাজহার রবিন, নাসিম আহমেদ, মোবারক হোসেন সজল, নুর ইসলাম বর্ধন, সৈয়দ এনায়েত আলী, নাজমুল আলম, জাহিদ আহমেদ খান, মাহবুবুর রহমান মুকুল, সাইদুর খান ডিউক, কাজী বাবুল, বাবুল জামান, সৈয়দ মাহমুদ বাদশা, আরিফ মল্লিক, রফিকুল ইসলাম, রবিন এইচ চৌধুরী, মোঃ কামাল উদ্দিন, জামান তুহিন, মাজহার রবিন, মাসুদ করিম মিলন, খুলকু রহমান, রাউফুল ইসলাম লিটন, আমজাদ হোসেন, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম লিটন, ফরিদ খন্দকার, এমদাদ তরফদার, তোফায়েল আহমেদ, সোহাগ আফসার, মশিউর রুবেল, আজাদুর রহমান আলমগীর, আলী মিলন, মুরাদ হাসান, অলি আহমেদ সানি, মোঃ হুমায়ুন কবির, লাল মিয়া (মহসিন), মশিউর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, মাসুদ রানা, আনোয়ার পলাশ, মোঃ আলী মিলন, হামিদুর রহমান রকি, বাদল মির্জা, মোঃ মোস্তফা, ইঞ্জি. মাঈন উদ্দিন, রাহুল রব, রনি হোসেন, সৈয়দ এ রহমান ফারুক, তোফায়েল আহমেদ, সোহেল আহমেদ, মোঃ শেরুজ্জামান, আক্তার খান রাজু, দেওয়ান রানা, ফরহাদ মৃধা, মোঃ সালাহ উদ্দিন রুবেল, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন, সামুন মাহমুদ, মাহবুব আহমেদ চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান জুয়েল ও তামিম চৌধুরী।

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া ◀ধন্যবাদান্তে▶ সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নমী

JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI JHE SINCE 2003

আয়োজনে: জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

প্রাণীর প্রতীকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ মাসকট

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপের আবেগ দৃশ্যমান হচ্ছে। সংস্কার করা স্টেডিয়াম, লাখো দর্শককে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আয়োজক শহর এবং বিশ্বজুড়ে প্রচারণার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের মাসকটও আবার বড় আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছে। আয়োজক তিন দেশ নিজেদের সংস্কৃতি ও পরিচয়ের সঙ্গে মিল রেখে মাসকট বেছে নিয়েছে। মেক্সিকোর প্রতীক জাগুয়ার, কানাডার মাসকট মুস। আর যুক্তরাষ্ট্র আবারও নিজেদের লড়াকু মানসিকতা তুলে ধরতে বেছে নিয়েছে প্রাণীর প্রতীক– এটি নিছক কাকতালীয় নয়। তিন দশকেরও বেশি আগে, ১৯৯৪ বিশ্বকাপে আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে একটি কুকুরকে বানিয়েছিল নিজেদের বিশ্বকাপের মাসকট। সেই মাসকট 'স্ট্রাইকার' আজও টুর্নামেন্ট ইতিহাসের স্মরণীয় চরিত্রগুলোর একটি।

১৯৯৪ বিশ্বকাপে স্ট্রাইকারের আগমন ছিল ফিফার মাসকট ইতিহাসে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের সিংহের পর কোনো আয়োজক দেশ প্রাণীকে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক মুখ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র সেই ধারণাকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনে এবং সেটিকে আমেরিকান টেলিভিশন অ্যানিমেশনের ঘরানার সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স অ্যানিমেশনের তৈরি স্ট্রাইকারের নকশায় ছিল ক্লাসিক মার্কিন কার্টুনের ছাপ। সাদা জার্সিতে লাল ও নীলের ছোঁয়া, মুখে স্থায়ী হাসি আর বন্ধুত্বপূর্ণ চরিত্র। সব মিলিয়ে দ্রুতই শিশু-কিশোর থেকে বড়দের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই মাসকট। স্ট্রাইকার শুধু স্টেডিয়ামেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন প্রচারণা এবং ১৯৯৪ বিশ্বকাপের নানা আনুষ্ঠানিক পণ্যে দেখা যায় তাকে। প্লাশ টয়, টি-শার্ট, কাপ থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন প্রচারণা, সবকিছু মিলিয়ে সেই বিশ্বকাপের অন্যতম স্মরণীয় প্রতীক হয়ে ওঠে স্ট্রাইকার।

বিশ্বকাপের বল স্মার্টফোনের মতোই চার্জ দিতে হবে!

স্পোর্টস ডেস্ক : স্মার্টফোন, স্মার্টওয়াচ কিংবা ল্যাপটপ চার্জ দেওয়ার কথা তো সবাই জানেন; কিন্তু এবার ফুটবল ম্যাচের আগেও বল চার্জ দিতে হবে! শুনতে অদ্ভুত শোনালেও ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল ম্যাচ বলের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব। মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে মাঠের মূল উপাদান অর্থাৎ বলের ভেতরেই। এবারের অফিশিয়াল ম্যাচ বল 'ট্রিওন্ডা'-এর ভেতরে স্থাপন করা হয়েছে একটি বিশেষ মোশন সেন্সর, যা বলের প্রতিটি স্পর্শ, মুভমেন্ট এবং দিক পরিবর্তন রিয়েল টাইমে নির্ভুলভাবে ট্র্যাক করতে পারে। আর এই অত্যাধুনিক সেন্সরটি সচল রাখতেই ম্যাচের আগে মোবাইল ফোনের মতোই চার্জ দিতে হবে বিশ্বকাপের বলকে!

বলটির ঠিক মাঝখানে অ্যাডিডাসের তৈরি একটি ৫০০ হার্টজের মোশন সেন্সর চিপ বসানো হয়েছে। এটি প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ বার ডেটা রেকর্ড করতে সক্ষম। এর অর্থ হলো, মাঠে খেলোয়াড়দের পায়ের প্রতিটি হালকা স্পর্শও সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বে এই চিপে। বলের গতি, ঘূর্ণন (স্পিন) এবং গতিপথ একদম নিখুঁতভাবে রিয়েল টাইমে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। বলটির ভেতরের একটি প্যানেলে এই সেন্সরটি এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে বসানো হয়েছে, যাতে বলের স্বাভাবিক পারফরম্যান্সে কোনো প্রভাব না পড়ে। এই চিপটির ওজন মাত্র ১৪ গ্রাম, যার কারণে মাঠে খেলার সময় ফুটবলাররা সাধারণ বলের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্যই টের পাবেন না।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর নরওয়ের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘ ২৮ বছর পর ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে নরওয়ে ফুটবল দল। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আরলিং ব্রাউট হালান্ড এবং আর্সেনাল অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডকে রেখে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে দলটি। সদ্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ী ওডেগার্ডের সঙ্গে আছেন ফুলহ্যামের অস্কার বব এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের ফরোয়ার্ড ইয়োর্গেন স্ট্র্যান্ড লারসেন। নরওয়ের ৮৯ বছর বয়সী রাজা হারাল্ড পঞ্চম বিশেষ এক ভিডিও বার্তায় বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেন। মার্টিন ওডেগার্ডকে অধিনায়ক করে ২৬ সদস্যের দলে রয়েছেন। দলে আরো জায়গা পেয়েছেন কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলা হামবুর্গের গোলরক্ষক সান্ডার ট্যাংভিক। নরওয়ে ১৬ জুন বোস্টনে ইরাকের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। এরপর তারা সেনেগাল ও ফ্রান্সের বিপক্ষে খেলবে।

গোলরক্ষক : ওর্জান হাসকজোল্ড নিল্যান্ড (সেভিয়া), এগিল সেলভিক (ওয়াটফোর্ড), স্যান্ডার ট্যাংভিক (হামবুর্গার এসভি)। রক্ষণভাগ : জুলিয়ান রিয়ারসন (বরুসিয়া ডর্টমুন্ড), মার্কাস হোমগ্রেন পেডারসেন (তোরিনো), ডেভিড মোলার ওল্ফ (উলভস), ফ্রেডরিক বিয়োরকান (বোডো/গ্লিমট), ক্রিস্টোফার আয়ের (ব্রেন্টফোর্ড), তোর্বিয়োর্ন হেগেম (বোলোনিয়া), লিও স্কিরি ওস্টিগার্ড (জেনোয়া), সন্দ্রে লাঙ্গাস (ডার্বি কাউন্টি), হেনরিক ফালচেনার (ভাইকিং)। মধ্যমাঠ : মার্টিন ওডেগার্ড (আর্সেনাল- অধিনায়ক), স্যান্ডার বার্গ (ফুলহাম), ফ্রেডরিক আউরসনেস (বেনফিকা), প্যাট্রিক বার্গ (বোডো/গ্লিমট), ক্রিস্টিয়ান থর্স্টভেড (সাসুওলো), মর্টেন থর্সবি (ক্রেমোনিজ), থেলো আসগার্ড (রেঞ্জার্স)। আক্রমণভাগ : আরলিং হালান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি), আলেকজান্ডার সরলথ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), জর্গেন স্ট্র্যান্ড লারসেন (ক্রিস্টাল প্যালেস), আন্তোনিও নুসা (আরবি লাইপজিগ), অস্কার বব (ফুলহাম), আন্দ্রেয়াস শজেল্ডারআপ (বেনফিকা), জেনস পেটার হাউজ (বোডো/গ্লিমট)।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে সরানো হলো ইরানের বিশ্বকাপ ক্যাম্প

স্পোর্টস ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে গড়াবে ফুটবল বিশ্বকাপ। মহাযজ্ঞ সামনে রেখে দল ঘোষণায় ব্যস্ত দেশগুলো, যার পরবর্তী ধাপ আয়োজক দেশে অনুশীলন ক্যাম্প বুঝে পাওয়া এবং সেটায় অংশগ্রহণ করা। অধিকাংশ দেশই যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের ক্যাম্প করবে, ব্যতিক্রম ছিল না ইরানও। ফিফার অনুমোদন পেয়ে সেই ক্যাম্প সরিয়ে মেক্সিকোতে নেয়া হয়েছে। ইরানের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থার সভাপতি মেহেদী তাজ বলেছেন, 'ফিফার অনুমোদন পাওয়ার পর বিশ্বকাপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে স্থানান্তর করা হয়েছে।' ইরান বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেও ফিফা এখনও আনুষ্ঠানিক কিছু জানায়নি। অ্যারিজোনার টাকসনে ইরানের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হওয়ার কথা ছিল। দেশটিতে মার্কিন-ইসরায়েল হামলায় সৃষ্টি যুদ্ধ ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে ক্যাম্পের স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। টাকসনের কিনো স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে এখনও কোন মন্তব্য করেননি।

ইরান ফুটবল জানিয়েছে, দলটি সান ডিয়েগোর সাউথ মেক্সিকোর টিহুয়ানায় অবস্থান করবে। ফেডারেশন সভাপতি বলেছেন, 'বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সব দলের বেস ক্যাম্প অবশ্যই ফিফা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। সৌভাগ্যবশত, আমাদের দাখিল করা অনুরোধটি ইস্তাম্বুলে ফিফা ও বিশ্বকাপ কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে হয়েছে। পাশাপাশি, তেহরানে ফিফা মহাসচিবের সাথে আমাদের বৈঠকের পর দলের ক্যাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে স্থানান্তরের অনুরোধ অনুমোদিত হয়েছে।' ইরান 'জি' গ্রুপে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫ জুন, ছয় দিন পর বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে। ২৬ জুন সিয়াটলে মিসরের বিপক্ষে খেলবে।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

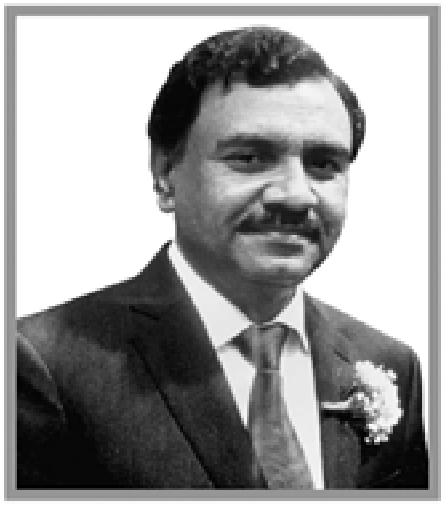

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

‘প্রবাসী কার্ড’ : মিলবে যেসব সুবিধা

(প্রথম পাতার পর)

যাচ্ছে ‘প্রবাসী কার্ড’। এই উদ্যোগের পেছনে সরকারের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো। সরকার বলছে, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের দেওয়া হবে এই কার্ড। অর্থনীতিবিদদের একাংশ বলছে, শুধু নতুন কার্ড চালু করলেই হবে না; এর সঙ্গে কার্যকর ডিজিটাল অবকাঠামো, ব্যাংকিং নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রবাসী কার্ড চালুর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করা হচ্ছে কি না, সেটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলছে, প্রবাসী কার্ডের প্রধান লক্ষ্য থাকবে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহ দেওয়া, প্রবাসীদের তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং তাঁদের জন্য বিশেষ আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করা। সূত্র বলছে, ভিসা বা মাস্টারকার্ডের সঙ্গে যুক্ত রেখে এই কার্ড দিয়েই দেশে-বিদেশে টাকা আদান-প্রদান করা যাবে। প্রবাসী কল্যাণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী সম্প্রতি প্রবাসী কার্ড চালুর বিষয়ে বলেন, প্রবাসীদের জন্য অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। খুব দ্রুতই প্রবাসী কার্ড চালু করা হবে। যাঁরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠান, তাঁদের কী ধরনের সম্মান ও সহযোগিতা দেওয়া যায়, সেটি নিয়ে কাজ করছে সরকার। এ ছাড়া প্রবাসীদের বিনিয়োগ নিরাপদ ও সহজ করতে সরকার বিশেষ আবাসন ও বিনিয়োগ সহায়তা প্রকল্প হাতে নিচ্ছে বলে জানান তিনি।

প্রবাসী কার্ডের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কত দূর-জানতে চাইলে প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেন, ‘প্রবাসী কার্ড বাস্তবায়নে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। বর্তমানে এই কার্ডের নকশা এবং এটি কিভাবে কাজ করবে, সে বিষয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রেজেন্টেশন আমরা দেখেছি। যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে এটি চূড়ান্ত করা হবে। এই কার্ড বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অনেকটা বর্তমানে প্রচলিত ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের মতো হবে এবং এটি নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কোনো একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। কারা প্রাথমিকভাবে এই প্রবাসী কার্ড পাবেন, জানতে চাইলে নুর বলেন, ‘এই কার্ডের জন্য যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁরা পাবেন। তবে বিএমইটি কার্ডধারী যাঁদের তথ্য এরই মধ্যে আমাদের পিআইডি সার্ভারে আছে, তাঁদের সহজে সংযুক্ত করা যাবে। তাঁদের পাশাপাশি যেকোনো প্রবাসী আবেদন করার মাধ্যমে কার্ডটি সংগ্রহ করতে পারবেন। মূলত সব প্রবাসীকে এই সেবার আওতায় আনা আমাদের লক্ষ্য।’ প্রবাসী কার্ডে যেসব সুবিধা : সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অন্তত দেড় কোটি বাংলাদেশি অবস্থান করছেন। তবে নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে এই সংখ্যা বাস্তবে আরো বেশি হতে পারে। সরকার নতুন করে প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে সবাইকে হিসাবে আনতে চায়। প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর জানান, প্রবাসী কার্ডে কিউআর কোডভিত্তিক পরিচয় ব্যবস্থা থাকবে। যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ সেই কোড স্ক্যান করলেই সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর তথ্য দেখতে পারবে। এমনকি মোবাইলের মাধ্যমেও কার্ড ব্যবহার করা যাবে। নতুন প্রবাসী কার্ড হবে আরো আধুনিক ও বহু-মুখী। বিশেষ করে এতে যুক্ত হবে ব্যাংকিং সু-বিধা। ডুয়াল কারেন্সি ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন প্রবাসী একই কার্ডে বিদেশি মুদ্রা ও বাংলাদেশি টাকায় লেনদেন করতে পারবেন। তবে অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধু

‘সক্রিয় সরকার’ হিসেবে দ্রুত দৃশ্যমান সাফল্য দেখানোর উদ্দেশ্যে তিন মাসের মধ্যে তড়িঘড়ি করে প্রবাসী কার্ড চালু করা ঠিক হবে না। তাঁরা মনে করছেন, সারা দেশে একযোগে চালুর আগে একটি পরীক্ষামূলক বা ট্রায়াল ফেজ পরিচালনা করা উচিত।

কার্ড নিয়ে প্রশ্ন অনেকের : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বৈধভাবে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বিএমইটি কার্ড চালু করা হয়। বিদেশে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের নিবন্ধনের অংশ হিসেবে এই কার্ড দেওয়া হতো। এতে কর্মীর পরিচয়, পাসপোর্ট, কর্মস্থলসহ বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষিত থাকত। এবারের প্রবাসী কার্ডও একই ধরনের হবে কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক প্রবাসী। সৌদি আরব প্রবাসী সাহাদাত বলেন, ‘আমরা বিএমইটি কার্ড পেয়েছিলাম। করতে বাধ্য ছিলাম দেখে করেছিলাম। এর কোনো সুফল কখনো পাইনি। এখন নতুন সরকার প্রবাসী কার্ড চালু করছে। এতে আসলে কী লাভ হবে, তা জানি না। আমাদের দেশে গেলে তো ভোগান্তির সীমা থাকে না। সেসব দিকে নজর দিলে ভালো হয়।’ দুবাইপ্রবাসী শিবলু বলেন, বিদেশিদের জন্য সব সরকার মুখ মুখে অনেক কিছু করে, বাস্তবে তেমন কিছু দেখি না। বিএ-মইটি কার্ড নিয়েও অনেক কিছু শুনেছি, এখন প্রবাসী কার্ড! বাস্তবে কতটুকু প্রবাসীদের লাভ হবে, তা জানি না। প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে জনগণের কতটুকু লাভ হবে, জানতে চাইলে অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বলেন, সাফল্য দেখাতে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করা উচিত হবে না। এর আগে বিএ-মইটি যে স্মার্টকার্ড চালু করেছিল, সেটি মূলত বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের কাজে ব্যবহৃত হতো। বেশির ভাগ কর্মী এটিকে কেবল বিদেশ যাওয়ার একটি আনুষ্ঠানিক কাগজ বা টিকিট হিসেবেই দেখতেন। তাই নতুন প্রবাসী কার্ড চালুর আগে কর্মীদের জন্য কার্যকর ‘প্রি-ডিপারচার ব্রিফিং’ নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে তাঁরা কার্ডটির প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার ও সুবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পান। এই কার্ডের সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতি, হয়রানি বা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে কি না, জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেন, এই কার্ডের মাধ্যমে প্রবাসীরা যেন সহজে সেবা পান, সে জন্য এটিকে অনলাইন ওরিয়েন্টেড করা হচ্ছে। যাঁরা কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ, তাঁরা ‘ওভারসিজ সার্ভিসের’ মাধ্যমে ঘরে বসেই নিজেদের আবেদনসহ অন্যান্য কাজ করতে পারবেন।

রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসীকে নাগরিকত্ব দিল জার্মানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ২০২৫ সালে রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসী জার্মান নাগরিকত্ব পেয়েছেন। জার্মানির সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ভেল্ট আম জনটাগ’ জানিয়েছে, গত বছর কমপক্ষে তিন লাখ ৯ হাজার ৮৫২ জন জার্মান পাসপোর্ট পেয়েছেন। জার্মানির ইতিহাসে এই প্রথম এক বছরে এত সংখ্যক অভিবাসী নাগরিকত্ব পেয়েছেন। আগের বছর ২০২৪ সালে পেয়েছিলেন দুই লাখ ৯১ হাজার ৯৫৫ জন। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি জার্মানি নাগরিকত্ব আইনে বড় পরিবর্তন আনে। এর আগে জার্মান নাগরিকত্ব পেতে হলে অন্য দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে হতো এবং কমপক্ষে আট বছর জার্মানিতে বসবাস করতে হতো। নতুন আইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং বাসস্থানের ন্যূনতম মেয়াদ পাঁচ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। তার পর থেকেই নাগরিকত্বের আবেদন দ্রুত বাড়তে শুরু করে। ২০২৪ সালে নাগরিকত্ব পাওয়া অভিবাসীদের সংখ্যা আগের বছর ২০২৩ সালের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২৫ সালে সেই বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২০২৪ সালে যারা নাগরিকত্ব পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ২৮ শতাংশ ছিলেন সিরিয়ার নাগরিক। এরপরের স্থানে ছিলেন তুরস্কের নাগরিকরা। তবে এই পরিসংখ্যান জার্মানির ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ১৪টির। পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মেকলেনবুর্গ-ফোরপমার্ন এবং সাকসেন-আনহাল্টের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পত্রিকাটি। আগামী দিনে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের নাগরিকত্বের আবেদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্বজুড়ে আবাসন সংকটে প্রায় ২৮০ কোটি মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : সম্প্রতি এসব তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির হিসাবে, বিশ্বের ৩০ কোটির বেশি মানুষ এখন গৃহহীন। দ্রুত বাড়তে থাকা এ সংকটকে বৈশ্বিক অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি ও নগর উন্নয়নের জন্য বড় বাধা হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। খবর ইউএন। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে চলতি সপ্তাহে শুরু হওয়া ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরামের (ডব্লিউইউএফ১৩) মূল আলোচ্য বিষয় হয়েছে আবাসন সংকট। এতে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, মেয়র, নগর পরিকল্পনাবিদ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। জাতিসংঘ বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বৃদ্ধি, আয়বৈষম্য ও দ্রুত নগরায়ণের কারণে আবাসন সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শহরগুলোয় কম আয়ের মানুষের জন্য বাসস্থান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আবাসন সংকট এমন একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, যেখানে মানুষের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ, উপযুক্ত ও সাশ্রয়ী ঘরবাড়ির সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অনেক কম থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আবাসন সংকট এখন শুধু সামাজিক সমস্যা নয়। এটি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। কারণ নিরাপদ ও সাশ্রয়ী বাসস্থান না থাকলে শ্রমবাজার, উৎপাদনশীলতা ও নগর অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে বড় শহরগুলোয় বাড়িভাড়া বাড়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের ব্যয়ও বাড়ছে। এতে ভোগ ব্যয় কমে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মানব বসতি কর্মসূচি ইউএন-হ্যাবিট্যাট জানায়, গত এক দশকে বিশ্বের ১২ কোটির বেশি মানুষ নতুন করে বস্তি বা অনানুষ্ঠানিক বসতিতে যেতে বাধ্য হয়েছে। অনেক দেশে জাতীয় নগরনীতি গ্রহণ করা হলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের প্রায় ১৬০টি দেশ এরই মধ্যে জাতীয় নগরনীতি নিয়েছে বা প্রণয়নের কাজ করছে। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি দেশ আবাসনকে সাশ্রয়ী করার কর্মসূচিও চালু করেছে। তবে এসব উদ্যোগ এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফোরামে সামাজিক আবাসন প্রকল্প সম্প্রসারণ, বস্তি উন্নয়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। পাশাপাশি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর পুনর্গঠনও গুরুত্ব পাচ্ছে। সিরিয়ার হোমস শহরের মেয়র বাশার আল সেবাই বলেন, 'যুদ্ধের পর প্রায় চার লাখ মানুষ শহরে ফিরেছে। কিন্তু তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকায় ফিরে এসেছে। সেখানে বিদ্যুৎ, অবকাঠামো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব পুনর্গঠনে অর্থায়নের প্রয়োজন।' জাতিসংঘ বলছে, যুদ্ধ ও জলবায়ু সংকটের কারণে বিশ্বে 'জোরপূর্বক' বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এতে আবাসন চাহিদার ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক শহরে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। বন্যা, তাপপ্রবাহ ও চরম আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে অ-নিরাপদ আবাসনে থাকা মানুষের। বাকুতে ফোরামের প্রথম দিন ভারি বৃষ্টিতে অনেক সড়ক প্লাবিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েক বছর আগেও এ সময় এমন আবহাওয়া সেখানে খুব কম দেখা যেত। একে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্থপতি ও কনসোর্টিয়াম ফর সাসটেইনেবল আরবানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা ল্যান্স জে ব্রাউন বলেন, 'বিশ্বের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়লেও কম আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশেও গৃহহীনতার সংকট বাড়ছে। নিউইয়র্কের পরিস্থিতিকেও তিনি উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেন।' জাতিসংঘ বলছে, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা টেকসই নগর উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। তাই বিশ্বব্যাপী সমন্বিত পরিকল্পনা, স্থানীয় উদ্যোগ ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। ফোরামের সুপারিশগুলো আগামী বছরের জাতিসংঘ মহাসচিবের 'নিউ আরবান এজেন্ডা' বাস্তবায়নবিষয়ক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
718-305-1262

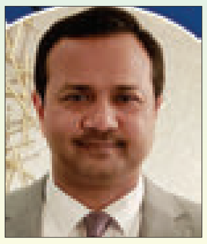

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

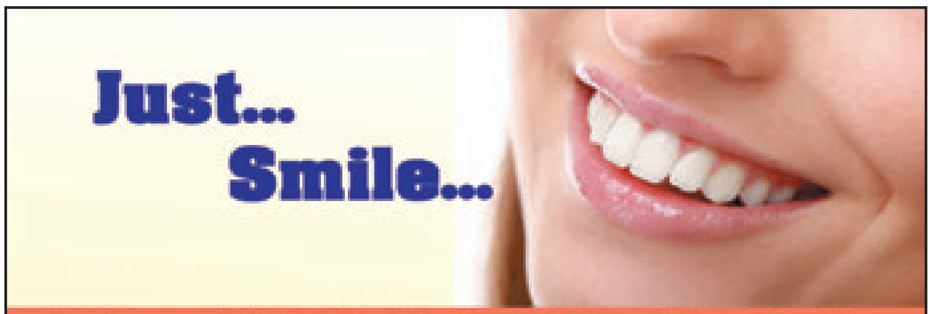

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিশিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
Tuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

(প্রথম পাতার পর)

শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারের ব্যবচ্ছেদ

সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। বাংলাদেশ 'তাঁর দেশ, তাঁর বাবার দেশ', অবশ্যই ফিরে আসবেন। যখনতখন আসবেন। তবে তাঁর ফিরে আসা নির্ভর করে বাংলাদেশে 'গণতান্ত্রিক পরিবেশ'-এর ওপর। তাঁর কথা শুনে ৩০০ বছর আগের বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায়ের (১৭১২-১৭৬০) কবিতার লাইন মনে পড়েছে : 'শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সংগীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়ড়্‌।' ২০০৯ থেকে ২০২৪-এর জুলাই পর্যন্ত তিনি ও তাঁর দল জাতিকে গণতন্ত্রের যে সবক দিয়েছে, তাতে অন্তত তাঁর ও তাঁর দলের লোকজনের মুখে 'গণতন্ত্র' শব্দটি মানায় না।

তিনি আসবেন। আসতে চাইলে অবশ্যই আসবেন। এর আগেও তিনি এসেছিলেন। যে জিয়াউর রহমানের শাসনামলকে তিনি 'অগণতান্ত্রিক' বলতে দ্বিধা করেন না, ১৯৮১ সালের ১৭ মে সেই বিএনপির 'অগণতান্ত্রিক' শাসনামলেই তিনি "'ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'য় অর্ধযুগের বেশি সময় পর তার পাদপদ্ম রেখে এই ভূখণ্ডকে আরও ধন্য করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমার জন্য ১৭ মে অত্যন্ত আবেগময় ও স্মরণীয় দিন।" তাঁর জীবন থেকে দুটি স্মরণীয় ১৭ মে চলে গেছে, তাঁর দেশে ফেরা হয়নি।

শেখ হাসিনা আশঙ্কা করছেন, বিএনপির বর্তমান শাসনে বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াত জোটের ২০০১-২০০৬ ক্ষমতার মেয়াদের মতো "কালোদিন" ফিরে আসতে পারে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই বাংলাদেশে "স্বর্ণযুগ" বিরাজ করে, আর অন্য কোনো দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশের দিনগুলো ঘোর "কালো" সকল কিছু গ্রাস করে তাঁরা ক্ষমতায় না থাকলেই দেশের "স্বাধীনতা বিপন্ন হয়", "বাকস্বাধীনতা ও আইনের শাসন থাকে না," ড়্‌ এই বদ্ধমূল ধারণাগুলো যত দিন আওয়ামী মনমানসে বিরাজ করবে, তত দিন দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে না।

তিনি দেশ থেকে তাঁর অনুপস্থিতিকে নিজের "নীরবতা" মনে করেন না। তিনি "প্রতিমুহূর্তে দেশের জন্য লড়াই করছেন'" এবং "কূটনৈতিক পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক আইনগত কাঠামোতে সক্রিয় রয়েছেন" এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে' কাজ করছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে তাঁর দলের বিরুদ্ধে "নীরব রাজনৈতিক গণহত্যা" চালানো হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন এবং এ পরিস্থিতি থেকে জীবন বাঁচাতে আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, যাঁরা "ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা" হওয়ামাত্র বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন বলে সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছেন।

১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে তার এবারের "খুব শীঘ্র প্রত্যাবর্তন"-এর আকাংখার বেশ পার্থক্য রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পিতাসহ তার নিজ পরিবার এবং তার সম্প্রসারিত পরিবারের অনেক সদস্যকে হত্যার পর প্রায় সাত বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তিনি যখন ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। কিন্তু এবার মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের একটি মামলায় তারই প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

অনুরূপ আরও কিছু মামলা বিচারাধীন আইসিটিতে। মামলাগুলো জামিন অযোগ্য। তাঁর সাবেক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের বিরুদ্ধে একটি মামলায় তাঁকেও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আইসিটি। আরও অনেক সাবেক আওয়ামী মন্ত্রী, নেতা, আওয়ামী সমর্থক সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা বিচারাধীন। দেশে যদি "ন্যূনতম আইনের শাসন" না-ও থাকে, তবু বিদ্যমান আইনের আওতায় দেশে প্রত্যাবর্তনমাত্রই আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করবে, অথবা তাঁকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। উচ্চ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় পুনর্বিবেচনা এবং রায় পর্যালোচনা করে আইনি ফাঁকফোকর পেলে তাঁকে বেকসুর খালাস দিতে পারেন। এটাই আইনি অবস্থান।

আওয়ামী যুগে মানবতাবিরোধী অপরাধ ও হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বেশ কজন ব্যক্তি অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে তাঁদের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে রায়গুলো উচ্চ আদালত পর্যালোচনা করেন এবং অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস পান। এ ছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে আটক তিনজন রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁরা বিচারিক পর্যালোচনায় কারামুক্ত হয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, "তাঁরা হচ্ছেন, বিএনপির সাবেক দুই মন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও আবদুস সালাম পিন্টু এবং জামায়াতে ইসলামীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম।"

শেখ হাসিনা ও তাঁর দলের অভিযুক্ত নেতাদেরও একই বিচারিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হতে হবে।

দ্বিতীয় আরেকটি পন্থাও সম্ভবত আছে। বিএনপি সরকার শেখ হাসিনার প্রতি যদি সদয় হয়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা অন্যান্য মামলা এবং তাঁর সাবেক সরকারের মন্ত্রী এবং দলের নেতা ও দলীয় স্তাবকদের বিরুদ্ধে হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধ ও হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগের মামলাগুলো প্রত্যাহার করে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

তৃতীয় একটি পথ হচ্ছে, আওয়ামী লীগের পক্ষে একটি বিপ্লব ঘটিয়ে গণেশ পাল্টে দেওয়া। যদিও এমন শোনা যায়, বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী ভোটারদের প্রতি শেখ হাসিনার নির্দেশ ছিল বিএনপি প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার ইত্যাদি।

তবে রাজনীতিতে এমন উদারতা দেখা যায় না। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যেখানে প্রীতিকর তো নয়ই, রীতিমতো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার। জিয়া পরিবারকে কি না বলেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে সদম্ভে বলেছেন, "জিয়া খুনি, খালেদা জিয়া খুনি, তারেক জিয়া খুনি, তাঁদের বিচার হবে" (ডেইলি স্টার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩)। মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার অবদান অস্বীকার করেছেন, তাঁর মাজার সরিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে তাঁর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। সাজানো মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন। তাঁকে পাকিস্তানি তকমা দিয়ে বলেছেন : "এ্যয় মেরি জান পিয়ার কি দামান, আঁখো কি তারা, আসমান কি চান, মেরি জান, পাকিস্তান" (বাংলা ট্রিবিউন, ২৩ জুন, ২০২২)। জঘন্য ভাষায় তাঁর কুৎসা রটনা করেছেন। এমনকি নৈতিক ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বলেছেন : "সে এভারকেয়ার, বাংলাদেশের সব থেকে দামি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আর রোজই শুনি এই মরে মরে, এই যায় যায়। বয়স তো আশির ওপর। মৃত্যুর সময় তো হয়ে গেছে," (দৈনিক ইনকিলাব, ৩ অক্টোবর ২০২৩)।'

সাবেক প্রধানমন্ত্রী যা কিছু বলেছেন, তাঁর অনুচরেরা এসবকে আরও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলার মধ্যে একধরনের বিকৃত আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এসব বোলচালকে রাজনৈতিক বিশ্রম্ভালাপ বলে যদি উড়িয়েও দেওয়া হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের টানা সাড়ে ১৫ বছরের সময়কালে বিএনপিকে রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় করতে দলটির হাজারো নেতা-কর্মী খুন, গুম, লাখ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সাজানো মামলায় আটক ও পালিয়ে বেড়ানোর ঘটনা তারা যদি "যা হওয়ার হয়েছে" বলে ক্ষমা করে দিতে পারত, তাহলে বাংলাদেশ এত দিনে পৃথিবীতেই এক খণ্ড বেহেশতে পরিণত হতে পারত। আওয়ামী লীগ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে বা ক্ষমতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্যে পরিণত হতে পারে, এমন কোনো দলকে কখনো ছাড় দেয়নি, বিএনপি আওয়ামী লীগকে ছাড় দিয়ে যে ভুল করেছে, ভবিষ্যতে তা করবে বলে মনে হয় না।

তা ছাড়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তিনটি নির্বাচনি নাটকের মঞ্চায়ন করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সে দৃষ্টান্তের অর্ধেকও যদি বিএনপি অনুসরণ করে, তাহলেও ক্ষমতায় যাওয়ামাত্র ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠা আওয়ামী লীগকে বিএনপি সরকার খুব সহজে পুনর্বাসনের সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না।

শেখ হাসিনা নির্বাচনি গণতন্ত্রকে স্বৈরাচারে রূপান্তরিত করে তাঁর বহুল কথিত 'আইনের শাসন'কে কবরস্থ করে দেশকে পরিপূর্ণ অনাচারের শাসন উপহার দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি কোনো ভারসাম্য ছাড়াই ক্ষমতা প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাঁর এমন সব তাঁবেদারকে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যাঁরা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের চেয়ে তাঁর পদস্পর্শ করার জন্য বেশি ব্যস্ত থাকতেন। ফলে আমাদের চোখের সামনেই 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' সর্বগ্রাসী নির্বাচিত একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল এবং বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল শেখ হাসিনাশাসিত একদলীয় রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র কাঠামোর এ ধরনের পরিণতিকে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বর্ণনা করেছেন, 'ডেমোক্রিসাইড' বা 'গণতন্ত্র হত্যা' হিসেবে।

চব্বিশের জুলাই বিপ্লব না ঘটলে বাংলাদেশ দায়মুক্ত ক্ষমতা অপব্যবহারের এক অবাধ লীলাভূমির রূপ লাভ করত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁকে বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার্থে তড়িঘড়ি দেশ থেকে পালাতে হয়েছে। যেহেতু 'জান বাঁচানো ফরজ', অতএব দেশ ত্যাগ করে তিনি যেমন অন্যায় করেননি, একজন নাগরিক হিসেবে নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকারও তাঁর আছে। সরকার তাঁর প্রত্যাবর্তনের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। আইনের শাসনের প্রতি তিনি যদি সত্যিই শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং যদি তিনি মনে করেন, আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়নি, তিনি আদালতের সেই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন ও রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য অনেকে অপেক্ষমাণ।

যুক্তরাষ্ট্রে ওপিটি জালিয়াতির তদন্ত, নজরদারিতে ১০ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে এফ-১ ভিসায় আগত পড়ুয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ সুবিধা হলো দঅপশনাল প্র্যাক্‌ টিক্যাল ট্রেনিং' (ওপিটি) কর্মসূচি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মেজর বা পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজে ১২ থেকে ৩৬ মাস পর্যন্ত বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ পান। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য জনপ্রিয় এই ওপিটি কর্মসূচি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তদন্তে প্রায় ১০ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট নিয়োগদাতাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা শেষে কাজের সুযোগ পাওয়া নিয়ে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা এই তদন্ত পরিচালনা করছে। সংস্থাটি বলছে, ওপিটি কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক জালিয়াতি ও অপব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে।

কঠোর অবস্থানে আইসিই : ওপিটি হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে এফ-১ স্টুডেন্ট ভিসাধারীরা পড়াশোনা শেষ করে নির্দিষ্ট সময় যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার সুযোগ পান। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য চাকরি এবং এইচ-১বি ভিসার পথে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে আইসিইর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টড লিওনস এই কর্মসূচিকে 'জালিয়াতির কেন্দ্রবিন্দু' বলে মন্তব্য করেছেন। তদন্তে দেখা গেছে, অনেক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় গিয়ে কোনো কার্যক্রমের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কোথাও খালি ভবন, কোথাও তালাবদ্ধ অফিস দেখা গেছে। আবার একই ঠিকানায় একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করার ঘটনাও ধরা পড়েছে।

এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী: তদন্তকারীরা আরও জানান, কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শত শত শিক্ষার্থীর নাম যুক্ত থাকলেও বাস্তবে সেখানে কার্যক্রমের প্রমাণ মেলেনি। একটি প্রতিষ্ঠানের দাবি ছিল, সেখানে মাত্র ৩ জন ওপিটি কর্মী রয়েছেন, কিন্তু নথিপত্রে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। কর্মকর্তারা জানান, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের বদলে ভারতের যোগাযোগকারীদের কাছে পাঠানো হচ্ছিল। বিশ্লেষকদের মতে, এই তদন্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সতর্কবার্তা হতে পারে। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তি খাতসহ বিভিন্ন খাতে চাকরি ছাঁটাই, নিয়োগ কমে যাওয়া এবং ভিসা যাচাই আরও কঠোর হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার পর চাকরির সুযোগ পাওয়া এখন শুধু প্রতিযোগিতার বিষয় নয়, বরং পুরো ব্যবস্থার ভেতরে টিকে থাকাও নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেক্ট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

২ লাখ গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা মামদানির

(প্রথম পাতার পর)

ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষা, নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি (NYCHA), বাড়ির মালিকানা সম্প্রসারণ, শ্রমিক অধিকার এবং গৃহহীনতা কমানোর মতো বিষয়গুলোকে একসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেয়র মামদানি বলেন, "যে শ্রমজীবী মানুষ এই শহর গড়ে তুলেছেন, তারা আজ সেই শহর থেকেই বিতাড়িত হচ্ছেন। নিউইয়র্ক আর অর্ধেক পদক্ষেপ বা বিলম্ব সহ্য করতে পারে না। এই পরিকল্পনা আবাসন সংকটের জরুরিতা উপলব্ধি করেই তৈরি করা হয়েছে।" তিনি বলেন, এই পরিকল্পনার আওতায় নিউইয়র্ক সিটির আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী আবাসন নির্মাণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। একই সঙ্গে ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে এবং আবাসন নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও ভালো বেতনের চাকরির পরিবেশ তৈরি করা হবে।

পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী পাঁচ বছরে আবাসন খাতে ২২ বিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক মূলধনী বিনিয়োগ করা হবে। শহরের পাঁচটি বরোতেই নতুন আবাসন নির্মাণ বাড়াতে ভূমি ব্যবহার নীতিতে পরিবর্তন আনা এবং দ্রুত ও কার্যকরভাবে সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণে নতুন অর্থায়ন ব্যবস্থা চালুর কথাও বলা হয়েছে। মেয়র কার্যালয় জানিয়েছে, "ওপেন ডোর" কর্মসূচির পরিধি দ্বিগুণ করা হবে যাতে কর্মজীবী পরিবারগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে বাড়ির মালিক হওয়ার সুযোগ পায়। পাশাপাশি "আওয়ার হোম" নামে নতুন একটি কর্মসূচির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সাশ্রয়ী কো-অপ হাউজিং গড়ে তোলা হবে।

পরিকল্পনায় আবাসন কোড লঙ্ঘন ও তাপ সংক্রান্ত অভিযোগ মোকাবিলায় নগর প্রশাসনের কার্যক্রমেও বড় পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। ভাড়াটিয়ারা নিজেরা কিছু হাউজিং পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করতে পারবেন এবং সংগঠিত ভাড়াটিয়াদের ভবনে "রুফ-টু-সেলার" সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রম চালানো হবে।ব্রঙ্কসে আবাসনের মান, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে আন্তঃসংস্থা পরিকল্পনাও নেওয়া হবে।

NYCHA নিয়ে পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক ইতিহাসে সংস্থাটির জন্য সবচেয়ে বড় নগর বিনিয়োগগুলোর একটি করা হবে। বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করা, "NYCHA ইন ইউর নেবারহুড" কর্মসূচি এবং PACT কর্মসূচির আওতায় রূপান্তরের পর ভাড়াটিয়াদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। মেয়র প্রশাসন নির্মাণশ্রমিকদের জন্যও নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। "কনস্ট্রাকশন জাস্টিস অ্যাক্ট" বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিটি অর্থায়িত প্রকল্পে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ঘণ্টাপ্রতি ন্যূনতম ৪০ ডলার মজুরি ও সুবিধা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো "মেয়র'স কমিটি অন কনস্ট্রাকশন সেফটি" গঠন করা হবে।

এ ছাড়া গৃহহীনদের স্থায়ী আবাসনে স্থানান্তর, সরকারি কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি, সাশ্রয়ী আবাসনের পরিচালন ব্যয় সহায়তা, নির্মাণ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন এবং বেইসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট বৈধকরণের মতো বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং কমিশনার দিনা লেভি বলেন, "নিউইয়র্ক সাশ্রয়ী আবাসন ছাড়া চলতে পারে না। ব্লক বাই ব্লক একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা, যা আবাসন নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং লক্ষ্যভিত্তিক তদারকির মধ্যে ভারসাম্য আনবে।" ডেপুটি মেয়র ফর হাউজিং অ্যান্ড প্ল্যানিং লায়লা বোজর্গ বলেন, "এই পরিকল্পনা নিউইয়র্কবাসীর প্রাপ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জরুরিতার প্রতিফলন। ভাড়াটিয়া, নতুন পরিবার কিংবা ভবিষ্যৎ বাড়ির মালিক–সবার জন্য আরও ন্যায়সঙ্গত ও সাশ্রয়ী শহর গড়াই এর লক্ষ্য।"

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma,
Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.
আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
শারীরিক চেকআপ
টিএলসি টেস্ট
DMV-ভিশন টেস্ট
ডায়াবেটিস পরীক্ষা
উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
স্কুল ফর্ম পূরণ
WIC ফর্ম
PAP Smear পরীক্ষা
প্রেগন্যান্সি টেস্ট
ড্রাগ টেস্ট
ভ্যাক্সিন প্রদান

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com
Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়
Doctors Office
Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office
Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়
Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পেতে অস্থায়ী ভিসাধারীদের দেশে ফিরতে হবে

(প্রথম পাতার পর)

দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ নীতির উদ্দেশ্য হলো, গ্রিন কার্ডের আবেদনগুলো যেন অভিবাসনের স্বাভাবিক ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে সম্পন্ন হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের মতে, বিদ্যমান ব্যবস্থার 'আইনি ফাঁকফোকর' ব্যবহার করে স্থায়ী মর্যাদার আবেদন করার সময় বিদেশি নাগরিকেরা যাতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) বলেছে, 'যেসব বিদেশি নাগরিক সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন ও গ্রিন কার্ড চান, তাঁদের আবেদন করার জন্য নিজ দেশে অবশ্যই ফিরতে হবে। মার্কিন অভিবাসনব্যবস্থাকে আইনি ফাঁকফোকরের সুবিধা নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে আইন অনুযায়ী কাজ করতে সহায়তা করবে এ নীতি।' মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা বিভাগ (ইউএসসিআইএস) একটি নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের মর্যাদা পরিবর্তন (অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস) কোনো স্বয়ংক্রিয় অধিকার নয়, বরং এটি কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, মার্কিন অভিবাসনব্যবস্থা সাধারণত এমনভাবে তৈরি, যেখানে সাময়িক ভিসাধারীদের সফরের উদ্দেশ্য শেষে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে অভিবাসন কর্মকর্তারা প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে (কেস বাই কেস) মূল্যায়ন করবেন। এর অর্থ, গ্রিন কার্ডের নতুন নিয়ম সবার জন্য ঢালাওভাবে কার্যকর করা হবে না। প্রত্যেক আবেদনকারীর নিজস্ব পরিস্থিতি ও কাগজপত্র একজন অভিবাসন কর্মকর্তা আলাদা ও স্বাধীনভাবে খতিয়ে দেখবেন। অভিবাসন কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আবেদন মূল্যায়নকালে কিছু বিষয় কঠোরভাবে বিবেচনা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছেড়ভিসার শর্ত লঙ্ঘন, অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় অবস্থান, অনুমতি ছাড়া চাকরি করা, জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া ও আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় দেওয়া শর্তগুলো ঠিকমতো মেনে চলেছেন কি না ইত্যাদি। তবে ইউএসসিআইএস কিছু ব্যতিক্রমের কথাও স্বীকার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'ডুয়াল ইনটেন্ট' বা দ্বৈত উদ্দেশ্য অনুমোদিত কিছু ভিসার ক্যাটাগরি। অর্থাৎ কিছু সাময়িক ভিসাধারীর ক্ষেত্রে আই-নিভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার পাশাপাশি স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা বা গ্রিন কার্ড খোঁজার অনুমতি রয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই ক্যাটাগরিগুলো গ্রিন কার্ড পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না। তা ছাড়া সফরের উদ্দেশ্য শেষ হলে বিদেশি নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবেড়কংগ্রেসের এই প্রত্যাশাকেও এটি পরিবর্তন করে না। সংস্থাটি আরও জানায়, এ নতুন ও পরিমার্জিত নির্দেশনার ফলে অন্যান্য অভিবাসন মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সম্পদ পাওয়া যাবে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নিন্দা : অভিবাসী অধিকার রক্ষাবিষয়ক সংগঠনগুলো সরকারের এ পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে। তারা সতর্ক করে বলেছে, এ নিয়মের কারণে অনেক অসহায় মানুষ তাদের গ্রিন কার্ডের আবেদনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করার সময় ঝুঁকিপূর্ণ বা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হতে পারেন। শরণার্থী ও অন্য অভিবাসীদের সহায়তাকারী অলাভজনক সংস্থা 'এইচআইএএস' বলেছে, এ নীতির কারণে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি এবং নির্যাতিত ও অবহেলিত শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রক্রিয়ার কিছু অংশ সম্পন্ন করার জন্য তাদেরও এখন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন আইন কঠোর করা এবং দেশটিতে দীর্ঘ মেয়াদে বসবাসের সুযোগ সীমিত করার যে বড় ধরনের চেষ্টা চলছে, এ নির্দেশনা তারই সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর আগে গত বছর ট্রাম্প প্রশাসন কিছু শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিদর্শক ও গণমাধ্যম কর্মীদের ভিসার মেয়াদ কমিয়ে আনার পদক্ষেপ নিয়েছিল। গত জানুয়ারি মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করে যে ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি ভিসা বাতিল করা হয়েছে।

গণহারে ছাঁটাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেকায়দায় হাজার হাজার ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের খরচ কমাতে গণহারে ছাঁটাই করছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ভারতীয়রা। এমন পরিস্থিতিতে বেকায়দায় পড়েছেন হাজার হাজার ভারতীয়। যারা যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা নিয়ে দেশটিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি গত ২১ মে এক প্রতিবেদনে জানায়, সম্প্রতি ফেসবুকের পেরেন্ট কোম্পানি মেটা যে ছাঁটাই করেছে, এতে ভারতীয় এইচ-১ ভিসাধারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যারা এ ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান তারা যদি চাকরি হারান তাহলে ৬০ দিনের মধ্যে নতুন চাকরি পেতে হবে। নয়ত ফিরে আসতে হবে দেশে। এনডিটিভি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতেই এমন নির্দেশনা দেওয়া আছে। এই ভিসা মূলত স্পন্সর করে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। তাই চাকরি হারানোর পর যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে হলে নতুন কোনো কোম্পানিকে তাদের স্পন্সর করতে হয়। তবে সম্প্রতি নতুন চাকরি পাওয়ার বিষয়টি বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। যা সেসব প্রবাসীর পরিস্থিতি আরও কঠিন করে দিয়েছে। অনেক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এখন এআই-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ফলে আগের তুলনায় বেশি মানুষ চাকরি হারাচ্ছেন। শুধুমাত্র মেটাই তাদের ৮ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। এছাড়া অ্যামাজন কর্মী কমিয়ে যাচ্ছে। লিঙ্কডইনও নিজেদের পরিধি কমিয়ে আনছে। যেসব ভারতীয় এই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করেন তারা শুধুমাত্র কাজই করেন নাড় সেখানে নিজেদের সন্তানদের বড় করছেন, পড়াশোনা করাচ্ছেন এমনকি বাড়িও কিনেছেন। কিন্তু চাকরি হারিয়ে তাদের সবকিছু এখন শঙ্কার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546

সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ

ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)

917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

প্রবাসীদের অপ্রদর্শিত আয় দেশে বিনিয়োগের সুযোগ

(প্রথম পাতার পর)

দেশে তাদের অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবেন। এই বিনিয়োগের অর্থের উৎস নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা কোনো প্রশ্ন তুলবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে, ইতোমধ্যে সরকারের উচ্চপর্যায়ে এই প্রস্তাবের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে প্রবাসীরা এই সুযোগ ব্যবহার করে আবাসন খাতে কোনো বিনিয়োগ করতে পারবেন না। সৌরবিদ্যুৎ এবং কর্মসংস্থান তৈরি করে এমন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রবাসীদের এই অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে। কর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অনেক প্রবাসী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কিন্তু দীর্ঘ সময় দেশে না থাকার কারণে তাদের আয়কর ফাইলে সঠিকভাবে প্রদর্শিত হয় না। বর্তমান আইন অনুযায়ী, প্রবাসীদের বাংলাদেশে অর্জিত আয়ের ওপর কর দিতে হয়। একই সঙ্গে তাদের বিদেশের সম্পদও কর রিটার্নে উল্লেখ করার নিয়ম রয়েছে। নতুন এই সুবিধাটি ২০২৬ সালের অর্থবিলের মাধ্যমে কার্যকর হতে পারে। তবে প্রবাসীদের জন্য নেওয়া এই কর মওকুফ সুবিধার কার্যকারিতা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রবাসীরা বর্তমানে বৈধ চ্যানেলে করমুক্ত রেমিট্যান্স পাঠাতে পারেন। ফলে নতুন এই উদ্যোগ বড় কোনো তহবিল আকর্ষণ করতে পারবে না। তিনি মনে করিয়ে দেন, এর আগে ২০২৩ অর্থবছরে ৭ শতাংশ কর দিয়ে বিদেশে থাকা সম্পদ বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তীব্র সমালোচনার মুখে পড়া সেই সুযোগ কেউ গ্রহণ করেনি। তবে কর কর্মকর্তাদের আশা, ২০২০ সালে ১০ শতাংশ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগে যেমন ভালো সাড়া মিলেছিল, এবারও তেমন হতে পারে। ২০২১ অর্থবছরে এই খাতের মাধ্যমে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা মূল অর্থনীতিতে যুক্ত হয়েছিল। সেখান থেকে সরকার প্রায় ১ হাজার ৯৮১ কোটি টাকা কর রাজস্ব পেয়েছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নানা ধরনের প্রণোদনা দিচ্ছে। বাংলাদেশ যদি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিতে না পারে, তবে বড় অঙ্কের পুঁজি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। তাই অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সচল করতে এবং পাচার হওয়া অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে ফিরিয়ে আনতে এই আইনি সংস্কার অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে নীতি-নির্ধারকরা। একই সঙ্গে বাজেটে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের জন্য কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কমানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই অগ্রিম আয়করের হার ৫ শতাংশ। ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীরা দীর্ঘদিন ধরে এই হার কমানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাদের মতে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় কর সমন্বয় করতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তত ২৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ মুনাফা করতে হয়। এটি এক ধরনের দ্বৈত কর ব্যবস্থা, যা ব্যবসার খরচ বাড়ায় এবং নগদ টাকার প্রবাহে চাপ তৈরি করে। ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএবি) পক্ষ থেকেও এই ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে। এর বাইরে বিনিয়োগ-নিবিড় কিছু খাতের জন্য আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি স্থায়ী কর অবকাশ সুবিধার কথাও ভাবছে সরকার।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

প্রকাশ পেল শাকিরার নতুন বিশ্বকাপ থিম সং 'দাই দাই'

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বকাপ ফুটবলের মঞ্চে আবারও ফিরল শাকিরার জাদু। শনিবার (২৩ মে) নাইজেরিয়ান তারকা বার্না বয়ের সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গান 'দাই দাই'-এর মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছেন এই কলম্বিয়ান সুপারস্টার। চার মিনিটের এই জমকালো ভিডিওটির শুরুতেই দেখা যায় লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে এবং আর্লিং হালান্ডের মতো বর্তমান ফুটবল বিশ্বের মহাতারকারা মাঠে নামছেন এবং সমস্বরে ঘোষণা করছেনড় শাকিরার জন্য 'আ-মরা প্রস্তুত'। হ্যানাহ লাক্স ডেভিসের পরিচালনায় মিয়ামিতে ধারণকৃত এই মিউজিক ভিডিওটির শুরুতেই শাকিরার চিরচেনা সেই আকর্ষণীয় উপস্থিতি ফুটে ওঠে। ভিডিওর শুরুতে তাকে মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক 'অ্যাঞ্জেল অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' ভাস্কর্যের চূড়ায় দেখা যায়। এরপরই দৃশ্যপট বদলে যায় এক মরুভূমির পটভূমিতে, যেখানে একদল আফ্রিকান শিশুর সঙ্গে তাকে নাচতে দেখা যায়। এরপর নাইজেরিয়ান সেনসেশন বার্না বয় তার অংশের পরিবেশনা নিয়ে হাজির হন, আর শাকিরাকে দেখা যায় এক তারকাময় আকাশের নিচে এক উজ্জ্বল পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে।

ভিডিওর পরের অংশে তিনি একটি ফুটবল স্টেডিয়ামে পা রাখেন, যেখানে একদল নারী নৃত্যশিল্পী এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর পতাকার আদলে তৈরি পোশাক পরে তার সঙ্গে অংশ নেন। ভিডিওর শেষভাগে বিশ্বকাপের অতীত ম্যাচগুলোর কিছু ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে শাকিরা ফুটবল ইতিহাসের বেশ কয়েকজন কিংবদন্তিকে শ্রদ্ধা জানান, যাদের মধ্যে রয়েছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা, পাওলো মালদিনি, রোমারিও, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ডেভিড বেকহ্যাম, কাকা এবং লিওনেল মেসি। পাশাপাশি এবারের আসরে অংশ নিতে যাওয়া ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলোর নামও উচ্চারণ করেন এই পপ তারকা। ২০১০ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের বিশ্বকাঁপানো গান 'ওয়াকা ওয়াকা (দিস টাইম ফর আফ্রিকা)'র পর দ্বিতীয়বারের মতো ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গান গাওয়ার দায়িত্ব পেলেন শাকিরা।

উল্লেখ্য, আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আর আগামী ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে (টুর্নামেন্ট চলাকালীন যার নাম পরিবর্তন করে 'নিউইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়াম' রাখা হবে) ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে এই ফুটবল মহাযজ্ঞের। এবারের বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের হাফটাইম শো-তে পপ কুইন ম্যাডোনা এবং বিশ্বখ্যাত কোরিয়ান ব্যান্ড বিটিএস-এর সঙ্গে অন্যতম প্রধান পারফর্মার হিসেবে মঞ্চ মাতাবেন শাকিরা। সূত্র : বিলবোর্ড

চিৎকার না দিলে হয়তো আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করত : ফারিন

বিনোদন ডেস্ক : রাজধানীর পল্লবীতে শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় যখন সারাদেশে ক্ষোভ ও শোকের ছায়া বিরাজ করছে, ঠিক সেই সময় নিজের সঙ্গে ঘটা ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করলেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী ফারিন খান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

ফেসবুকে দেওয়া দীর্ঘ এক পোস্টে ফারিণ জানান, গত ১৩ মে গভীর রাতে জামালপুর যাওয়ার পথে একটি পেট্রোল পাম্পের ওয়াশরুমে আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন এই অভিনেত্রী। ফারিন খান বলেন, "গত ১৩ তারিখ, জামালপুর যাচ্ছিলাম। আনুমানিক রাত ৩টা ১৫ মিনিটে বাধ ্য হয়েই একটা পেট্রোল পাম্পের ওয়াশরুমে যাই, যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার কেন যেন মনে হলোড়পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, পরক্ষণে তাকিয়ে দেখি দুটো হাত ভেন্টিলেটর দিয়ে ঠিক আমার গলার কাছে, হয়তো আমি সময়মতো চিৎকার না দিলে আমাকে মেরে ফেলে সব লুটপাট করে তারপর ধর্ষণের চেষ্টা করত।"

পরের ঘটনা বর্ণনা করে ফারিন খান বলেন, "আমি খুব সাহসিকতার সাথে চেঁচামেচি করে বেরিয়ে আসি। আমার চিৎকার শুনেই আমার ড্রাইভার এগিয়ে এসে লোকটাকে ধরতে গেলে সে পালিয়ে যায়। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'লোকটা অনেকগুলো ডিমের খোসা নিয়ে ওয়াশরুমের পেছনে যাচ্ছিল। আপনি ওয়াশরুমে ঢোকার পরেই আমি ভাবছিলাম হয়তো ময়লা ফেলতে যাচ্ছে, তাই কিছু বলিনি। আপনার চিৎকার শুনে বের হয়েছি।" এ ঘটনায় ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন ফারিন। তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "উপরে উপরে সাহস দেখালেও আমি জানি ভেতরে ভেতরে কতটা ভয় পেয়েছিলাম এবং পরের দিন সকালে শুটিং ইউনিটের অনেকের সঙ্গে ব্যাপারটা শেয়ারও করেছিলাম। এর থেকে বিশ্রী অভিজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না।" এ ঘটনার পর মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন ফারিন। তা জানিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, "ভেবেছিলাম, বিষয়টি কাউকে বলে আর কী হবে, হয়তো আল্লাহ আমাকে সেদিন রক্ষা করেছেন। কিন্তু মানসিকভাবে আমি যে, কী পরিমাণ কষ্ট পেয়েছি কতটা খারাপ লাগা কাজ করেছে, কী পরিমাণ চাপা যন্ত্রণা অনুভব করেছি; সেটা শুধু আমি জানি। আমরা যেসব মেয়েরা বাইরে কাজ করি, আমরা জানি এ ধরনের কত কত পরিস্থিতির শিকার হতে হয়।"

শেষ হলো কান চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলীয় শহর কানে আয়োজিত বিশ্বের সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র আসর 'কান চলচ্চিত্র উৎসব'-এর পর্দা নামল। গত ২৩ মে শনিবার রাতে অনাড়ম্বর এক আয়োজনের মাধ্যমে শেষ হয়েছে ৭৯তম এই উৎসব। এবারের আসরে কার হাতে উঠল কোন পুরস্কার, তা জানা গেল কান উৎসব কর্তৃপক্ষ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। এসব পুরস্কার এবং উৎসব সমাপনী দিনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের রঙ-কান চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বর্ণপাম জিতেছে 'ফিওড' সিনেমাটি। রোমানিয়ান পরিচালক ক্রিশ্চিয়ান মুঙ্গিউর পরিচালনায় নতুন এই সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলছিল শুরু থেকেই। বামপন্থি উদারনৈতিক সমাজের ভেতরের দ্বন্দ্ব ও ভণ্ডামির প্রশ্নই এই সিনেমার মূল বিষয়। অবশেষে আলোচনাই ঠিক হলো।

উৎসবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান গ্রাঁ প্রি জিতেছে রুশ নির্মাতা আন্দ্রেই জভিয়াগিনতসেভের পরিচালিত 'মিনোটর' সিনেমাটি। সেরা জুরি পুরস্কার পেয়েছে ভ্যালেস্কা গ্রিসবাখের 'দ্য ড্রিমড অ্যাডভেঞ্চার'।

'দ্য ব্ল্যাক বল' সিনেমার জন্য যৌথভাবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতেছেন হাভিয়ের আমব্রোসি ও হাভিয়ের কালভো। স্পেনের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকাকে ঘিরে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন 'ফাদারল্যান্ড' সিনেমার পরিচালক পাওয়েল পাভলিকোভস্কি। বৃদ্ধাশ্রমভিত্তিক আবেগঘন সিনেমা 'অল অব আ সাডেন'। এতে অভিনয় করে যৌথভাবে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন তাও ওকামোতো ও ভার্জিনি এফিরা। কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেতা হয়েছেন দুজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত লুকাস দন্তের 'কাওয়ার্ড'-এ অভিনয় করে পুরস্কার জিতেছেন মাক্কিয়া ও ভ্যালোঁতাঁ কাম্পানি। সেরা চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার জিতেছেন ইমানুয়েল মারে। রুয়ান্ডার নির্মাতা মেরি-ক্লেমেন্টিন দুসাবেজাম্বো তার গণহত্যা নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'বেন' ইমানার জন্য জিতেছেন ক্যামেরা দ' অর, অর্থাৎ সেরা প্রথম চলচ্চিত্রের পুরস্কার। পুরস্কারটি তিনি উৎসর্গ করেছেন নিজের দেশের নারীদের। স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমার স্বর্ণপাম জিতেছে 'ফর দ্য অপোনেন্টস'। এটি নির্মাণ করেছেন আর্জেন্টিনার নির্মাতা ফেদেরিকো লুইস তাচেল্লা। সেরা প্রামাণ্যচিত্রের পুরস্কার পেয়েছে তথ্যচিত্র 'রিহার্সালস ফর আ রেভোল্যুশন'। এটি নির্মাণ করেছেন নির্মাতা ও অভিনেত্রী পেগাহ আহাঙ্গারানি।

ফ্যাশন সাম্রাজ্যে সেরা ঐশ্বরিয়া রায়

বিনোদন ডেস্ক : ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী আয়োজনে হাজির হয়েছিলেন 'কুইন অব কান'খ্যাত সাবেক বিশ্বসুন্দরী বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। কানের মঞ্চে উপস্থিতি সবার নজর কেড়ে নিলেন তিনি। এবার ঐশ্বরিয়া বেছে নিলেন একেবারে ভিন্নধর্মী সাদা টাক্সেডো লুক। স্টাইলিশ সেই পোশাকের সঙ্গে পালকের বোয়া আর নতুন হেয়ারস্টাইল মিলিয়ে রেড কার্পেটে উপস্থিতি হয়ে উঠল এক অনন্যা অপরূপী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। তার এই লুক ইতোমধ্যেই ফ্যাশন দুনিয়ায় সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনার ঝড় ওঠে। আবারও কানের উৎসব মঞ্চে উপস্থিতি প্রমাণ করলেন তিনি এখনো কেন সেরা। সাবেক এ বিশ্বসুন্দরীর পালকের বোয়া কাস্টম পোশাকটি তৈরি করেছেন চীনা ডিজাইনার চেনি চ্যান। স্টাইলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় সেলিব্রিটি স্টাইলিস্ট মোহিত রাই ও তার দল। গহনায় ছিল যুক্তরাজ্যের হাসানজাদেহ জুয়েলারি। সম্প্রতি ভোগ ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডিজাইনার চেনি চ্যান বলেন, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের ওপর সাদা রঙ সবসময়ই দারুণ লাগে। তার 'তাল', 'মহব্বতে' ও 'দেবদাস'-এর আইকনিক লুকগুলো থেকেই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ভারি গহনা ব্যবহার করেননি। তিনি বেছে নিয়েছেন সাদা পিপ-টো পাম্পস ও ডায়মন্ড রিং। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তার বারগান্ডি রঙের খোলা চুল। সফট ব্লোআউট ওয়েভে সাজানো সেই হেয়ারস্টাইলকে অনেকেই বলছেন তার সাম্প্রতিক সময়ের সেরা লুকগুলোর একটি। আর অভিনেত্রীর মেকআপে ছিল গাঢ় প্লাম লিপস্টিক, উইংড আইলাইনার, শিমারি আইশ্যাডো, হাইলাইটার ও সফট ব্রোঞ্জারের নিখুঁত ব্যবহার। সব মিলিয়ে কান উৎসবের শেষ দিনে ঐশ্বরিয়া যেন আবারও নিজের ফ্যাশন সাম্রাজ্যের শক্ত অবস্থান জানিয়ে দিলেন। এ ছাড়া বিশেষ টাক্সেডোতে ছিল ঝলমলে সিকুইন, ক্রিস্টাল-খচিত বোতাম এবং স্তরযুক্ত নচ ল্যাপেল। জ্যাকেটের প্যাডেড শোল্ডার, ফুল স্লিভ এবং কাফে লেস ট্রিম পুরো লুকে যোগ করেছে নাটকীয়তা। কোমরে ফিটিং কাট তার ফিগারকে আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

সাদার আভিজাত্যে নজর কাড়লেন অপু বিশ্বাস

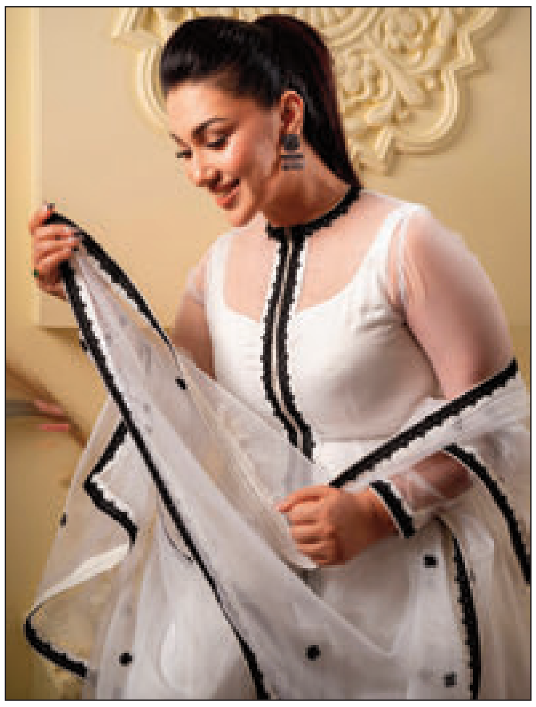

বিনোদন ডেস্ক : সাদা পোশাকে নতুন লুকে মুগ্ধতা ছড়ালেন ঢালিউড অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশন সচেতনতা ও গ্ল্যামারাস উপস্থিতির কারণে তিনি সবসময়ই ভক্তদের আলোচনায় থাকেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার নতুন ছবি মানেই অনুরাগীদের বাড়তি আগ্রহ। সম্প্রতি নিজের ভেরিফায়েড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে নতুন ফটোশুটের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন এই অভিনেত্রী। সাদা পোশাকে তোলা ছবিগুলোতে তাকে দেখা গেছে একেবারে পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ও রাজকীয় আবহে। তার অভিব্যক্তি ও স্টাইল ভক্তদের নজর কাড়ে মুহূর্তেই।

ছবিগুলোর ক্যাপশনে অপু বিশ্বাস লিখেছেন, 'চিরায়ত রূপের আবেদন কখনো ফুরিয়ে যায় না।' অভিনেত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে ছবির আভিজাত্য যেন দারুণভাবে মিলে গেছে। ছবি প্রকাশের পরপরই ভক্ত-অনুরাগীদের প্রশংসায় ভরে ওঠে কমেন্ট বক্স। নতুন এই লুকে অপু বিশ্বাসকে ঘিরে সামাজিকমাধ্যমে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উচ্ছ্বাস। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কোটি টাকার কাবিন' সিনেমার মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি পান অপু বিশ্বাস। এর আগে পরিচালক আমজাদ হোসেন পরিচালিত 'কাল সকালে' সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয়। পরে শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে একের পর এক জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করে বাংলা চলচ্চিত্রে অন্যতম সফল জুটিতে পরিণত হন তিনি।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

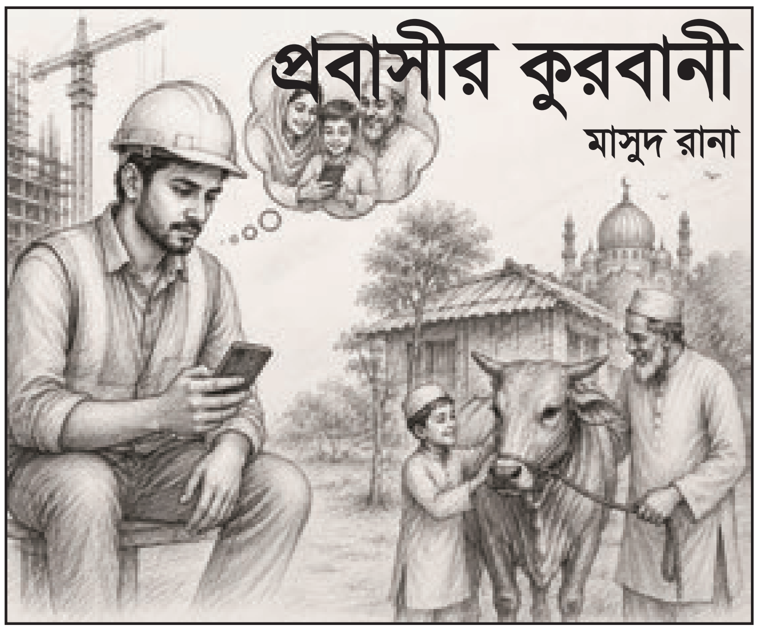

প্রবাসীর কুরবানী

মাসুদ রানা

হোসেন মিয়া রাজবাড়ী জেলার এক সাধারণ গ্রামের মানুষ। ছোট্ট একটি টিনের ঘর, সামান্য কিছু জমি আর কৃষি কাজ করেই তার জীবন চলত। স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে ছিল তার ছোট্ট সুখের সংসার। গ্রামের মানুষ তাকে খুব ভালোবাসত, কারণ তিনি ছিলেন সৎ, পরিশ্রমী আর ভদ্র একজন মানুষ। কারো সাথে অন্যায় করতেন না, কারো ক্ষতি চাইতেন না।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সংসারের খরচ বাড়তে লাগল। ছেলে হযরত আলী তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে, আর মেয়েটা ক্লাস থ্রিতে। স্কুলের খরচ, বই-খাতা, জামাকাপড়, খাবারড়সব মিলিয়ে সংসারে যেন অভাবের ছায়া নেমে এলো। কৃষি কাজ করে যা আয় হতো, তা দিয়ে ঠিকমতো সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ল।

এক রাতে হোসেন মিয়া চুপচাপ উঠানে বসে ছিলেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। স্ত্রী এসে পাশে বসে বললেন,

"কি ভাবছো এত?"

হোসেন মিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

"ভাবছি সৌদি আরব যাবো। ড্রাইভিং কাজ জানি। যদি ভালো একটা চাকরি পাই, তাহলে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে।"

স্ত্রীর চোখে পানি চলে এলো।

"বিদেশ মানে অনেক কষ্ট। আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবা?"

হোসেন মিয়া মৃদু হেসে বললেন,

"কষ্ট তো করতেই হবে। ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকালে সব কষ্ট ভুলে যাই।"

অবশেষে পরিবারের সবার সাথে কথা বলে তিনি সৌদি আরব যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রামের মানুষজনও তাকে সাহস দিল। অনেক কষ্টে জমি বন্ধক রেখে বিদেশ যাওয়ার টাকা জোগাড় হলো।

বিদায়ের দিনটা ছিল খুবই কষ্টের। ছোট ছেলে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলছিল,

"আব্বু, তুমি কবে আসবা?"

হোসেন মিয়ার বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

"বাবা, তোমাদের জন্যই তো যাচ্ছি। ভালো করে পড়াশোনা করবা।"

সৌদি আরবে গিয়ে হোসেন মিয়া ড্রাইভিং কাজ পেলেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতেন। মরুভূমির গরম, একাকীত্ব, পরিবারের জন্য মন খারাপড়সবকিছু সহ্য করতেন শুধু পরিবারের সুখের কথা ভেবে।

দিনের পর দিন পরিশ্রম করে তিনি ভালো বেতন পেতে শুরু করলেন। সংসারের অভাব ধীরে ধীরে দূর হতে লাগল। ছেলে-মেয়েরা ভালো স্কুলে পড়তে লাগল। ঘরে নতুন টিন উঠল। স্ত্রীও একটু স্বস্তির মুখ দেখলেন।

হোসেন মিয়া সবসময় হালাল উপার্জনে বিশ্বাস করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন তার উপার্জনে বরকত দেন।

একদিন তিনি স্ত্রীকে ফোন করে বললেন,

"এইবার কুরবানী দিবো ইনশাআল্লাহ।"

স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন,

"সত্যি? আল্লাহ তোমার মনের আশা পূরণ করুক।"

হোসেন মিয়ার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল নিজের হালাল উপার্জনের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া। তিনি গ্রামের বাজার থেকে ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকার মধ্যে একটি সুন্দর গরু কিনতে বললেন। পরিবারের সবাই খুব খুশি হয়ে গেল।

ছোট ছেলে হযরত আলী আনন্দে বলল,

"আব্বু, গরুর নাম কি রাখবো?"

হোসেন মিয়া হেসে বললেন,

"তোমার ইচ্ছামতো রাখো বাবা।"

কুরবানীর ঈদ যত কাছে আসতে লাগল, পরিবারের আনন্দও তত বাড়তে লাগল। কিন্তু সেই আনন্দের আড়ালে ছিল একজন প্রবাসীর ত্যাগ আর কষ্টের গল্প।

প্রবাস জীবন বাইরে থেকে যত সুন্দর মনে হয়, ভেতরে ততটাই কষ্টে ভরা। পরিবারের হাসির জন্য একজন প্রবাসী নিজের সুখ বিসর্জন দেয়। ঈদের দিনে যখন সবাই পরিবার নিয়ে আনন্দ করে, তখন প্রবাসী মানুষ দূর দেশে একা বসে পরিবারের কথা ভাবে।

ঈদের আগের রাতে হোসেন মিয়া নামাজ পড়ে দীর্ঘ সময় দোয়া করলেন।

"হে আল্লাহ, আমার এই কুরবানী কবুল করো। আমার সন্তানদের হালাল পথে রেখো। আমার উপার্জনে বরকত দাও।"

তার চোখ ভিজে উঠল। কারণ তিনি জানতেন, এই কুরবানীর পেছনে আছে তার রক্ত-ঘাম ঝরানো পরিশ্রম।

ঈদের সকালে গ্রামের মসজিদে তাকবীর ধ্বনি উঠল। চারদিকে উৎসবের আমেজ। হোসেন মিয়ার বাড়িতেও কুরবানীর প্রস্তুতি চলছে। ছেলে-মেয়ে নতুন জামা পরে আনন্দ করছে। কুরবানীর সময় হোসেন মিয়ার স্ত্রী চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন,

"আল্লাহ তোমার কষ্ট কবুল করুক।"

হোসেন মিয়া দূর দেশ থেকে ভিডিও কলে সব দেখছিলেন। তার বুক ভরে উঠছিল এক অদ্ভুত শান্তিতে। তিনি মনে মনে ভাবলেন,

"আজ আমার জীবনের বড় একটা স্বপ্ন পূরণ হলো।"

কুরবানীর মাংস গ্রামের গরিব মানুষদের মাঝেও বিলিয়ে দেওয়া হলো। হোসেন মিয়া সবসময় বিশ্বাস করতেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় ইবাদত।

গ্রামের এক বৃদ্ধ লোক বললেন,

"হোসেন অনেক ভালো মানুষ। বিদেশে থেকেও গ্রামের গরিবদের কথা ভুলে নাই।"

এই কথাগুলো শুনে হোসেন মিয়ার চোখে আনন্দের অশ্রু চলে এলো।

তিনি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। গ্রামের মসজিদে সাহায্য করেছেন, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার ইচ্ছা ছিল একদিন উমরা হজ করবেন। তাই তিনি মালিকের সাথে কথা বলে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনাও করতে লাগলেন।

প্রবাসীরা আসলে পরিবারের সুখের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। তাদের কষ্ট কেউ পুরোপুরি বুঝতে পারে না। দিনের পর দিন পরিবারের মুখ না দেখে, একা একা কঠোর পরিশ্রম করে তারা শুধু একটি স্বপ্ন দেখেড়পরিবার যেন ভালো থাকে।

হোসেন মিয়া মনে মনে ভাবলেন,

"প্রবাস মানে শুধু টাকা না, প্রবাস মানে ত্যাগ। প্রবাস মানে পরিবারের হাসির জন্য নিজের কান্না লুকিয়ে রাখা।"

কুরবানী শুধু পশু জবাই নয়, কুরবানী হলো নিজের ভালোবাসা, ত্যাগ আর আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রতীক। একজন প্রবাসীর জন্য এই কুরবানীর আনন্দ আরও গভীর। কারণ এই কুরবানীর পেছনে থাকে হাজারো কষ্টের স্মৃতি, অগণিত ঘামের ফোঁটা আর পরিবারের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা।

রক্ত-ঘাম ঝরানো হালাল উপার্জনের টাকা দিয়ে কুরবানী করতে পারা সত্যিই আল্লাহর বিশেষ রহমত। আর সেই রহমতের স্বাদ একজন প্রবাসী সবচেয়ে বেশি অনুভব করে।

সবই মিথ্যা

চৌধুরী গোলাম মাওলা

কারে তুমি বলো সোনার দেশ?
কে তবে সরকার?
এদেশে কে কবে পেয়েছে
ন্যায্য বিচার?
শুধু ক্ষমতার আয়েশে তোলে
তৃপ্তির ঢেঁকুর
একপাল শুয়োরের ছা !
জনগণ দ্যাখে তামাশা !
সে দেশে কস্মিনকালেও কি
ধর্ষণ ও হত্যার বদলা-বিচার
পাবে নিষ্পাপ আদুরে-কন্যা
শিশু রামিসা!

হজ্জ

এস এম মোজাম্মেল হক

তোমার বাড়ি যাব বলে অনেক আশা মনে
সেথা যেন পাইগো দেখা বন্ধু তোমার সনে।
সারা জাহান সৃষ্টি তোমার তা যেমন জানি
কাবা তোমার বিশেষ গৃহ তাও সত্যি মানি।
যে বাড়িতে দাওয়াত পেয়ে লাখো মেহমান
বেড়াতে যায় ফি বছর তোমার আশেকান।
যাদের বেশী অর্থ আছে যায় তারা বারবার
অর্থ কড়ি থোরা যাদের যায় তারা একবার।
যে প্রত্যাশা নিয়ে তোমার হজ্জের মেহমান
নিশ্চয় তা করবে পূরণ আল্লাহ মেহেরবান।
হজরে আসোয়াতে যেন হাত বুলানো যায়
সে উসিলায় সকল গুনা মাফ হবে নিশ্চয়।
নবীর রওজা মোবারকে মহব্বত এর সাথে
বায়াত যেন হতে পারি নূর নবীজির হাতে।
মাছুম হয়ে ফিরতে দিও হজ্জ কবুলের পরে
নেক আশা যা মনে আছে সকল পূর্ণ করে।

কবিতা

মিতা হোসেন

একটা সময় ছিল যখন আমি
তোমাকে একদমই বুঝতে পারতাম না।
তাই তোমাকে ভালও লাগত না!
লোকে যখন তোমার গুণ-গান করতো
আমি তখন ঠোঁট উল্টে ভাবতাম
'কি বলে এর৷ধুর!
এর জন্যে এত ভালবাসা?'
যেখানে তোমার কথা হত
আমি সরে যেতাম,
যা বুঝিনা, যেটা বুঝিনা
সেটা আমার শোনারই বা কি দরকার, তাইনা?
একবার আমার এক জন্মদিনে
এক বন্ধু একটি বই উপহার দিল
তোমাকে নিয়ে লেখা বইটি
আমি অবহেলা ভরে সেটি
শেলফে ফেলে রেখেছিলাম
অন্য বই পড়বার জন্য যখন তুলে নিতাম
তখন বাঁকা চোখে তোমাকে নিয়ে লেখা
বইটায় একটু নজর দিতাম, ব্যস, ঐ পর্যন্তই!
কালে কালে সময় বয়ে গেল অনেকটা
একদিন সেই বইটা তুলে নিলাম হাতে
কেন নিয়েছিলাম জানিনা
খুলে কিছু কিছু পড়লাম
মনে হলো এ এক দুর্বোধ্য ভাষা!
তবে কিছু কিছু কথার মালা ভাল লেগেছিল
ওগুলোর নীচে দাগ দিয়ে রেখেছিলাম
এরপর থেকে মাঝে মাঝে
ঐ কথাগুলো পড়তাম
ভাল লাগতো!!
আরো অনেকটা সময় বয়ে গেল
একদিন কি যেন মনে হলো
কম্পিউটারের সামনে বসে
কয়েকটি লাইন লিখলাম
এক বন্ধুকে তা পড়ে শোনালাম
সে বললে, 'কোথায় পেয়েছ, চমৎকার'
বললাম, 'কোথায় আর পাব নিজেই লিখলাম'
সে বললে, 'থেমো না'
সেই শুরু
সেই কয়েক লাইনের সাথে
আরো অনেকগুলো লাইন জুড়ে দিলাম
মনে হচ্ছিল কিছু একটা অন্তর্নিহিত
অর্থ আছে কথাগুলোতে
সেই থেকে
ঠিক সেই সময় থেকে
তোমায় বুঝতে শিখলাম
তোমায় চিনতে শিখলাম
কবিতা, তোমায় ভালবাসলাম!!
আমিআমি...
কবিতা, আমি তোমার প্রেমে পড়লাম!!

জলের ঢেউয়ে 'ত্রিশূল' খেলা চলছে অবিরাম

মামুন জামিল

নদীর বুকে পানির জোয়ার নিবিড় অবিচল
উপর স্তরে রুদ্র জলের অসুর কোলাহল!
কোলাহলের অগ্নি ভাষা ,আশার গুড়ে ছাঁই ;
'জল' বলেছে 'পানি'র বসন গেরোয়া হওয়া চাই!
নদীর বুকে চর ভেসেছে চরকে নদী চিনে,
জল না পানি কেউ চিনে না বর্ষাকালের ঋণে !
ঋণের বোঝা বইছে কেবল বালুর কণিকা ,
জল বুঝেছে পানির দেহেই রত্ন মণিকা!
নদীর বুকে ঢল নেমেছে, জল না পানির ঢল?
জলের করা প্রশ্নে নদী হারায় মনোবল !
কে দেবে আজ উত্তরে তার সঠিক সমাধান?
জলের দাবি ঢলে তাহার একক অবদান !
নদীর বুকে জলের নীচে পানির হাহাকার
জলকেলিতে দেখায় জলের রূঢ় অহঙ্কার !
পানির উপর করতে তাহার পূর্ণ মনস্কাম
জলের ঢেউয়ে 'ত্রিশূল' খেলা চলছে অবিরাম!!

আত্মত্যাগের ঈদ

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

খুশির বার্তা নিয়ে এলো
ঈদুল আজহার শুভদিন,
ত্যাগের আলোয় হৃদয় মেলো
স্মরো সবে প্রভুর ঋণ।
মনের মাঝে পশুযত
কোরবানি দাও আজকে ভাই,
মুছে ফেলো মন-কালিমা
হিংসা-দ্বেষের জায়গা নাই।
পাক-পবিত্র হয়ে চলো
মিলনমেলা ঈদগাহে,
নতুন আশার প্রদীপ জ্বেলে
সাম্যবাণীর গান গাহে।
প্রভুর প্রেমে আত্মত্যাগে
ধন্য করো মানবমন,
নম্র হৃদয় ভক্তি ভরে
মুছে যাক সব কলুষ ক্ষণ।

ঈদ তো অনাবিল

শাহীন খান

ঈদ তো অনাবিল
ঝিলমিল রোদ
লাল জামা পরে করি
দারুণ আমোদ
সোনা মাখা ছবি আঁকা
রংতুলি মন
আনন্দ হুল্লোড়
শুধু সারাক্ষণ!
ঈদ তো ফুলফল
ঝিকিমিকি চাঁদ
হিরে মতি রূপা সে তো
স্বর্ণ নিখাদ।
টিয়ে শ্যামা বুলবুলি
শ্যামলিমা বন
আমারই কাছে সে তো
মনের মতন।

এলো খুশির ঈদ

মজনু মিয়া

ঈদ এলো তাই খুশি লাগে
মজার খাবার খাই,
ঈদ এলো তাই নানান জায়গায়
ঘুরতে ফিরতে যাই।
ঈদ এলো গরীব দুখী
কোলাকুলি করি,
ঈদ এলো তাই এক কাতারে
জামাত মাঠে পড়ি।
ঈদ এলো তাই নতুন নতুন
জামা জুতা কিনি,
ঈদ এলো তাই মানুষ রূপে
কিছু মানুষ চিনি।
ঈদ এলো তাই নাই ভেদাভেদ
দাওয়াত দিয়ে আসি,
ঈদ এলো তাই ভালো মন্দ
মিলে ভালোবাসি।

মনের পশু

জিল্লুর রহমান জিল্লু

কোরবানি দাও মনের পশু,
দিলকে করো সাদা,
খোদার প্রিয় বান্দা হয়ে
জীবন চালাও সদা।
ত্যাগ করো লোভ-লালসা,
শুদ্ধ করো মন,
আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী
সবাই আপনজন।
ভুলে যাও হিংসা-বিদ্বেষ,
মিলাও কাঁধে কাঁধ,
ন্যায়ের পথে চলতে শিখো
বাড়াও ভালোবাসার হাত।
কোরবানি দাও প্রাণ খুলে,
নিয়ত সহীহ করে,
প্রিয় বস্তু দাও বিলিয়ে
মহান রবের তরে।

সরকারের ১০০ দিন : চ্যালেঞ্জের মুখে তারেক রহমান

(প্রথম পাতার পর)

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, বিনিয়োগ বাড়বে, আইনশৃঙ্খলা উন্নত হবে এবং দেশে একটি স্থিতিশীল, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষের প্রত্যাশার পারদ ছিল আকাশচুম্বী। দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা ভোটাধিকার হরণ, বিচারহীনতা, অর্থ পাচার এবং মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতির অবসান চেয়েছিল মানুষ। সেই অভ্যুত্থানের পর পেরিয়ে গেছে প্রায় দুই বছর। এর মাঝে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার ও নির্বাচন দিয়ে বিদায় নিয়েছে। এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জনআকাঙ্ক্ষার নির্বাচিত সরকার। ২৭ মে এই নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার ১০০ দিন। কিন্তু যে 'নতুন বাংলাদেশে'র স্বপ্ন বুকে নিয়ে তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন, ১০০ দিন পর সেই আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিস্তর ফারাক। সাধারণ মানুষের মনে এখনও শান্তি ফেরেনি। মানুষ এখন জানতে চায়ড় বাজারদর কমবে কিনা, চাকরি ও ব্যবসা টিকবে কিনা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিরাপদ কিনা।

মাঠপর্যায়ের চিত্র : বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মনে এক ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ভর করেছে। রাজধানীর আদাবরের ব্যাট-ারিচালিত রিকশাচালক ছাদেক বলেন, 'সরকার যায়, সরকার আসে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন নাই। প্রতিদিন আয়ও একরকম হয় না। মালিককে ভাড়া দিয়ে কখনও হাজারখানেক টাকা থাকে, কখনও আরও কম।' মোহাম্মদপুরের সিএনজি-চালক সাইফুল বলেন, ''দৈনিক আয়ের কোনও ঠিক নেই, কিন্তু খরচ বেড়েই চলেছে। দেশের অর্থনীতি খুবই খারাপ, যাত্রী কমে গেছে। সরকারের উচিত আগে এগুলো ঠিক করা।'' নির্মাণ শ্রমিক জমির মিয়া বলেন, ''নির্বাচনের আগে বলা হয়েছিলড় কাজ বাড়বে, মজুরি বাড়বে। কিন্তু কোনোটাই বাড়েনি। প্রতিদিন কাজও পাওয়া যায় না, অথচ বাজারে সবকিছুর দামে আগুন।''

বাজার ও নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ : মাঠপর্যায়ের চিত্র বলছে, মানুষের ক্ষোভের মূল কেন্দ্রবিন্দু দুটি, নিত্যপণ্যের লাগামহীন বাজার এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। বেসরকারি চাক-রিজীবী রবিউল ইসলাম বলেন, ''সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু আমাদের ভাগ্য বদলায়নি। চাল, ডাল, তেল বা পেঁয়াজের দাম কমেনি। আগের সিন্ডিকেট ভেঙে হয়তো নতুন সিন্ডিকেট হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্তের পকেট তো ফাঁকা। আমরা খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই, বড় বড় রাজনৈতিক বক্তৃতা আমাদের পেট ভরাবে না।'' মিরপুর-১ এ বাজার করতে আসা এমদাদুল হক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''সবকিছুরই তো দাম বেশি। এখন ডিমের দামও বেড়েছে। মাছ-মাংস সাধারণ মানুষের কেনার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বাচ্চাদের যে ডিম কিনে খাওয়াবো, সেটাও চাপ হয়ে যাচ্ছে।'' আরেক চাকুরিজীবী মেহেদী হাসান বলেন, ''আমার সংসারে এখন অভাব চলে এসেছে। আমি যে বেতন পাই তা বাড়েনি, কিন্তু খরচ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।''

১০০ দিনের প্রাপ্তি : সব নেতিবাচকতার মাঝেও নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো রাজনৈতিক পরিবেশের উন্মুক্ততা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

মুক্ত বাক-স্বাধীনতা: মানুষ এখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা অন্য কোনও কালো আইনের ভয় ছাড়াই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিংবা চায়ের দোকানে বসে সরকারের মুক্ত সমালোচনা করতে পারছেন।

ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করে গেছে, তার ফলে গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ তৈরি হওয়াটাকে দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় একটি বড় মাই-লফলক হিসেবে দেখছেন নাগরিক সমাজ।

সরকারের সাফল্য : সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, প্রথম ১০০ দিনে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন: প্রায় দুই দশক পর দেশে একটি সম্পূর্ণ অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। সংসদের অধিবেশন নিয়মিত বসছে এবং জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।অর্থনীতি সচল করার উদ্যোগ: ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সচল করতে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। বাজেট পুনর্বিন্যাস এবং খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।রফতানি ও সংস্কার: অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করে দীর্ঘমেয়াদী আইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং সচল করা হয়েছে দেশের রফতানি খাত।

প্রশাসনিক পুনর্বাসন: পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বঞ্চিত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও পুনর্বাসনের কাজ প্রায় শেষ করা হয়েছে।যা করতে পারেনি সরকার : শততম দিনের মাথায় এসে সরকারের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার খতিয়ানও বেশ দীর্ঘ, যা নাগরিকদের মনে অসন্তোষ বাড়াচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা: চাল, ডাল, চিনি ও ভোজ্যতেলের দাম কমানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকলেও মাঠপর্যায়ে পুরোনো সিন্ডিকেটের হাতবদল হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে।

চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব: শীর্ষ নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও তৃণমূল পর্যায়ে বাস টার্মিনাল, ফুটপাত, কাঁচাবাজার ও বালুমহালে দলীয় নেতা-কর্মীদের একাংশের চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব বন্ধ হয়নি। সাধারণ মানুষের ভাষ্যড় 'নেতা বদলেছে, নীতি বদলায়নি।' আইন-শৃঙ্খলা ও মব কালচার: পুলিশ বাহিনীকে পুরোপুরি কার্যকর ও জনবান্ধব করতে দৃশ্যমান কোনও বড় পরিবর্তন আসেনি। দেশের কিছু এলাকায় আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া (মব ভায়োলেন্স) বা সামাজিক সহিংসতার প্রবণতা এখনও রয়ে গেছে। নারী ও শিশু নির্যাতনও উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে।

দলীয়করণের পুরোনো রোগ: প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় যোগ্যতার চেয়ে পুনরায় দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন ক্ষমতাসীন দলের অনুসারীদের বসানোর অভিযোগ উঠেছেবেকারত্ব নিরসনে রোডম্যাপের অভাব: তরুণ ভোটারদের মূল দাবি কর্মসংস্থান হলেও যুবসমাজের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনও কর্মসংস্থান প্রকল্প বা উদ্যোক্তা সহায়তা তহবিলের মতো বড় কোনও রোডম্যাপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

মধুচন্দ্রিমা শেষ, এখন দৃশ্যমান ফলাফলের সময় : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নতুন নির্বাচিত সরকারের জন্য প্রাথমিক 'মধুচন্দ্রিমা' বা ছাড় দেওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠনের পর থেকে প্রথম ১০০ দিনে সরকার কী করেছে এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী কোন কোন কাজ এখনও করতে পারেনি, তার দৃশ্যমান ফলাফল এখন মানুষ দেখতে চায়। বিশ্লেষকরা বলছেন, মানুষ স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিল সত্য, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা যেকোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অর্থনৈতিক কষ্ট মেনে নেবে। অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করলে জনগণ তা সহজে মেনে নেবে না। ব্যালটের মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতা পেলেও নতুন সরকারের সামনে এখন চ্যালেঞ্জের পাহাড়। এই চ্যালেঞ্জ পাড়ি দিয়ে তারা জনগণের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

১০০ দিনে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন তারেক রহমান : সরকার-প্রধান হিসেবে ১০০ দিন পূর্ণ করলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময়ে নির্বাচনি ইশতেহারের বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, ইমাম-মুয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের মাসিক ভাতা, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ড্রেস বিতরণসহ আর্থিক প্রণোদনা, স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ এবং খাল খননসহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। আরও কিছু কর্মসূচি চলমান রয়েছে। তবে এ সময়ে কিছু বিষয়ে সরকারকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে-যা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। বিশেষ করে হামে শিশুদের মৃত্যু, বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকট, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা না ফেরা, ঋণের চাপ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সংসদে বিরোধী দলের কর্মসূচি ও উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতাসহ কমপক্ষে ১০টি ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার কতটুকু বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছে, তা নিয়েও নানাভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে। যদিও সরকার-প্রধানের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছেড় তারা এই ১০০ দিনে প্রত্যাশার বাইরেও অনেক কাজ করতে পেরেছেন। সামনে আরও সফল হবেন। গত ২৩ মে ময়মনসিংহে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''সরকার জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশ চালাচ্ছে। তবে একটি পক্ষ তা সহ্য করতে না পেরে নানা অপপ্রচার করছে। সেই শক্তিটি আইনের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্তের চেষ্টা এবং অরাজকতা তৈরি করছে। মূলত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো বাধাগ্রস্ত করতেই এই ষড়যন্ত্র।'' জানতে চাইলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, ''সরকার ১০০ দিনে উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু দেখাতে পারেনি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরের অবস্থা আগের মতোই আছে। জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ নেই। আইনের শাসন প্রশ্নবিদ্ধ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও ভয়াবহ আকারে ধর্ষণ বেড়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতেও তেমন অগ্রগতি নেই। এই দুই সেক্টরেও আরও পর্যালোচনা দরকার। তবে কিছু বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলোর বাস্তবায়ন করতে হয়তো তারা আরও সময় চাইতে পারে।'' দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারকে যেসব সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো:

জ্বালানি থেকে সংকটের শুরু : যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ ঘিরে হরমুজ প্রণালিতে পাল্টাপাল্টি হামলা ও উত্তেজনায় বিশ্ববাজারে শুরু হয় তীব্র জ্বালানি সংকট। বাংলাদেশেও এর ধাক্কা লাগে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তা কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। তবে গত ১২ ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হওয়ার পর এ সংকট আরও দৃশ্যমান হয়। কারণ এ সময় ইরান যুদ্ধের মাত্রা ছিল বেশি। এই সময়ে পেট্রোল পাম্পগুলোর সামনে যানবাহনের লম্বা লাইন দেখা যায়। শুরুতে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হবে না। শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারেনি। গত ১৮ এপ্রিল বৈশ্বিক সংকট দেখিয়ে সব ধরনের জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছে। জ্বালানি তেলের দামের প্রভাব পড়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। সরকারের এই কঠিন মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়েছে বিরোধী দল। দুইপক্ষের যৌথ সম্মতিতে গত ২৩ এপ্রিল ১০ সদস্যের কমিটি গঠনের পর কিছুটা সমস্যা কাটলেও সম্প্রতি আবার সে সংকট দেখা যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিদ্যুৎ সেক্টরেও চাপ : জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির পরপরই বিদ্যুতের দাম বাড়াতে বিতরণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তাবে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মাঝে উদ্বেগ আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, এ বছরই জ্বালানি, পরিবহন ও শিল্পের কঁ-াচামালসহ বিভিন্ন খাতে খরচ বেড়েছে। এমন অবস্থায় বিদ্যুতের দাম বাড়ালে রুগ্ন হয়ে পড়বে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এদিকে খুচরা পর্যায়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম গড়ে ১ টাকা ২৫ পয়সা বাড়ানোর সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি)। তবে এই সময়ে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে গেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের সমালোচনার মুখে পড়তে হবে সরকারকে। যেখানে গ্রামগঞ্জে তীব্র লোডশেডিংয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত, সেখানে নতুন করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিষয়টি সরকারকে কঠিনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে।

হামে শিশুমৃত্যু বেড়েই চলছে : বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর সবচেয়ে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে হামে শিশুদের মৃত্যু। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সর্বশেষ গত ২৪ মে'র হিসাব মতে ৭০ দিনে হামে মৃত্যু হয়েছে ৫২৮ শিশুর। সঠিক চিকিৎ-সার অভাব ও সমন্বয়হীনতার কারণে এমন অন-াকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর জন্য সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সরকারে পক্ষ থেকে দাবি করা হয়ড় সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার এ নিয়ে তেমন উদ্যোগ নিতে পারেনি। এটাকে দায় এড়ানোর প্রবণতা হিসেবে দেখছেন অনেকে। অবশ্য গত ২ এপ্রিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল জানান, বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে ৯০ লাখ ডোজ হামের টিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সিরিঞ্জের যে সংকটের কথা জানা যাচ্ছিল, সেটিরও সমাধান করা হয়েছে। এছাড়া হামসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় টিকা কেনার জন্য নতুন করে ছয়শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এত কিছুর পরও শিশু মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে। এটিও সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে।

ঋণের চাপ : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সর্বশেষ 'আর্টিকেল ফোর কনসালটেশন রিপোর্ট' অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ ১৮৮ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলার। যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪১ শতাংশের সমান। আগের অর্থবছরে এই হার ৩৯ শতাংশ ছিল বলে জানা গেছে। অন্যতম বড় ঋণদাতা সংস্থা আইএমএফ তাদের ঋণ স্থায়িত্ব বিশ্লেষণে বাংলাদেশকে 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' দেশ থেকে 'মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ' দেশের তালিকায় স্থান দিয়েছে। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, জিডিপির তুলনায় ঋণ পরিশোধের চাপ, রফতানি আয় ও রাজস্ব আদায়ের দুর্বল অবস্থার ভিত্তিতেই এই মূল্যায়ন করা হয়েছে। তবে বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য এই ঋণ পরিশোধের চাপ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। সরকার এখন তাদের প্রথম বাজেট প্রণয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সামনে কী হতে পারে, তা নিয়েও শঙ্কার কথা তুলছেন কেউ কেউ।

শৃঙ্খলা ফিরছে না ব্যাংকিং সেক্টওে : আওয়ামী লীগ সরকারের সময় থেকেই দেশের ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতি নিয়ে নানা আলোচনা ছিল। অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠে বিভিন্ন নেতার বিরুদ্ধে। নিয়মবহির্ভূতভাবে সরকারের পছন্দের লোকদের শীর্ষ পদে বসানো ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এ প্রবণতা বর্তমান সরকারের সময়ও বিরাজমান বলে অনেকে মনে করেন। নাম *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

সরকারের ১০০ দিন : চ্যালেঞ্জের মুখে তারেক রহমান

(২৯ পাতার পর)

প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ১২ দিনের মাথায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের জায়গায় একজন ব্যবসায়ীকে নিয়োগ, একীভূত ৫ ইসলামী ব্যাংকের বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না নিতে পারা ও পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে না আনতে পারাসহ নানা কারণে হতাশা দেখা যায় গ্রাহকদের মাঝে। এ বিষয়ে সরকার রোডম্যাপ না দিতে পারলে এক ধরনের শঙ্কা তৈরি হতে পারে।

ভাবাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা : সরকারের গত ১০০ দিনে দেশে আইনশৃঙ্খলার দৃশ্যমান উন্নতি হয়নি। খুন ও ধর্ষণের ঘটনা থামছে না। তুচ্ছ ঘটনায় প্রতিপক্ষের ওপর হামলা ও মবের ঘটনা ঘটছে অহরহ। সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে ধর্ষণের ঘটনা। যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী শিশুরা। গত ২৪ মে স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার সংগঠন ক্রাইম ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ক্রিডো) প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে জানানো হয়ড় বিএনপি সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশব্যাপী প্রথম তিন মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৩৭ জন নারী। এর মধ্যে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৯১ জন, যা মোট ধর্ষণের ৬৩ শতাংশ। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে লোমহর্ষক ছিল পল্লবীতে শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর হত্যা। একই দিন (২৪ মে) বিকালে সিলেটে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, ‘‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, এ বিষয়ে দ্বিমতের কিছু নেই। যে ঘটনা আপনার-আমার চোখের সামনে ঘটছে, তা তো মানতেই হবে।’’ তবে ভিন্ন কথা বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সম্প্রতি রাজারবাগে পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘‘এ সরকারের সময়ে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। আরও উন্নত করতে চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে।’’

শিক্ষাঙ্গন নিয়ে চিন্তার ভাঁজ : বিগত দেড় বছর দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি শান্ত ছিল। তবে গত ২১ এপ্রিল চট্টগ্রাম সিটি কলেজের দেয়ালে গ্রাফিতি অঙ্কন নিয়ে বিতর্ক থেকে সহিংসতায় জড়িয়ে পরে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। এর জেরে ঢাকা, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় প্রতিটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘটনায় ধারালো অস্ত্রেরও ব্যবহার করা হয়। আহত হন অনেক শিক্ষার্থী। সর্বশেষ গত ১৭ মে গাজীপুরে অবস্থিত ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) নতুন উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে আহত হন ১৫ জন। এ ঘটনায় ছাত্রদলকে দায়ী করেন শিক্ষার্থীদের একাংশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা নিয়েও সরকার চিন্তিত বলে জানা গেছে।

আলোচিত মামলার নিষ্পত্তি নিয়ে প্রত্যাশা : তারেক রহমানের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সংগঠিত বেশ কয়েকটি আলোচিত মামলার বিচার নিয়ে নতুন প্রত্যাশার তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি, সোহাগী জাহান তনু, মুনিয়া ও ত্বকী হত্যার বিচারে সরকার কতটুকু আন্তরিক সে বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে।

যানজট নিরসন, ফুটপাত দখলমুক্ত করা ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : মানুষের চলাচল স্বাভাবিক করতে সরকার শুরুতেই নানা উদ্যোগ নিয়েছে। এরই মধ্য গুলিস্তানসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কয়েক দফা অভিযান চালানো হয়। কিন্তু অভিযোগ ওঠেড় একটি পক্ষ আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে আবার তাদের বসিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে এআই ক্যামেরা বসানোর কারণে রাজধানীর দুই-একটি সড়কে শৃঙ্খলা ফিরে এলেও যানজট আগের মতোই আছে। আর দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া নিয়েও সাধারণ মানুষের মাঝে এক ধরনের নাভিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

চোখ রাঙাচ্ছে দুই রাজনৈতিক শক্তি : সংসদের প্রধান বিরোধী দল জামায়াত ও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে নিয়ে দুই ধরনের সংকট মনে করছে সরকার। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির এক নেতা জানান, তারেক রহমান জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বিরোধী দল মাঠ গরম করতে চায়। অপরদিকে সম্প্রতি শেখ হাসিনার দেশে আসার ঘোষণা ও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের তৎপরতা নিয়েও সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বলে জানা গেছে। তবে তাদের চোখরাঙানি বা ষড়যন্ত্র সরকার তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না বলে বিভিন্ন সময় জানিয়েছেন সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা।

রাজনীতিবিদদের মূল্যায়ন : জানতে চাইলে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ‘‘সরকার ১০০ দিনে মোটামুটি জনবান্ধব কিছু কাজ করেছে। সেগুলো নাইবা বললাম। তবে তাদের কিছু বিষয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জে পড়তে হয়েছে, সেটা স্বীকার করতে হবে। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষাঙ্গন ও ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা, জ্বালানি সংকট ও হামে শিশুদের মৃত্যুর মিছিল থামাতে সরকার সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে কিনা, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এটাও ঠিক, এই কম সময়ে সরকার সবকিছু শৃঙ্খলায় নিয়ে আসবেড়এমনটিও আশা করা ঠিক নয়। বরং আগামী দিনে তারা এসব বিষয় কীভাবে মোকাবিলা করতে পারে, সেটাই দেখার বিষয়।’’ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, ‘‘১০০ দিনে একটি সরকারের ব্যাপারে মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে এই সময় তাদের কর্মকাণ্ডে আগামী দিন কেমন চলবে, তার কিছুটা আভাস মিলেছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি সেক্টরে অব্যবস্থাপনা, হামে শিশুর মৃত্যুর বিষয়ে দায় দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা, খুন ও ধর্ষণ বৃদ্ধিসহ আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং ব্যাংকিং সেক্টরে দুর্নীতি ও লুটপাটকারীদের ফিরিয়ে আনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমরা মনে করি, এসব সংকট মোকাবিলায় সরকার ব্যর্থ। তবে সরকার চাইলে সংকট উত্তরণে বিরোধী দলসহ সবার সঙ্গে আলোচনা করে পথ বের করতে পারে।’’ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা-১২ আসনের এমপি সাইফুল আলম খান মিলন বলেন, ‘‘সরকারের ১০০ দিনে কিছু ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতার চিত্র স্পষ্ট। বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরকে ধ্বংস করা হয়েছে। ৮৯ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বানানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি খুরশিদ আলমকে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। অপরদিকে জুলাই সনদ নিয়ে টালবাহানা করছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। সব মিলিয়ে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ। তারপরও বলবো, সরকার চাইলে তাদের ভালো কাজকে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।’’ বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘‘১০০ দিনে সরকার প্রত্যাশার বাইরে অনেক কাজ করেছে। তবে সরকার নতুন আরও অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক। তারপরও সরকার সব কিছু ঢেলে সাজাবে বলে আমার বিশ্বাস।’’

বিশ্বের সবচেয়ে দামি গরু ‘ভিয়াতিনা ১৯’ : বিক্রি হয় ৫৯ কোটি টাকায়

বাংলাদেশ ডেস্ক : আসন্ন ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যখন পশুর হাটে গরু কেনাবেচা জমজমাট, তখন বিশ্বের সবচেয়ে দামি গরুর খবরটি চমকে দিয়েছে সবাইকে।ব্রাজিলের একটি নিলামে ‘ভিয়াতিনা ১৯’ নামের নেলোর প্রজাতির একটি গরু ৪৮ লাখ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৯ কোটি টাকা। এই আকাশচুম্বী দামের কারণে গরুটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গরু হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। ২০২৩ সালে ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের আরন্দুতে গরুটির মালিকানা হস্তান্তরের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। ১ হাজার ১০১ কেজি ওজনের এই গরুর আংশিক মালিকানা শুরুতে ১৪ লাখ ৪০ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছিল। পরবর্তীতে সব মিলিয়ে গরুটির মোট বাজারমূল্য ৪৩ লাখ ৮০ হাজার ডলার ছাড়িয়ে ৪৮ লাখ ডলারে গিয়ে ঠেকে।

কেন এত দাম? : চোখ কপালে তুলে দেওয়া এই দামের পেছনে রয়েছে ‘নেলোর’ প্রজাতির গরুর বিশেষ কিছু জিনগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। এই জাতের গরুগুলো সাধারণত তাদের উজ্জ্বল তুষার-সাদা রঙ, বিশাল আকৃতি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী শারীরিক কাঠামোর জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এদের জিনগত মান অত্যন্ত উন্নত হওয়ায় প্রজনন ও দুগ্ধ উৎপাদনে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া এদের দুধের পুষ্টিগুণ সাধারণ জাতের গরুর তুলনায় অনেক বেশি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

পবিত্র হজ পালিত : লাখো কণ্ঠে ‘লাব্বাইক’ ধ্বনি

(প্রথম পাতার পর)

আনুগত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার পালিত হলো পবিত্র হজ। পবিত্র মক্কা নগরীর আরাফাত ময়দানে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি হজ পালনের উদ্দেশ্যে সমবেত হন এদিন। তাঁদের কণ্ঠে ছিল ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারিকা লাক’ (আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, সব প্রশংসা ও নিয়ামত শুধু তোমারই, সব সাম্রাজ্যও তোমার)। বার্তা সংস্থা এপির তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১৫ লাখের বেশি মুসল্লি পাপমুক্তি ও আত্মশুদ্ধির আকুল বাসনা নিয়ে এবার পবিত্র হজ পালন করেছেন। তাঁরা সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে রওনা হন আরাফাতের ময়দানের দিকে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও তাঁদের কণ্ঠে ছিল একটাই রব, ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।’

হজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। আর্থিকভাবে সমর্থ ও শারীরিকভাবে সক্ষম পুরুষ ও নারীর জন্য হজ ফরজ। ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের মধ্য দিয়ে হজের অন্যতম প্রধান কাজ সম্পন্ন হয়। এ ময়দানে উপস্থিতি হজের অন্যতম ফরজ। আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়ে হাজিরা কেউ পাহাড়ের কাছে, কেউ সুবিধাজনক জায়গায় বসে ইবাদত করেন। কেউ যান মসজিদে নামিরায় হজের খুতবা শুনতে। মিনা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরাফাত ময়দান। এ ময়দানে হাজিদের জন্য হাজার হাজার অস্থায়ী তাঁবু টানানো আছে। সেখানেও ইবাদত-বন্দেগি করেন হাজিরা। এ ময়দানে অবস্থিত মসজিদটির নামই মসজিদে নামিরা। এই মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণকারী হাজিরা জোহর ওয়াক্তে এক আজানে দুই ইকামতের সঙ্গে একই সময় পরপর জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করেন। নামাজের আগে ইমাম সাহেব খুতবা দেন। সৌদি আরবের বার্তা সংস্থা এসপিএর খবরে বলা হয়েছে, গতকালের খুতবায় ইমাম শেখ আলী আল-হুদাইফি সারা বিশ্বে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের জন্য দোয়া করেন। তিনি বলেন, ‘হে আল্লাহ, মুসলমানদের অবস্থা ভালো করে দিন, তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করুন এবং তাদের সত্যের পথে পরিচালিত করুন।’ হাজিদের জন্য পরবর্তী কাজ ছিল, সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার উদ্দেশে রওনা দেওয়া। আরাফাত থেকে মুজদালিফা যাওয়ার পথে মাগরিবের নামাজের সময় হলেও নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। সেখানে পৌঁছানোর পর মাগরিব ও এশার নামাজ একসঙ্গে পড়েন হাজিরা। মুজদালিফার খোলা প্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হয়। কারণ, এই মুজদালিফার খোলা প্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছিলেন আদি পিতা হজরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হজরত হাওয়া (আ.)। শয়তানের উদ্দেশে পরপর তিন দিন ছুড়তে ৭০টি পাথর সংগ্রহ করতে মুজদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। ফজরের নামাজের পর দোয়া-দরুদ পড়ে সূর্যোদয়ের কিছু আগে মিনার উদ্দেশে রওনা দেওয়া ও পরে বড় জামারায় গিয়ে শয়তানের উদ্দেশে পাথর নিক্ষেপ করা হাজিদের পরবর্তী কাজ। জামারা হলো মিনা ময়দানে অবস্থিত তিনটি স্তম্ভ। এগুলোর নাম জামারাতুল উলা বা ছোট জামারা, জামারাতুল উসতা বা মধ্যম জামারা ও জামারাতুল কুবরা বা বড় জামারা।

জামারায় পাথর নিক্ষেপ-পরবর্তী কাজ হলো কোরবানি করা। জামারা থেকে বেরিয়ে পুরুষ হাজিদের মাথা মুণ্ডন করতে হয়। পবিত্র মসজিদুল হারামের চত্বরের এক প্রান্ত থেকে একটা পায়ে চলা পথ জামারার দিকে চলে গেছে। এই রাস্তার নাম আল রাহমাহ স্ট্রিট বা সহজে চেনার জন্য পায়ে হাঁটার পথ। এ টানেল ছাড়াও গাড়িতে যাতায়াত করা যায়। হাজিরা মিনায় দুই দিন অবস্থান করে নিজ তাঁবুতে সময়মতো নামাজ আদায় করবেন। হজের অন্য আনুষঙ্গিক কাজ, যেমন প্রতিদিন জামারায় তিনটি (ছোট, মধ্যম, বড়) শয়তানকে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবেন। মিনার কাজ শেষে আবার পবিত্র মক্কায় বিদায়ী তাওয়াফ করে নিজ নিজ দেশে ফিরবেন। এ ছাড়া যাঁরা পবিত্র মদিনায় যাননি, তাঁরা সেখানে যাবেন। এসপিএর তথ্য অনুযায়ী, হজের খুতবায় মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশে ইমাম শেখ আলী আল-হুদাইফি বলেন, ‘হে মানুষ, আল্লাহকে ভয় করো। এর মাধ্যমেই বান্দা আখিরাতে মুক্তি লাভ করে। আখিরাতের জন্য সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি হলো একত্ববাদ এবং শুধু আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকা।’

‘আমেরিকা ফার্স্ট’ ভিসা ব্যবস্থা চালু করছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও জোরদার করতে নতুন ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ ভিসা শিডিউলিং সিস্টেম চালুর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও চার দিনের ভারত সফরে এ নতুন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। নতুন এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, বিনিয়োগ এবং কৌশলগত স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন, তাদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও অগ্রাধিকারভিত্তিক করা। বিশেষ করে ভারতীয় ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তি খাতের প্রতিনিধি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহী কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তারা এ সুবিধা বেশি পাবেন বলে জানা গেছে। রুবিও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সম্পর্ক এখন শুধু কূটনৈতিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই; বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও দুই দেশের সহযোগিতা দ্রুত বাড়ছে। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে। পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা ও সামরিক মহড়াও বাড়ানো হয়েছে।

(৭ পাতার পর)

জীবন মানুষের দৈনন্দিন ছন্দকে দ্রুততর করে তুলেছে। সময়কে এখন প্রায়শই পরিমাপ করা হয় উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক মূল্যে। এই তাড়াহুড়োর সংস্কৃতি মানুষের পড়ার অভ্যাসেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এখন মানুষ দীর্ঘ লেখা বা বইয়ের ভেতরে ডুব দেওয়ার চেয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়ায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ইন্টারনেটে কোনো দীর্ঘ লেখা দেখলে অনেকেই প্রথমে তার 'সংক্ষেপিত সংস্করণ' খোঁজেন। কিন্তু গভীর চিন্তা কোনো বিলাসিতা নয়; এটি মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। একটি বইয়ের আসল সৌন্দর্য কেবল তার উপসংহারে নয়; বরং তার যুক্তির ক্রমবিকাশে, বাক্যের বুননে এবং চিন্তার যাত্রাপথে। যখন আমরা কেবল সারাংশটুকু গ্রহণ করি, তখন লেখকের সিদ্ধান্ত জানতে পারি ঠিকই, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হই। এই দ্রুততার সংস্কৃতি আমাদের চিন্তাকে ক্রমশ সরলীকৃত ও অগভীর করে তুলছে। জটিল বাস্তবতাকে বুঝে ওঠার ধৈর্য কমে গেলে সমাজও ধীরে ধীরে স্লোগাননির্ভর ও আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে।

পাঠের বদলে যাওয়া মনস্তত্ত্ব: অনেকে যুক্তি দিতে পারেন, কাগজের বইয়ের পাঠক কমলেও ই-বুক, অডিওবুক কিংবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাঠের বিস্তার ঘটছে। এই যুক্তিকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বরং প্রযুক্তি জ্ঞানের গণতন্ত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আজ দূরবর্তী অঞ্চলের একজন তরুণও অনলাইন লাইব্রেরির মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী অনেক মানুষের জন্য অডিওবুক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। অতএব, সংকটটি কেবল মাধ্যমের নয়। প্রকৃত সংকট মানুষের পাঠের ধরনে এবং মনোযোগের প্রকৃতিতে।

মুদ্রিত বই বা দীর্ঘ টেক্সট পড়ার সময় মানুষ সাধারণত একটি ধারাবাহিক পাঠ-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়। এটি কল্পনাশক্তিকে সক্রিয় করে এবং গভীর মনোযোগের জন্ম দেয়। অন্যদিকে, সামাজিক মাধ্যম বা হাইপারলিংকনির্ভর স্ক্রিন-পাঠ দ্রুত তথ্য আহরণে সাহায্য করলেও তা প্রায়ই মনোযোগকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। নিউরোসায়েন্টিস্ট মারিয়ান উলফ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, দ্রুত স্ক্রিন-পাঠের অভ্যাস মানুষের "ডিপ রিডিং" বা গভীর পাঠের স্নায়বিক সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে। আজ অনেক মানুষ বইমেলায় যান, বই কেনেন, ছবি তোলেনড়কিন্তু সব বই শেষ পর্যন্ত পড়া হয় না। অর্থাৎ বই কখনো কখনো জ্ঞানের চেয়ে সাংস্কৃতিক প্রতীকে পরিণত হচ্ছে। এই বাস্তবতাও আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

গভীর পাঠ হারালে সমাজ কী হারায় : গভীর পাঠের সংকট কেবল ব্যক্তিগত অভ্যাসের সংকট নয়; এটি গণতন্ত্র, সমাজ ও সভ্যতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যে সমাজ দীর্ঘ মনোযোগ ধরে রেখে জটিল যুক্তি বিশ্লেষণ করতে পারে না, সে সমাজ সহজ আবেগ, চটকদার স্লোগান এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারণার কাছে দ্রুত প্রভাবিত হয়। গভীর পাঠ মানুষকে ধৈর্যশীল করে, বিপরীত মত বোঝার ক্ষমতা দেয় এবং জটিল বাস্তবতাকে সরলীকরণের ফাঁদ থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে, দ্রুত উত্তেজনা ও ক্ষণস্থায়ী তথ্যের সংস্কৃতি মানুষকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে। তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ে, ভুয়া তথ্য সহজে ছড়িয়ে পড়ে এবং চিন্তার জায়গা দখল করে আবেগ। অর্থাৎ, বই থেকে দূরে সরে যাওয়া কেবল পাঠাভ্যাসের পরিবর্তন নয়; এটি মানুষের বৌদ্ধিক স্বাধীনতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

প্রযুক্তি নয়, প্রয়োজন ভারসাম্যের : প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, যোগাযোগের দূরত্ব কমিয়েছে এবং জ্ঞানকে আরও উন্মুক্ত করেছে। একে অস্বীকার করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। সমস্যা প্রযুক্তির অস্তিত্বে নয়; সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন মানুষ নিজেই নিজের মনোযোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে। তাই প্রয়োজন প্রযুক্তি ও গভীর পাঠের মধ্যে একটি সচেতন ভারসাম্য। আমাদের হয়তো আবার নতুন করে নীরবতার মূল্য বুঝতে হবেড়যে নীরবতা মানুষকে নিজের সঙ্গে কথা বলতে শেখায়। প্রতিদিনের ব্যস্ততা ও স্ক্রিন-নির্ভরতার ভিড় থেকে সামান্য সময় বের করে কোনো একটি বইয়ের ভেতরে ডুব দেওয়া এখন কেবল সাংস্কৃতিক চর্চা নয়; বরং তা মানসিক ও বৌদ্ধিক সুস্থতারও অংশ হয়ে উঠছে।

দিনের শেষে আমাদের নিজেদের কাছেই একটি প্রশ্ন রাখা দরকারড়তথ্যের এই মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে আমরা কি আমাদের প্রজ্ঞার দ্বীপটিকে হারিয়ে ফেলছি না? স্ক্রিনের আলো কি ধীরে ধীরে আমাদের ভেতরের চিন্তার আলোকে ম্লান করে দিচ্ছে? এই আত্মজিজ্ঞাসাই হয়তো মানুষকে আবার বইয়ের গভীরতার দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। ইতিহাসবিদ ইউভাল নোয়াহ হারারি সতর্ক করে বলেছেন, এই শতাব্দীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সংগ্রামগুলোর একটি হবে নিজের মনোযোগকে ধরে রাখার সংগ্রাম।

দেশে সর্বত্র চলছে নীরব চাঁদাবাজি

(৩৩-পাতার পর)

অভিযোগ রয়েছে, অধীনস্থ কর্মকর্তাকে দিয়ে চাঁদার ভাগ নেয়ার দায়ে চলতি মাসের প্রথমদিকে মিরপুর বিভাগের একটি থানার ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়। মিরপুর অঞ্চলের সাতটি থানা এলাকায় চাঁদাবাজির দেড়শ'র বেশি স্পট রয়েছে। এসব স্পট থেকে চাঁদা তোলায় জড়িত ৭২ জন। চাঁদাবাজদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা রয়েছেন ২৫ জন। গাবতলী টার্মিনাল একটা গুরুত্বপূর্ণ স্পট। এর বাইরে বিভিন্ন এলাকায় ফুটপাতের দোকান, মূল সড়কে অবৈধ বাস-ট্রাক পার্কিং, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজ, লেগুনাস্ট্যান্ড, ভাঙারি দোকান, ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবসা, ময়লার ব্যবসা, পোশাক কারখানা, ঝুট ব্যবসা, ভবন নির্মাণ, ভ্রাম্যমাণ দোকান, সরকারি জমিতে কাঁচাবাজার, বস্তিঘর ও ফুটপাতে অবৈধ বিদ্যুতের সংযোগ, কয়লা ও ইট-বালুর ব্যবসা ইত্যাদিতে চাঁদাবাজি হয়। পল্লবীর কালশীর একটি নির্মাণপ্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গত রমজান মাসে মামুন বাহিনীর লোকজন তাঁর অফিসে এসে মাসে এক লাখ টাকা দাবি করে। পুলিশকে জানানোর পর মামুন বিদেশি নম্বর থেকে ফোন করে হত্যার হুমকি দেন। রূপনগর এলাকার আরামবাগ বাগানবাড়ির ঝিলপাড় বস্তিতে প্রায় ৩৫০ ঘরে অবৈধ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ থেকে জনি ও খোকন ঘরপ্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে আদায় করেন। রূপনগর আবাসিক এলাকায়ও অবৈধ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ দিয়ে প্রতি মাসে টাকা তোলা হয়। এ টাকা তোলেন রূপনগর থানার ওসির সোর্স হিসেবে পরিচিত সাজেদুল ইসলাম (টুটুল)। গুলশান ১, গুলশান ২ ও শাহজাদপুর এলাকায় ফুটপাতের দোকান থেকে দিনে ২শ' থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত চাঁদা তোলা হয়। গুলশান ও বনানীর স্পা সেন্টার থেকে মাসে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা তোলার তথ্যও রয়েছে পুলিশের তালিকায়। গুলশান, মহাখালী, বাড্ডা, রামপুরা, মগবাজার এলাকায় পেশাদার সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর মধ্যে সদস্য বেশি জিসান গ্রুপের। পুলিশের তালিকায় ডেমরা থানা এলাকায় অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ রয়েছেন তিনজন। তাঁরা হলেন আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ বিজয় ও মোহাম্মদ শিবলী আহমেদ খান। শ্যামপুর থানা এলাকায় রয়েছেন পাঁচজন। ওয়ারী থানা এলাকায় চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রক মাহিন খান, মারজান আহমেদ ওরফে ভাগনে রনি ও মো. শামীম মিয়া। কদমতলী থানা এলাকার তিন অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ জাহাঙ্গীর আলম, ওয়াহিদুজ্জামান ও মোহন চাঁদ। কামরাঙ্গীরচর এলাকার চারজন হলেন মো. সিদ্দিক, ফারুক আহমেদ, রহমত উল্লাহ ও শেখ আনোয়ার। চকবাজার থানা এলাকার মো. সালাউদ্দিন ওরফে বিয়ার সালাউদ্দিন ও হাসান সারোয়ার পিলু। সবুজবাগ এলাকায় সক্রিয় অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ হলেন রিফায়াতুল্লাহ নাইম, হৃদয় সরকার, মো. সাঈদ, শফিকুল ইসলাম ও নুরুন্নবী বাবু। খিলগাঁও এলাকায় সক্রিয় মকবুল হোসেন, মিন্টু ওরফে কিলার মিন্টু, আলিফ ও শুভ ওরফে রিপন। তাঁদের মধ্যে আলিফ কিশোর গ্যাং দলের দলনেতা। পল্টন থানা এলাকায় সক্রিয় কাজী হাসিবুর রহমান ও মুজাহিদুল ইসলাম সোহাগ। শাহজাহানপুর থানা, লালবাগ, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও পল্লবী থানা এলাকায় সক্রিয় অস্ত্রধারী চাঁদাবাজদেরও কিছু নাম রয়েছে বলে পুলিশের তালিকায়। এ ছাড়া ধানমন্ডি ও হাজারীবাগ এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমন গ্রুপ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

দেশে সর্বত্র চলছে নীরব চাঁদাবাজি

(প্রথম পাতার পর)

এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। চাঁদা না পেয়ে শুক্রবার বিকেলে বারিধারা জে ব্লকের ৯ নং রোডের গাড়ির শোরুমের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসীরা। ককটেল হামলার পরেই ওই প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে বিদেশি নম্বর থেকে ফোন আসে। কলদাতা গাড়ির শো-রুমের ওই মালিকের কাছে নিজেকে দীপু নামে পরিচয় দিয়ে ১ কোটি টাকা দাবি করে। অন্যথায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হুমকি দেয়া হয়। প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় ফুটপাত থেকে পরিবহন খাত, ময়লার গাড়ি থেকে গার্মেন্টস, রিকশার গ্যারেজ থেকে শুরু করে গাড়ির শো-রুম এমনকি নতুন ভবন নির্মাণসহ সব সেক্টরেই চলছে নীরব চাঁদাবাজি। বাদ যাচ্ছে না সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও। হাসপাতাল থেকে স্কুল-কলেজ সর্বত্রই ভর করছে চাঁদাবাজ আতঙ্ক। ভয়ঙ্কর চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পপতিরাও ভুগছেন চরম নিরাপত্তাহীনতায়। চাঁদাবাজদের একটা বড় অংশ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকায় ভুক্তভোগীদের অনেকেই তা প্রকাশ করছেন না। যে কারণে অধিকাংশ ঘটনাই আসেনা পুলিশের রেকর্ডেও। নীরব চাঁদাবাজি অব্যাহত থাকলেও প্রভাবশালীরা থেকে যাচ্ছেন আড়ালে। জামায়াত ও এনসিপির নেতারা চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেও তাদের নেতাকর্মীরাও চাঁদাবাজি থেকে পিছিয়ে নেই। তবে আইন শৃংখলা বাহিনীর দাবি, সারাদেশের চাঁদাবাজদের তালিকা এখন পুলিশের হাতে। পুলিশ ব্যবস্থাও গ্রহণ শুরু করে দিয়েছে। ঢাকা-৪ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য জয়নুল আবেদীনের ভাগিনা আসাদুজ্জামান সাব্বিরকে ৬ মে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। মো. হাসান নামের একজন ব্যবসায়ী প্রাইভেটকারে করে যাওয়ার সময় তার ১৯ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল জামায়াত এমপির এই ভাগিনা। বর্তমানে সে কারাগারে রয়েছে।

জানতে চাইলে আইজিপি মোহাম্মদ আলী হোসেন ফকির বলেন, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের কোন দলীয় পরিচয় নেই। পুলিশ সারাদেশে আইন-শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। কোন ব্যক্তি অপরাধের সাথে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেলে তাকে অপরাধী হিসেবেই চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং হবে। মানুষ চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ। শিল্পপতি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কেউ চাঁদাবাজদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল, প্রতিবাদ ও মানববন্ধন হওয়ার পর তৎপর হয় আইনশৃংখলা বাহিনী। সারাদেশে সব সেক্টরে অব্যাহত চাঁদাবাজির ঘটনা নিয়ন্ত্রণে গত ৪ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের নির্দেশে ডিএমপি রাজধানীতে চাঁদাবাজির স্পট (জায়গা) ও চাঁদাবাজদের একটি তালিকা তৈরি করে। ডিবি, এসবি ও ডিএমপি কমিশনারের গোয়েন্দা ইউনিটের সমন্বয়ে তৈরি এ তালিকায় চাঁদাবাজির সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে ১ হাজার ২৮০ জনের নাম উঠে আসে। আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতার তালিকায় রয়েছেন ৩১৪ জনের নাম। পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, তালিকায় নতুন নাম নিয়মিত যুক্ত হচ্ছে। ঢাকায় চাঁদাবাজিতে রাজনৈতিক নেতা ও ক্যাডারদের বাইরে সক্রিয় প্রায় ১৪৮ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী। ডিএমপির তালিকা অনুযায়ী, এসব অস্ত্রধারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় গুলশান, বাড্ডা ও রামপুরা এলাকায়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে চাঁদাবাজদের তালিকা ও বিশেষ অভিযান শুরু হয় চলতি মাসের এক তারিখ থেকে। ১ মে শুরু হওয়া অভিযানে তালিকাভুক্ত চাঁদাবাজ হিসেবে এ পর্যন্ত তিনশর বেশি গ্রেফতার করা হয়। এ বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তালিকায় থাকা চাঁদাবাজদের বেশি-রভাগই নিজেদের সরকারদলীয় নেতা-কর্মী পরিচয়ে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করছে। তবে চাঁদাবাজি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ইতিমধ্যে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠন থেকে অনেককেই বহিষ্কার করছে দলটি। চাঁদাবাজির তালিকায় রয়েছে পেশাদার সন্ত্রাসীরা-চাঁদাবাজও। অন্যান্য দলেরও কিছু নেতা-কর্মীর নাম তালিকায় আছে। কোথাও কোথাও চাঁদাবাজি চলছে মিলেমিশে। আইন-শৃংখলা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শেখ হাসিনা পালানোর পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় চাঁদাবাজি হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলেও চাঁদাবাজির চক্র এখনো সক্রিয়। কেবল এর চেহারা এবং নিয়ন্ত্রণকারীদের হাতবদল হয়েছে মাত্র। একটি চক্রের পতনের পর অন্য একটি চক্র সেই শূন্যস্থান পূরণ করছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে চাঁদাবাজি কেবল নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের সমস্যা নয়, বরং এটি দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি গভীর প্রোথিত কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সরকারের উচিত হবে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা যেই হোকনা কেন তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে কঠোর হস্তে দমন করা। এ জন্য সরকারের শীর্ষ পর্যায় তথা সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে কঠোর বার্তা পৌঁছাতে হবে মাঠ পর্যায়ের আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে। তবেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পেশাদারিত্ব নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন প্রশাসনের সদস্যরা। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর ফ্যাসিস্ট আওয়ামীপন্থী চাঁদাবাজ সিন্ডিকেট রাতারাতি উধাও হয়ে যায়। কিন্তু একদিনের জন্যও চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি। বরং শূন্য ফাঁকা মাঠে সহজেই দখল প্রতিষ্ঠা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচিত একশ্রেণির অসাধু রাজনৈতিক নেতাকর্মী এমনকি জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়ক এবং ছাত্রনেতা পরিচয়েও নতুন করে চাঁদাবাজি শুরু হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসলেও চাঁদাবাজির ঘটনা কমছে না।

জানতে চাইলে র‌্যাবের ডিজি মো: আহসান হাবীব পলাশ বলেন, চাঁদাবাজদের তালিকা নিয়ে সারাদেশেই র‌্যাব কাজ করছে। প্রতিনিয়ত র‌্যাবের অভিযানে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা গ্রেফতার হচ্ছে। চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া গেলেও ভুক্তভোগীরা মামলা করতে রাজী হন না। এ ক্ষেত্রে অনেক চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমস্যা হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) একজন কর্মকর্তা বলেন, নানা নামে, নানা প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের চাঁদা দিতে হয়। দেশে এমন কোনো শিল্পাঞ্চল নেই, যেখানে স্থানীয়দের কাছে শিল্পমালিকদের চাঁদা দিতে হয় না। চাঁদাবাজরা নিজেদের ক্ষমতাসীন দল ও তাদের অঙ্গ-সংগঠনের কর্মী হিসেবে

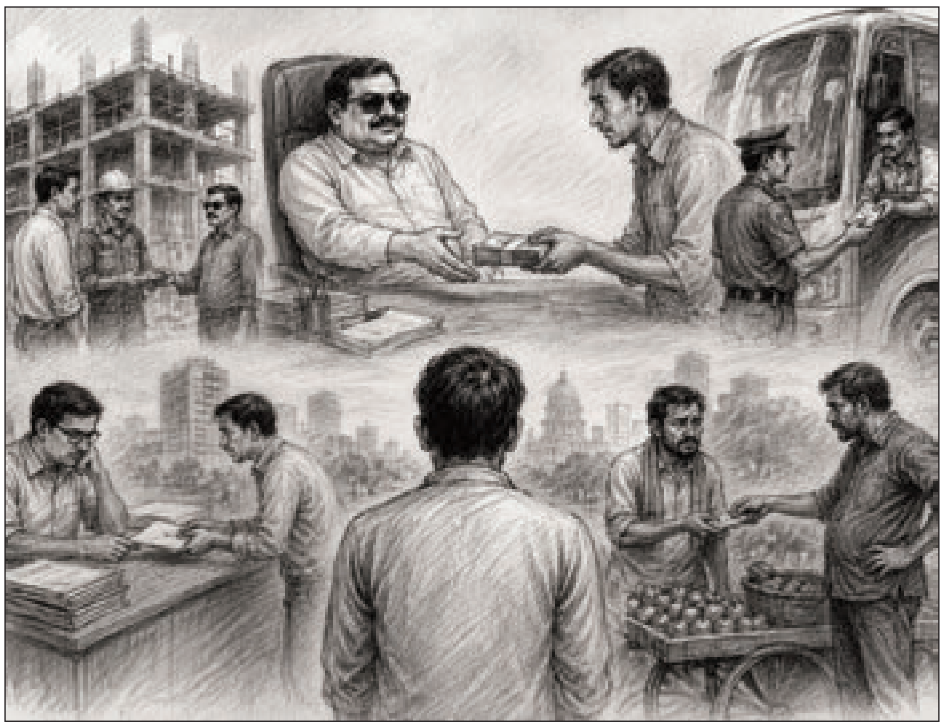

পরিচয় দিয়ে চাঁদা দিচ্ছে। গত ১০ এপ্রিল রাজধানীর শ্যামলীতে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কিডনি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. কামরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত সিকেডি ইউরোলজি হাসপাতালে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এ চাঁদা দাবির নেতৃত্বে ছিলেন শেরেবাংলা নগর থানা যুবদলের বহিষ্কৃত সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মঈন উদ্দিন। মান-বিক চিকিৎসক খ্যাত কামরুলের কাছে চাঁদা দাবি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা প্রচার হলে সক্রিয় হয়ে ওঠে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চাঁদাবাজির মূলহোতা মঈন উদ্দিন মঈনকে নড়াইল থেকে গ্রেফতার করে র‌্যাব। এ ঘটনায় তার আরো ৬ সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়। গত ১৬ মে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (পঙ্গু হাসপাতাল) এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. রশিদুল আলমের কক্ষে ঢুকে অস্ত্র প্রদর্শন করে সন্ত্রাসীরা। এ সময় তারা নিজেদের পছন্দের ৩০ জনকে আউটসোর্সিং নিয়োগের চাপ দেয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, এ ঘটনার অন্তরালে রয়েছে 'পিচ্চি রাকিব', 'কালা রাকিব' এবং পাপ্পু নামে ৩ জন। পিচ্চি রাকিবের বাবা হাবিব আওয়ামী লীগের পঙ্গু ইউনিটে যুক্ত ছিলেন। এখন পিচ্চি রাকিব বিএনপির পরিচয়ে এলাকায় বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, কালা রাকিব ২৭ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন অভিযোগে তাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই দুই রাকিবের সহযোগী হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক লীগের পাপ্পু হাসপাতালকেন্দ্রিক একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে, যা স্থানীয়ভাবে 'হাস-পাতাল সিন্ডিকেট' নামে পরিচিত। সকল এলাকায় সব ধরনের চাঁদাবাজিতে যুক্ত এ চক্র। সূত্র জানায়, ঢাকার রাস্তা ও ফুটপাতগুলো, সিটি করপোরেশনের দোকান, হকারের। কিন্তু সরকারি দলের নেতা-কর্মী পরিচয়ে চাঁদা তোলা হচ্ছে। দিনের পর দিন পুলিশের চোখের সামনেই দোকানগুলো বসছে। কিন্তু দোকান উচ্ছেদ অথবা চাঁদাবাজি বন্ধ হয় না। অনেকটা মিলেমিশে চাঁদাবাজি চলছে। ঢাকার চাঁদাবাজদের নিয়ে সম্প্রতি পুলিশ যে তালিকা করেছে তাতেও বলা হয়েছে, চাঁদাবাজির সুযোগ দিয়ে পুলিশের কিছু কর্মকর্তা টাকার ভাগ পান। ডিএম-পির মিরপুর বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, ওসিরা সুবিধা নেন বলেই ফুটপাত দখলমুক্ত করার ক্ষেত্রে নানা অজুহাত দেখান বা অনেক সময় দায়সারা গোছের কিছু পদক্ষেপ নেন। (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

নিউইয়র্কে ঈদুল আজহা উদযাপিত

(শেষ পাতার পর)

হয়। নিউইয়র্কে ঈদের জামাতগুলোতে ছিলো সর্বস্তরের হাজারো মানুষের ভিড়। নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোর মসজিদগুলোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের জামাত। কোথাও কোথাও খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় ঈদের জামাত আয়োজিত হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরও নিউইয়র্কে সর্ববৃহত ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) আয়োজিত স্থানীয় টমাস এডিসন স্কুলের প্লে গ্রাউন্ডে। সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠিত এই জামাতে সর্বস্তরের ১৪/১৫ হাজার নর-নারী অংশ নেন। এদিকে ঈদের দিন চমৎকার আবহাওয়া থাকায় সকল জমাতেই অংশ নেন সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক নর-নারী। ফলে ঈদের জামাতগুলো হয়ে উঠে উৎসবমুখর। ঈদের নামাজ শেষে মসল্লিরা একে অপরের সাথে কোলাকুলির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর অনেকেই ফার্মে গিয়ে পছন্দের পশু কোরবানী দেন। পরবর্তীতে সন্ধ্যার দিকে আত্নীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝে বিতরণ করেন কোরবানীর মাংস।

জেএমসি'র জামাতের আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের মূলধারার নেতৃবৃন্দের নিউইয়র্ক কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৬ এর ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী চাক পার্ক ও কুইন্স বরো কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কার্টজ।

জেএমসি'র কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান। এই পর্ব পরিচালনা করেন সেক্রেটারি মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

জেএমসি'র ঈদের জামাতে ইমাম করেন মির্জা আবু জাফর বেগ। তিনি বিশেষ মুনাজাতও পরিচালনা করেন। খুতবা পাঠ করেন ইমাম শামসে আলী। ঈদের জামাত শেষে বিশেষ মুনাজাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সৌহার্দ্য-সমৃদ্ধি ছাড়াও ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের নিপীড়ন-নির্যাতন এবং যুদ্ধ বন্ধ কামনা করা হয়।

জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদের উদ্যোগে ঈদের চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ মে মসজিদে। প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৭টায়। দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টায়, তৃতীয় জামাত সকাল ৯ টায় এবং চতুর্থ জামাত সকাল ১০টায়। প্রথম জামাত ছাড়া সব জামাতে মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা ছিল।

মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস-এর মসজিদ নামিরাহয় উদ্যোগে ঈদের ২টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন মাঠে।

মুনা সেন্টার অব জ্যামাইকা'র মসজিদ আর রায়য়ান-এর ঈদের জামাত হয় ২টি যথাক্রমে সকাল ৭টা ও সকাল ৮টায়।

আল-আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের জামাত খোলা মাঠে সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত হয়।

জ্যাকসন হাইটসের মসজিদ নামিরাহ মসজিদ সংলগ্ন ৩৫-৩৫, ৭১ স্ট্রিটে ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮টায়।

জ্যামাইকার আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৭টা, ৮টা ও ৯টা।

নিউইয়র্ক ঈদগাহের উদ্যোগে ঈদের ৬টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায়। প্রথম জামাত সকাল ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৭টায়, তৃতীয় জামাত সকাল ৮টায়, চতুর্থ জামাত সকাল ৯টায়, পঞ্চম জামাত ১০টা এবং শেষ জামাত সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার মসজিদের উদ্যোগে ঈদের দুটো জামাত অনুষ্ঠিত হবে মসজিদের ভিতরে। প্রথম জামাত সকাল ৮টায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল ৯টায়।

নিউ কার্ক বেলাল মসজিদের উদ্যোগে ঈদের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে এবং তৃতীয় জামাত সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে।

ব্রুকলিনের বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে খোলা রাস্তায় সকাল ৮টায় জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

দারুল জান্নাহ মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভাব্য সময়–সকাল সোয়া ৭টা, পৌনে ৮টা, সোয়া ৮টা ও ৯টা।

অপরদিকে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিসহ বাংলাদেশী অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, অ্যারিজোনা প্রভৃতি স্টেটে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কানাডায়ও যথাযথ ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের

(৮ পাতার পর)

লীগের সময় দমিত ছিল, তারা এখন ক্ষমতার বৃত্তের কাছাকাছি। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে তারাই দেশের রাজনীতির বিকল্প শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা পাকিস্তানের জন্য বিরাট সুযোগের সৃষ্টি করেছে।

ইরান যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তান পাচ্ছে নতুন মান্যতা। এটা বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সমঝোতায় পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য ইতিবাচক কাজ করছে। তা ছাড়া বাংলাদেশের নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্য বড় একটা সুযোগ এনে দিতে পারে।

পাকিস্তানের অসুবিধা : একাত্তরের গণহত্যার জন্য পাকিস্তান কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চায়নি। তা ছাড়া রয়েছে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বিরাট অঙ্কের সম্পদের পাওনা। এই বিষয়গুলো বারবার দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে বড় বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের আমদানি চাহিদা মেটানোর মতো উৎপাদন ক্ষমতা ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো পাকিস্তানের নেই। এটা পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

ভারতের সঙ্গে যদিও বাংলাদেশের অনেক বিষয়ে তিক্ততা আছে, তবে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও শক্তিশালী বাণিজ্যিক অবকাঠামো বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করছে। অপর পক্ষে পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হলো তাদের বাণিজ্যিক অবকাঠামোর দুর্বলতা।

বাংলাদেশের ১৭ কোটি লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখা যেকোনো সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বাজারে চাল, ডাল, পেঁয়াজের সংকট অনেক সময় অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য অস্থির করে তোলে। ইউনূস সরকারের তীব্র ভারতবিরোধিতার সময়ও ভারত থেকে পণ্য আমদানি বেড়েছিল ৭ দশমিক ৮ শতাংশ।

তবে একটা বিষয়ে পাকিস্তানের সুবিধা আছে, সেটা হলো বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় সম্ভাব্য সহযোগিতা। সেটাও কতটুকু বাস্তবসম্পন্ন, তা নিশ্চিত নয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেভাবে নিজ দেশের রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে, তাদের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অস্থিরতা বাড়াবে কি না, সেটাও ভাবার বিষয়।

নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।

বাংলাদেশ যত দিন বিদ্যুৎ ও বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন না করে, তত দিন ভারতের ওপর নির্ভরতা থাকবেই। ইউনূস সরকারের সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, ভারতের সঙ্গে ভেঙে পড়া কাঠামোগুলো জোড়া দেওয়া যত সহজ, পাকিস্তানের সঙ্গে নতুনভাবে কাঠামো তৈরি তার চেয়েও অনেক কঠিন হবে। তাই বলে পাকিস্তান হাল ছেড়ে দিচ্ছে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতেই আছে। ভারতের প্রথিতযশা সাংবাদিক গৌতম লাহিড়ী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারতীয় সরকারি মহল মনে করে, পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশ যেভাবে ঘনিষ্ঠতা দেখাচ্ছে, সেটা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে। কয় দিন আগে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর এক সংবাদে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির বাংলাদেশে তিন দিনের সফরে আসতে পারেন। তাঁদের সফরের মূল উদ্দেশ্য হবে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা। ঢাকার পাকিস্তান দূতাবাস অবশ্য খবরটি অস্বীকার করেছে। মনে করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ সফর নিয়ে বিস্তারিত চূড়ান্ত করা হবে না।

এদিকে ইরান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের নেতৃত্বে 'ইসলামি ন্যাটো' নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফকে। সৌদি আরব, তুরস্ক ও কাতারের মধ্যে এ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। বাংলাদেশ নিশ্চয় এই চুক্তির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যদি এ চুক্তি সফল হয়, পাকিস্তানের পাল্লা আরও ভারী হবে। আমরা আগেই বলেছি, বাংলাদেশের সঙ্গে বড় ধরনের সম্পর্ক গড়তে পাকিস্তানের বেশ কিছু বড় প্রতিকূলতা রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে রশি টানাটানিতে সম্ভবত ভারতই এখন এগিয়ে রয়েছে। তবে এটাও ঠিক, বর্তমান ভূ ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাস্তবতায় বাংলাদেশের সঙ্গে একচ্ছত্র সম্পর্ক গড়ার ক্ষমতা বোধ হয় ভারতেরও নেই। কিছু কিছু বিষয়ে পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশ অগ্রাধিকার পেতে পারে। তা ছাড়া ভূরাজনীতির দুই বড় মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র ও চীনও সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ বসাতে।

সালেহ উদ্দিন আহমদ, শিক্ষক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

রণক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

(৬ পাতার পর)

বদলে দিচ্ছে। প্রকৃত প্রশ্ন হলোড়আমরা কি বুঝতে পারছি যুদ্ধের চরিত্র কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এই পরিবর্তনের জন্য কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ আদৌ সম্মতি দিয়েছে কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত ‘প্রজেক্ট মেভেন’-এর সূচনা হয়েছিল খুব বাস্তব একটি সমস্যার কারণে। আফগানিস্তান, ইরাক কিংবা সিরিয়ার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন থেকে প্রতিদিন এত বিপুল পরিমাণ ভিডিও ও নজরদারি তথ্য আসছিল যে মানব বিশ্লেষকদের পক্ষে সেগুলো সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, ভুল হতো, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে যেত। তখন ধারণা এল, মানুষের চোখের চাপ কমাতে কিছু কাজ এআইকে দেওয়া হোক। মোটরসাইকেলের গতিবিধি শনাক্ত করা, সন্দেহজনক চলাচল পর্যবেক্ষণ করা কিংবা নির্দিষ্ট আচরণের ধরণ চিহ্নিত করার মতো কাজ যন্ত্র করবে, আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মানুষ। শুনতে বেশ যুক্তিসঙ্গত। ইতিহাসে প্রায় সব সামরিক প্রযুক্তিই এভাবেই শুরু হয়েছে, একটি সীমিত ব্যবহার এবং বাস্তবসম্মত একটি ব্যাখ্যা দিয়ে। কিন্তু প্রযুক্তির একটি নিজস্ব গতি আছে। একবার কোনো ব্যবস্থাকে কার্যকর বলে প্রমাণ করা গেলে সেটি দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। আজ পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, এআই ব্যবহারের মাধ্যমে দিনে শত শত নয়, হাজার হাজার সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পর্যন্ত প্রকাশ্যে বলছে, ভবিষ্যতে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল যুক্ত হলে সেই সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বাড়তে পারে।

সমস্যা এখানেই। একজন মানুষ হয়তো দিনে পঞ্চাশটি ছবি গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু যখন দিনে পাঁচ হাজার লক্ষ্যবস্তু বিশ্লেষণ করা হবে, তখন মানুষের ভূমিকা আসলে কতটুকু থাকে? “হিউম্যান ইন দ্য লুপ” বা “চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে মানুষের উপস্থিতি”ড়এই পরিভাষাটি এখন অনেক সময় বাস্তব নিরাপত্তার নিশ্চয়তার চেয়ে রাজনৈতিক আশ্বাস হিসেবেই বেশি শোনায়। কারণ বাস্তবতা হলো, যখন গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে যায়, তখন মানুষ ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নয়, বরং মেশিনের অনুমোদনদাতা হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জিম ম্যাটিস একবার বলেছিলেন, লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার সক্ষমতা কখনোই কৌশলের বিকল্প নয়। এই কথাটি আজ আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক, সেটি নিজে বলে দিতে পারে নাড় যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য কী, সেই লক্ষ্য অর্জন হচ্ছে কি না, কিংবা যুদ্ধ আদৌ পরিস্থিতিকে ভালো করছে কি না।

ইরাক ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত এই কঠিন বাস্তবতা বুঝেছিল। সামরিকভাবে অসংখ্য সফল অভিযান চালানো সম্ভব, কিন্তু তাতে রাজনৈতিক বিজয় নিশ্চিত হয় না। এখন এআই সেই পুরোনো ভুলকে নতুন মোড়কে ফিরিয়ে আনার ঝুঁকি তৈরি করছে। গতি ও নির্ভুলতাকে কৌশলগত প্রজ্ঞা বলে মনে হওয়ার এক বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। ইরানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানগুলো এই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করেছে। মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, এআই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কয়েক দিন থেকে কয়েক সেকেন্ডে নামিয়ে এনেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলোড়এর ফলে রাজনৈতিকভাবে কী অর্জিত হয়েছে? ইরানের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। আঞ্চলিক বাস্তবতায় নাটকীয় কোনো পরিবর্তনও আসেনি। অর্থাৎ প্রযুক্তি দ্রুত কাজ করেছে, কিন্তু কৌশলগত ফলাফল স্পষ্ট নয়।

বেসামরিক মানুষের জন্য পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। যুদ্ধের ইতিহাসে ভুল হামলা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এআই যুগে একটি ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটছেড়মানবিক বিপর্যয়কে প্রযুক্তিগত ত্রুটি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোনো স্কুলে হামলা হলে বা নিরীহ মানুষ মারা গেলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে, “অ্যালগরিদম ঠিকভাবে প্রশিক্ষিত ছিল কি না” অথবা “ডেটা সঠিকভাবে লেবেল করা হয়েছিল কি না।” এখানে মানুষের মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে সফটওয়্যারের ‘বাগ’-এ পরিণত হচ্ছে। এই মানসিক পরিবর্তন অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ যুদ্ধের আইন, বেসামরিক সুরক্ষা কিংবা অনুপাত রক্ষার মতো নীতিগুলো হঠাৎ তৈরি হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং অসংখ্য মানবিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা থেকে এসব নীতির জন্ম হয়েছে। এগুলো দুর্বলতার প্রকাশ নয়; বরং রাজনৈতিকভাবে টেকসই যুদ্ধ পরিচালনার ন্যূনতম শর্ত।

তবে এআই ব্যবহারের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিও রয়েছে, যা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসে যুদ্ধক্ষেত্রে ভুল তথ্য, ক্লান্তি এবং বিভ্রান্তির কারণে “ফ্রেন্ডলি ফায়ার” বা নিজেদের সৈন্যদের ভুলবশত হত্যা করার ঘটনা বহুবার ঘটেছে। যদি এআই সত্যিই এসব ভুল কমাতে পারে, তাহলে সেটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হবে। প্রজেক্ট মেভেনের পেছনে কাজ করা অনেক সেনা কর্মকর্তা আসলে যুদ্ধকে আরও নিয়ন্ত্রিত ও কম প্রাণঘাতী করতে চেয়েছিলেন। সমস্যা হলো, প্রযুক্তি খুব কম ক্ষেত্রেই নিজের মূল সীমার মধ্যে থাকে। শুরুতে যে এআই কেবল মোটরসাইকেল শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল, সেটিই ধীরে ধীরে আরও বড় সিদ্ধান্তের অংশ হয়ে উঠছে। কোনো এলাকায় কতজন বেসামরিক মানুষ থাকতে পারেড়এ ধরনের অনুমানেও এআই ব্যবহারের চিন্তা শুরু হয়েছিল। যদিও শুরুতে অনেক কর্মকর্তা দ্বিধায় ছিলেন, কারণ মেশিনের অনুমানের ওপর নিজের দায়িত্ব নিতে তারা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দ্রুততার চাপ এবং সামরিক প্রতিযোগিতার মধ্যে সেই সতর্কতা শেষ পর্যন্ত কতদিন টিকে থাকবে?

এই জায়গায় ইউক্রেনের অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্ন উদাহরণ তৈরি করেছে। তাদের ‘ডেল্টা’ সিস্টেম যুদ্ধক্ষেত্রের তথ্য দ্রুত সমন্বয় করতে সাহায্য করছে, কিন্তু চূড়ান্ত হামলার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মানুষের হাতেই থাকছে। অর্থাৎ প্রযুক্তি তথ্য সরবরাহ করছে, কিন্তু হত্যার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। এই মডেলটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি দেখায়, এআই ব্যবহারের একমাত্র পথ স্বয়ংক্রিয় হত্যাযন্ত্র তৈরি করা নয়।

সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা অবশ্য প্রযুক্তিগত নয়, রাজনৈতিক। এআই-নির্ভর যুদ্ধব্যবস্থা নিয়ে জনগণের মধ্যে কোনো বড় বিতর্ক হয়নি। কংগ্রেসে দীর্ঘ আলোচনা হয়নি। ভোটারদের জিজ্ঞেস করা হয়নি, তারা আদৌ এমন যুদ্ধব্যবস্থাকে সমর্থন করে কি না। ইতিহাস বলছে, প্রযুক্তি প্রায়ই গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার চেয়ে দ্রুত এগোয়। ড্রোন যুদ্ধও প্রথমে নীরবে বিস্তৃত হয়েছিল। পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক কাঠামো পরে এসেছে, প্রযুক্তি আগে। এআই সেই পুরোনো ধারা আরও দ্রুত গতিতে পুনরাবৃত্তি করছে। সবশেষে প্রশ্নটি প্রযুক্তির নয়, মানুষের। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত কি ধীরে ধীরে অ্যালগরিদমের হাতে চলে যাচ্ছে? যুদ্ধ কি এমন এক যান্ত্রিক গতিতে পরিচালিত হবে, যেখানে রাজনৈতিক বিবেচনা, মানবিক দ্বিধা কিংবা নৈতিক চিন্তার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হবে? সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয় হলোড়এই পরিবর্তনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ সিদ্ধান্ত নেয়নি। কোনো জনগণ ভোট দেয়নি। কিন্তু পরিবর্তন তবুও ঘটছে। আর ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে, যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেলে তার পরিণতি শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না; শেষ পর্যন্ত সেটি পুরো সভ্যতার ওপর প্রভাব ফেলে।

লেখক : রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক।

বিএনপি কি জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শন তুলে ধরছে?

(৮ পাতার পর)

এই লড়াই করতে হয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে ন্যারেটিভ তৈরি করে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ন্যারেটিভ তৈরির অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা দেখেছি, পতিত আওয়ামী লীগ তার শাসনামলে কীভাবে শেখ মুজিবকে পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে দেশের আনাচে-কানাচে মূর্তি স্থাপন, শত শত কোটি টাকা খরচ করে জন্মশতবার্ষিকী পালন, সিনেমা, সাহিত্য রচনা করে তার দর্শনকে তুলে ধরেছিল। আওয়ামী লীগের অনুসারী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ীদের দিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে কীভাবে তাকে দেবতাতুল্য করে তুলেছিল। মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে তার একক কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরেছিল। এমন ন্যারেটিভ তৈরি করেছিল যে, সবাইকে আওয়ামী লীগ হয়ে যেতে হবে। এমনকি হাসিনাকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করে এক মহান নেত্রী হিসেবে তুলে ধরেছিল। তবে বছরের পর বছর ধরে শেখ মুজিব ও হাসিনাকে নিয়ে তাদের এই ন্যারেশন তরুণ প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে তারা তা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। তাহলে তাদের সামনে দর্শনগত একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। বিএনপি এখন ক্ষমতায়। সে কি পারছে, আমাদের দেশ ও জাতির আত্মপরিচয় নির্ধারণ করে দেয়া জিয়াউর রহমানের দর্শনকে তাদের সামনে তুলে ধরতে? আমরা বলছি না, বিএনপিকে আওয়ামী লীগের মতো জোর করে গোয়েবলসীয় কায়দায় দর্শন গিলাতে হবে। আমরা বলছি, ইতিহাসে যার যেটুকু অবদান ও অবস্থান তা ঠিক রেখে, বিপুল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিয়াউর রহমানের যে জাতীয়তাবাদী দর্শন তা তুলে ধরতে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে এ দর্শনকে সাধারণ মানুষ ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তুলে ধরতে। জাতীয়তাবাদী দর্শন যে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদার প্রতীক এবং ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর ও স্থায়ী বর্ম, এ বিষয়টি তুলে ধরতে।

চার. অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শন তুলে ধরার মতো কার্যকর কোনো মাধ্যম নেই। এ দর্শনকে তুলে ধরার মতো না কোনো বুদ্ধিজীবী মহল রয়েছে, না কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন রয়েছে। বরাবরের মতো এই মাধ্যমে দলটির দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট। অথচ এখনো পতিত আওয়ামী লীগ নানা কৌশলে তার বয়ান গেয়ে যাচ্ছে। তার অনুসারি বুদ্ধিজীবী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা টেলিভিশন চ্যানেল, ইউ-টিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইনিয়ে-বিনিয়ে কিংবা সরাসরি আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলছে। বলা হয়ে থাকে, গণমাধ্যম এখনো আওয়ামী অনুসারিরা ঘাপটি মেরে রয়েছে। সময়-সুযোগ বুঝে তারা বিএনপি সরকারের পিণ্ডি চটকাবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে চলবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে সরকারের নিজস্ব পলিসি এবং দলের যে দর্শন ও আদর্শ, তা তুলে ধরারও তো তাগিদ থাকতে হবে। আওয়ামী লীগের মতো জোরজবরদস্তি বা হস্তক্ষেপ না করে কীভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে তার এই দর্শন গণমাধ্যমে তুলে ধরা যায়, সে চিন্তা করতে হবে। সভা, সেমিনার, গবেষণা, জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শনের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, শিল্প-সাহিত্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যমে, তা তুলে ধরতে হবে। এই উদ্যোগ বিএনপি থেকেই নিতে হবে। দুঃখের বিষয়, এর কোনো উদ্যোগ দলটির মধ্যে নেই। ফলে পতিত স্বৈরাচারের অনুসারি ও দোসররা এসব মাধ্যমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যা সরকার ও তার দলের জন্য অশনিসংকেত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনছায়ায় একদিন

(শেষ পাতার পর)

এর বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৪ মে রোববার। নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত এই বনভোজনে ক্লাব সদস্যরা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। ফলে বনভোজন পরিণত হয় আনন্দ-আড্ডায়। এদিন প্রবল বৃষ্টিপাতে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল বনভোজন করা যাবে কিনা। কিন্তু মিডিয়াকর্মীরা বৃষ্টিমুখর দিনটিকেই আনন্দ উৎসবে রাঙিয়ে তোলেন।

বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, নিউইয়র্ক প্রবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি ধরে রাখতে হলে বনভোজনের আয়োজন করা এবং এতে অংশ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য দেখা যায়, প্রবাসীরা বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে গ্রীষ্মকালে বনভোজনের আয়োজন করে। তিনি আরো বলেন, আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত একে-অন্যের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়া। এই অভিবাসী সমাজে সকল বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ থাকা জরুরি। আমরা সাংবাদিকদের বন্ধুদেরও এই বিষয়ে ভূমিকা রাখার আহবান জানান। তিনি বলেন, আমাদের পথচলায় ভুল হতে পারে, ভুল হলে ক্ষমা করে দেবেন। কথা দিচ্ছি, আগামীতে আমরা ভুল সংশোধন করে কল্যাণমুখি কাজে নিজেদের আরো সম্পৃক্ত করে রাখতে চেষ্টা করে যাব।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঢাকা সোসাইটির সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী দুলাল বেহেদু বলেন, এই প্রবাসীসমাজ আমাদের কাছে বাংলাদেশ। আমরা এই প্রবাসে একে-অন্যের নিকটজন। কারো বিপদে আমরা যেন একে-অন্যের পাশে দাঁড়াতে পারি-এটা হোক আমাদের অঙ্গীকার। তিনি সাংবাদিকদের সমাজ গঠনে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার প্রসংশা করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক রতন তালুকদার।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতিদ্বয় দর্পণ কবীর ও মোহাম্মদ সাঈদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার এবং বনভোজন উপ-কমিটির আহবায়ক আবু কবর সিদ্দিক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শওকত ওসমান রচি বলেন,বৈরী আবহাওয়ায় যারা দমে যাননি এবং আমাদের অনুষ্ঠানে এসে ভালবাসা জানিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তিনি ক্লাবের সদস্য ও তাদের পরিবারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বনভোজনে সকালের নাস্তা পরিবশেনের সময় ছিল স্পটে লুচি ভাজার আয়োজন, যা সববেতদের অন্যরকমন আনন্দ দিয়েছে। এ ছাড়া গরম চা ও বিকেলে পিঁয়াজু রান্না করে পরিবেশনও ছিল বৈচিত্র্যময়। মধ্যাহ্নভোজে কাচ্চি বিরায়ানীর পরিবেশন নিয়ে ভোজনবিলাসীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে।

বনভোজনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র। র‌্যাফেল ড্র-'র প্রথম পুরস্কার সোনার চেইন জিতে নেন রোকেয়া দীপা, দ্বিতীয় পুরস্কার ল্যাপটপ মিসেস পাহলভী এবং তৃতীয় পুরস্কার এ্যাপেল ওয়াচ পান মিসেস মঞ্জুরুল ইসলাম। এ ছাড়া ছিল আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার। লুডু খেলায় প্রথম হয়ে হাসিনা আক্তার পেয়েছেন কানের দুল।

বনভোজনে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আফজাল হোসান এবং শেখ নীলিমা শশী।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা

(৯ পাতার পর)

'Civic Culture' তত্ত্ব অনুযায়ী কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপরিহার্য। বাংলাদেশের তরুণসমাজ এখন সেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। এই শক্তিকে দমন নয়, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সামনে তাই দ্বৈত বাস্তবতা- এক দিকে ঐতিহাসিক সম্ভাবনা, অন্য দিকে পুরনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভয়াবহ উত্তরাধিকার। এই সংসদ যদি প্রতিশোধের রাজনীতি পরিহার করে সংলাপ, জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পথে এগোয়, তবে এটি সত্যিই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নতুন মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে। যদি আবারো সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহঙ্কার, দলীয়করণ এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ফিরে আসে, তাহলে জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের এই অর্জনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

জঁ-জাক রুশো একবার বলেছিলেন, 'মানুষ কেবল ভোট দেয়ার সময় স্বাধীন থাকে; এরপর তারা আবার শাসিত হয়।' বাংলাদেশের জনগণ যেন আর সেই পরিণতির শিকার না হন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ কেবল নতুন শাসক তৈরির প্রতিষ্ঠান নয়; এটি হতে হবে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতার প্রতীক। এই সংসদের সফলতা নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলোর শুভবুদ্ধি, গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি জনগণের সচেতন ও অতন্দ্র ভূমিকার ওপর। ইতিহাস বাংলাদেশকে আরেকটি সুযোগ দিয়েছে- এবার সেই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে- গণ-অভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন সূচনা হলেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি এবং দলীয়করণের সংস্কৃতি সেই সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেছে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পরও আমরা একটি স্থিতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলাম; বরং রাষ্ট্রযন্ত্র ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলের অনুগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ক্ষয় হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সামনে তাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো জনগণের সেই ভেঙে পড়া আস্থা পুনর্গঠন করা।

এই সংসদকে বুঝতে হবে, গণতন্ত্র কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন নয়; এটি সংখ্যালঘু মতের নিরাপত্তা, বিরোধী মতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য রক্ষারও নাম। যদি সংসদ আবারো বিরোধী মতকে শত্রু মনে করে, যদি প্রশাসনকে দলীয় হাতিয়ারে পরিণত করা হয়, যদি বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবের অধীন রাখা হয়, তাহলে জনগণের মধ্যে নতুন করে হতাশা তৈরি হবে। আর সেই হতাশা ভবিষ্যতে আরো বড় রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ইতিবাচক দিক হলো- এটি একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সঙ্কটের পর জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অন্তত সংলাপের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যা অতীতের সঙ্ঘাতমুখী রাজনীতির তুলনায় আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও প্রতিশোধের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সংসদকে হতে হবে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের কেন্দ্র, যেখানে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রশ্নগুলো দলীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের মানুষ আর কাগুজে গণতন্ত্র চায় না; তারা কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চায়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ যদি সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে, তবে এটি শুধু একটি সংসদ হিসেবেই নয়; বরং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক : অধ্যাপক (অব:), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

কাবা শরিফ কোন কাপড়ে

(১০ পাতার পর)

মেনসুদ দুলোভিচ আল–জাজিরাকে বলেন, 'তিনি যদি কোনো আবরণ দিয়েও থাকেন, তবে তা সম্ভবত পুরো কাঠামোর পরিবর্তে কাবার একটি নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ ছিল।'

কিসওয়া কোন উপাদানে তৈরি : বর্তমানে কিসওয়া প্রাকৃতিক রেশম দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে ইতিহাসজুড়ে কাবা ঢাকতে বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দিকের কিসওয়াগুলো সাধারণত লিনেন, তুলা ও পশমের মতো প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে তৈরি করা হতো। কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে ইসলাম-পূর্ব যুগে কিসওয়া হিসেবে চামড়ার ব্যবহারের কথাও উল্লেখ আছে। উপাদান বাছাই ও কিসওয়া কোথায় তৈরি হবে, তা সেই ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের সহজলভ্য তন্তু ও মুসলিম শাসকদের প্রভাব ও পছন্দের ওপর নির্ভর করত। ওয়াশিংটন ডিসির জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল মিউজিয়ামের গবেষণা সহযোগী ক্যারল বিয়ার আলজাজিরাকে বলেন, 'এটি বহুলাংশে খেলাফতের ওপর নির্ভর করত।' বিষয়টি ব্যাখ্য করে বিয়ার বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব অঞ্চল খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু থাকলেও কিসওয়া তৈরি হতো মিসরে। সেই সময় মিসরের দামিয়েত্তা ও অন্যান্য স্থানে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'তিরাজ' কারখানায় উন্নত টেক্সটাইল শিল্প গড়ে উঠেছিল। সেখানেই কিসওয়া বোনা ও প্রস্তুত করা হতো। তৈরি শেষে জিলহজ মাসের শুরুতে একটি আনুষ্ঠানিক কাফেলার মাধ্যমে কিসওয়া কাবার উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো। বিয়ার ভাষ্যমতে, 'কাবাকে আবৃত করা ছিল অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটি কাজ। কারণ, কাবাই হলো হজের মূল কেন্দ্র এবং একে ঘিরেই তওয়াফ সম্পন্ন হয়।' পরবর্তী সময়ে উমাইয়া খেলাফতের আমলে দামেস্কে, আব্বাসীয় আমলে বাগদাদে এবং ইয়েমেনেও কিসওয়া তৈরি করা হয়েছে। এরপর আইয়ুবীয়, মামলুক এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবসানের পর কিসওয়া তৈরির দায়িত্ব আসে সৌদি আরবের আল-সৌদ পরিবারের কাছে।

কিসওয়ার ওজন ও উৎপাদন খরচ কত : বর্তমানে কিসওয়া তৈরিতে প্রায় ৬৭০ কেজি প্রাকৃতিক রেশম ব্যবহৃত হয়। এর ওপর প্রায় ১২০ কেজি ২৪ ক্যারেট সোনার সুতা এবং ১০০ থেকে ১২০ কেজি রুপার সুতা দিয়ে কারুকাজ করা হয়। মক্কার কিসওয়া কারখানায় ২৪০ জনের বেশি কর্মী আধুনিক প্রযুক্তি, ঐতিহ্যবাহী তাঁত এবং আরবি ক্যালিগ্রাফি পদ্ধতির সমন্বয়ে এই গিলাফ তৈরি করেন। লেখক মেনসুদ দুলোভিচ বলেন, কিসওয়া তৈরির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সতর্ক কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তিনি বলেন, 'বর্তমানে ইতালি থেকে আমদানি করা রেশম প্রথমে বিশেষ ডিটারজেন্ট ও অলিভ অয়েল সাবান মিশ্রিত ঠান্ডা পানি দিয়ে ধোয়া হয়, যাতে সুতা থেকে প্রাকৃতিক মোম দূর করা যায়।' এরপর রেশমটিকে প্রায় ৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরম পানিতে কয়েকবার ধুয়ে এর প্রাকৃতিক রং ফিরিয়ে আনা হয়। সবশেষে কালো রঙে রঞ্জিত করা হয়। কিসওয়ার আগের সংস্করণগুলো তুলনামূলক কম জমকালো ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে বর্তমানে একটি কিসওয়া তৈরির আনুমানিক খরচ আড়াই কোটি সৌদি রিয়াল (৮১ কোটি ৬৩ লাখ ২৮ হাজার টাকা) ছাড়িয়ে যায়।

কিসওয়ায় কী লেখা থাকে : কিসওয়ার গায়ে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও দোয়া খচিত থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের মূল ঘোষণা কালিমা শাহাদাত, হজের বিধান সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত, কাবার পবিত্রতা এবং আল্লাহর মহিমা ও জিকিরসংবলিত বিভিন্ন বাক্য।

কিসওয়া কি সব সময় কালো ছিল : ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে কিসওয়ার রঙের পরিবর্তন দেখা গেছে। বিভিন্ন সময়ে সাদা, সবুজ, হলুদ ও কালো রঙের কাপড় ব্যবহৃত হয়েছে। ক্যারল বিয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, সিরিয়ায় তৈরি কিসওয়াগুলো লাল, সবুজ, হলুদ ও সাদা রঙের হতো। ইসলামি শিল্পকলায় এসব রঙের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই বিশেষজ্ঞ বলেন, ইসলামি বা মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর রঙের দিকে একবার তাকান। দেখবেন সেখানে লাল, হলুদ, সবুজ ও সাদা রঙের প্রাধান্য রয়েছে। ক্যারল বিয়ার আরও জানান, আব্বাসীয় আমলে কিসওয়ার জন্য কালো রংকে একটি বিশেষ পরিচয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। তবে ইসলাম-পূর্ব যুগে ইয়েমেনে তৈরি কিসওয়াগুলো সম্ভবত ডোরাকাটা কাপড়ের ছিল। কারণ, দেশটির কাপড় সাধারণত ডোরাকাটা হতো। বিয়ারের কথায়, 'সেই প্রাথমিক কিসওয়াগুলো সম্ভবত লাল ও সবুজ রঙের ডোরাকাটা ছিল এবং সেগুলো ছিল পশমের তৈরি।'

কিসওয়া কত দিন পরপর পরিবর্তন করা হয় : কিসওয়া বছরে একবার পরিবর্তন করা হয়। একদল বিশেষজ্ঞ কর্মী কাবার পুরোনো গিলাফ সরিয়ে নতুনটি পরানোর দায়িত্ব পালন করেন। পুরোনো কিসওয়াটি খুলে ফেলার পর তা যে কারখানায় তৈরি হয়েছিল, সেখানে ফেরত পাঠানো হয়। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার জেনিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষার অধ্যাপক এস্মির হালিলোভিচ আলজাজিরাকে বলেন, সেখানে কিসওয়াটি 'সংরক্ষণ ও বিতরণের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, যা কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়।' হালিলোভিচ আরও জানান, কিসওয়ার সবচেয়ে মূল্যবান অংশগুলোড়যেমন সোনা বা রুপার সুতার কারুকাজ, কোরআনের আয়াত বা নকশা করা প্যানেলগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কেটে সংরক্ষণ করা হয়। এসব অংশ প্রায় সময় বিভিন্ন জাদুঘরে দান করা হয় অথবা সৌদি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। বাকি অংশগুলো ছোট ছোট টুকরা করে কেটে সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন সংস্থা এবং সৌদি আরবে নিযুক্ত বিদেশি দূতাবাসগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।এ ছাড়া গিলাফ পরিবর্তনের অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝেমধ্যে কিসওয়ার ছোট ছোট টুকরা উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। এমন সব অংশ তাঁদের দেওয়া হয়, যার বস্তুগত মূল্য খুব বেশি নয়। হালিলোভিচ বলেন, এই বিতরণ প্রক্রিয়ার কারণে কিসওয়ার কিছু অংশ শেষ পর্যন্ত খোলা বাজারে চলে আসে। মাঝেমধ্যে অনলাইনেও বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

জিয়া বেঁচে থাকলে দিতে পারতেন আরও অনেক

(৪ পাতার পর)

যুবক, নারী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধসহ জনগোষ্ঠীর সব অংশের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি শিশুদের জন্য শিশু একাডেমি করলেন, গড়লেন শিশুপার্ক। খেলাধুলায় কিশোর ও যুবকদের উৎসাহিত করতে গড়ে তোলা হলো বেশ কটি স্টেডিয়াম। সংগীত, নাটক এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পকলার বিকাশের জন্য গড়ে তুললেন শিল্পকলা একাডেমি। দেশের গণ্যমান্য নাগরিক, যারা দেশের জন্য কাজ করে এবং দেশের কথা ভাবে, তাদের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম একুশ পদক ও স্বাধীনতা পদক প্রবর্তন করেন। এভাবে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের দুটি মহান দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ মার্চকে অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলেন। জ্ঞানী-গুণী মানুষদের অতীতে তেমন কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পাকিস্তান সরকার অবশ্য তমঘায়ে জুরাত, হিলালে জুরাত, তমঘায়ে খেদমত, নিশানে হায়দার ইত্যাদি পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিল। তবে পুরস্কারগুলোর নামের কারণেই হোক অন্য কোনো কারণেই, এই পুরস্কারগুলো সত্যিকারের জনপ্রিয়তা পায়নি। সেই তুলনায় একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক জনমানুষের মনে ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়। জাতিগঠনে জিয়ার উদ্যোগগুলোর মধ্যে এ দুটি পদক উজ্জ্বল ভূমিকা রাখে। ১৫ খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের দলিল প্রকল্প ছিল জিয়ার এক অমর কীর্তি। দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের দলিল প্রামাণ্যকরণ কমিটি। কবি ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলের সম্পাদক। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনে এর চেয়ে ভালো এবং নির্ভরযোগ্য কোনো কাজ এর আগেও হয়নি এবং এরপর আজ পর্যন্ত হয়নি। দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে জিয়া এমন একটি মহৎ কর্মে হাত দিতে পারতেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জিয়া তার জীবদ্দশায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের মুদ্রিত কপি দেখে যেতে পারেননি। এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের প্রথম দুখণ্ড হাসান হাফিজুর রহমান মৃত্যুর আগে দেখে যেতে পেরেছিলেন। ওই সময় তিনি দুরারোগ্য কিডনির ব্যাধিতে ভুগছিলেন।

একটি স্বাধীন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার বড় ভিত্তি হলো তার পররাষ্ট্রনীতি। পররাষ্ট্রনীতি যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে একটি উন্নয়নশীল স্বাধীন জাতি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিশ্ব সভায় দাঁড়াতে পরে না। শহীদ জিয়া পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যার ফলে বাংলাদেশ একটি দরিদ্র রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। জিয়ার সময়েই বাংলাদেশ জাপানকে ভোটে হারিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়। ইরানে মার্কিন পণবন্দি সংকটকালে প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রেসিডেন্ট জিয়াকে টেলিফোনযোগে অনুরোধ করেছিলেন নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়া তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর শামসুল হকসহ পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে রাতের বেলায় বঙ্গভবনে এক বৈঠকে বসেন। নানাজন নানারকম মন্তব্য করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জিয়া সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র, ইরান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ ইরানের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে না। তিনি বললেন, বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত থাকবে। জিয়া আল কুদস্ কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। যুদ্ধরত ইরাক ও ইরানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া জিয়াকে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ জাতীয় পদক দিয়ে সম্মানিত করে। জিয়ার সময়েই বাংলাদেশ ও গণচীনের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় সার্ক জোট গঠন ছিল জিয়ার একটি অনন্য স্বপ্ন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সার্ক গঠিত হলেও ভারতের একগুঁয়েমির ফলে এগোতে পারেনি। সার্ক সফল হলে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সৌহার্দের সুবাতাস বয়ে যেত।

জিয়াউর রহমান প্রায় প্রতিরাতেই বঙ্গভবনে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেশের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতেন। এরকম একটি বৈঠক ছিল কমরেড মণি সিংহের সঙ্গে। বৈঠকের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ১৫ মিনিট। মণি সিংহ সোফায় বসে সোভিয়েত বিপ্লবের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করেন। তার বর্ণনা শুরু হয়েছিল ১৯১৭ সাল থেকে। জিয়া বললেন, মণি সিংহ, আপনি এখনো ১৯১৭ সালে রয়ে গেছেন; কিন্তু সোভিয়েতরা অনেক এগিয়ে গেছে। শহীদ জিয়া খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন। ঘাতকের বুলেট তার জীবন মধ্য গগনে থাকা অবস্থায় স্তব্ধ করে দেয়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। জিয়ার মন্ত্র ছিল, প্রথম বাংলাদেশ আমার, মরণ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশকে ভালোবাসার ফলেই শহীদ জিয়াকে তার বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছিল। **ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।**

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes
Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

ঈদ মোবারক
সবাইকে পবিত্র ঈদুল
আযহা'র শুভেচ্ছা
নাসিহা ক্যাশ ও ক্যারি
বাংলাদেশী মালিকানাধীন একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
Noor's
100% Pure
COW
GHEE
নুরুল আবসার
প্রেসিডেন্ট
ফোন : 917-355 - 3676
Nasiha Cash & Carry
Phone : 917-355 - 3676
55-63 59 Street, Maspeth, NY 11378

ঈদ মোবারক
ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত পবিত্র ঈদুল আযহার এই পবিত্র দিনে
পরিবার-পরিজন ও প্রিয়জনের সাথে আনন্দে ভরে উঠুক
সকলের প্রতিটি মুহূর্ত। ঈদ মোবারক
Dr. Sayera Haque, MD.
Board Certified in Internal Medicine
Attending Physician,
Emergency Department
Coney Island Hospital
www.sayerahaquemd.com
drsayerahaque@gmail.com
dhawara@yahoo.com
Mon, Tue, Thu, Fri, Sat
Engr. Al-Hajj
Mohammed Fazlul Haque
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: (718) 633-5688
Tel: (718) 735-7590
Fax: (718) 676-1194
Cell: (917) 891-7946
Cell: (917) 494-5316

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

CHURCH MCDONALD 2005 MANCHESTER BUSINESS ASSOCIATION CMBBA
CHURCH-MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
(Little Bangladesh)
16th Brooklyn Street Fair
পথ মেলা -২০২৬
Saturday June 6th, 2026
CMBBA
র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ আকর্ষনীয় পুরস্কার
নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলিন মেলা
McDonald Ave
(Between Church Ave & Ave C)
Brooklyn, NY 11218
Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
আনোয়ারুল আজিম
646-261-4386
Mehedi Hasan Symon
929-331-3565
Anowarul Azim
Member Secretary
(646) 261-4386
Abul H Mohiuddin
Chief Co-ordinator
(917) 627-1051
Mehedi Hasan Symon
Co-ordinator
(929) 331-3565
Rafiqul Islam Patwary
President
917-217-5040
Megazine
Chief Editor:
M Ali
Editor
Mir Kasham
Moinul Alam Bappy
General Secretary
(347) 459-4538
সহযোগিতায়
BANGLADESHI AMERICAN FRIENDSHIP SOCIETY OF NEW YORK INC
বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক ইনক

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড

(শেষ পাতার পর)

অ্যাওয়ার্ড ২০২৬' উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মূলধারার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।অনুষ্ঠানস্থল জুড়ে ছিল দৃষ্টিনন্দন ব্যাকড্রপ, আকর্ষণীয় ক্রেস্ট, সুভেনির ও সুপরিকল্পিত সাজসজ্জা। পুরো সৃজনশীল আয়োজনের নেপথ্যে ছিলেন বিশিষ্ট ফটোসাংবাদিক ও ফাউন্ডেশনের অন্যতম পরিচালক নিহার সিদ্দিকী। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করেন পরিচালক আনিসুল কবির জাসির এবং সাংবাদিক শাহ্ জে চৌধুরী। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আবহকে সামনে রেখে ব্যানার ও গ্রাফিক্স ডিজাইনে শিল্পী আবদুল্লাহ নোমানের শৈল্পিক উপস্থাপনা অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ মাত্রা দেয়।

সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠান শুরুর সময় নির্ধারিত থাকলেও অতিথিরা আগেভাগেই উপস্থিত হতে শুরু করেন। আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে কুশল বিনিময় ও হালকা আপ্যায়নের মাধ্যমে প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।রাত সোয়া আটটার দিকে মঞ্চে আসেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আকবর হায়দার কিরন এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোশাররফ হোসেন। এরপর আকবর হায়দার কিরনের সঞ্চালনায় শুরু হয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রোকেয়া হায়দার। বিশেষ অতিথি ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমদ, শিক্ষাবিদ ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র সাংবাদিক কাজী মন্টু, ক্রীড়াবিদ ও লেখক সাঈদ-উর-রব, মূলধারার বিশিষ্টজন মীর বাসার, প্রকাশনা উদ্যোক্তা মনিরুল হক এবং সাংবাদিক-লেখক মনিজা রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রবাসে জন্ম ও বেড়ে ওঠা তরুণ শিল্পী আলভান চৌধুরী "ও আমার দেশের মাটি" ও একটি ইংরেজি গান পরিবেশন করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। এবারের অনুষ্ঠানে লাইফ অ্যাচিভমেন্ট ও বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় বেতার ব্যক্তিত্ব ইকবাল বাহার চৌধুরী, সরকার কবীর উদ্দিন, মাসুমা খাতুন এবং রোকেয়া হায়দারকে।

সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা ও মূলধারায় অবদানের জন্য সম্মাননা লাভ করেন মনজুর আহমদ, কাজী মন্টু, ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, সাঈদ-উর-রব, এম এম শাহীন, শাহ নেওয়াজ, মীর বাসার, হেলালুল করিম, মীর শিবলী, মনিজা রহমান, শিব্বীর আহমেদ, সাকিল মিয়া এবং সাহিত্য একাডেমি।

সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী সংগঠনের সভাপতি সাকিল মিয়াকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।এছাড়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আবদুর রব ও তরুণ ব্যবসায়ী দুলাল বেহেদু। বিএএমএফ-এর অন্যতম উপদেষ্টা কাজী মন্টু সংগঠনের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য দেন।প্রধান অতিথি রোকেয়া হায়দার তার বক্তব্যে বাংলাদেশি আমেরিকান মিডিয়া ফাউন্ডেশনের আদর্শ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে শেকড়ের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

কবির সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষাটা আসলে অপেক্ষা নয়, অবশ্যই তা প্রতীক্ষা। আমার কাছে কোনো কালেই একজন কবির চেয়ে বড়ো কেউ ছিলো না, আজও নেই, কোনো সেনাপতি, কোনো রাষ্ট্রনায়কের শক্তি কবির একটি পঙক্তির কাছে বড়ো অসহায়, এই বোধ আমি ধারণ করি দূর শৈশব থেকেই।

সকালে আম্মাকে বলি, আজ আমি একজন কবির সঙ্গে দেখা করতে যাবো। এ-কথা শুনে আম্মাও আবেগে কেঁপে ওঠেন। হয়ত তিনিও বুঝে ফেলেন তার পুত্র বুঝি কোনো এক আলোর সন্ধান পেয়ে গেছে।

কবিপত্নী আমাকে বিকেল চারটায় যেতে বলেছেন, আমি সাড়ে তিনটায় চলে যাই। কবির জীর্ণ গৃহের আশপাশে হাঁটাহাঁটি করি। নিজেকে চিরকাল একজন সময়নিষ্ঠ ঘড়ি হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, প্রকৃতিও আমার এই ইচ্ছে পূরণে অকৃপনভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি যখন সেইভ দ্য চিলড্রেন ইউকে নামক একটি এনজিওতে কাজ করি, আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর সায়মন মলিসন আমাকে একটি চিরকুট দিয়ে বলেন, তিন মাস পরে আমাকে মনে করিয়ে দিও। আমি সেটি ড্রয়ারে রেখে দিই। এরপর ভুলে যাই। একদিন কোনো কারণে সেই ড্রয়ারে কিছু খুঁজছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সেই ছোট্ট কাগজের টুকরোটি পাই। সেটি পেয়ে আমার মনে পড়ে, হায় হায় আমি তো এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সায়মন না আমাকে তিন মাস পরে মনে করাতে বলেছিল। মাই গড, এখন কী হবে? সেখানে একটা তারিখ ছিল, গুনে দেখি আজই ঠিক তিন মাস হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা নোট লিখে সায়মনের টেবিলে রেখে আসি। বিকেলে সায়ময় অফিসে এসে কাগজটি এবং আমার নোটটি পেয়ে ছুটে আসেন আমার অফিসে, এসে বলেন, তোমার মত এতো অর্গানাইজড স্টাফ আমি খুব কম দেখেছি, আই অ্যাম সো ইম্প্রেসড।

সব কাজ সময় মত করতে পারার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করি, কখনো ভুলে গেলে প্রকৃতি আমাকে ঠিক এভাবে সাহায্য করে।

আমি বারবার ঘড়ি দেখি এবং ঠিক চারটায় কবির দরোজায় গিয়ে দাঁড়াই। ঘন কালো শশ্রুমণ্ডিত এক পুরুষ, গাঢ় শ্যামলা মুখের ওপর অতিরিক্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ, আমাকে সেই চোখ শার্দুলের মত গেঁথে ফেলে। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলেন, বাদল, আসো। বসো এখানে।

কথাটা বলে তিনি চেয়ার থেকে উঠে খাটের ওপরে গিয়ে বসেন, আমার জন্য ঘরের একমাত্র চেয়ারটা ছেড়ে দেন। তিনি এমনভাবে আমার নাম বললেন যেন আমি তার ভ্রাতুষ্পুত্র, অথবা খুব নিকট আত্মীয় কেউ যার সঙ্গে প্রতিদিনই তার দেখা হয়।

এরপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন,

বাদলকে কী খেতে দিবা? ভাত আছে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলি,

আমি ভাত খেয়েই বাসা থেকে বেরিয়েছি।

ঠিক আছে, বাসায় বোধ হয় বিস্কুট-টিস্কুট নাই, বসো, তোমাকে নিয়ে চা খেতে হোটেলে যাবো।

আমি বসি, কবিকে দেখি। আমার হাতে মোটা একটা কবিতার খাতা।

আপনাকে আমার লেখা কবিতা দেখাতে চাই।

অবশ্যই দেখাবে।

তিনি খাটের ওপর বসে একটা ডাল দিয়ে ঘষে ঘষে দাঁতে গুল মাখছেন। মনে হচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আসলে তিনি কোথাও তাকিয়ে নেই, তার দৃষ্টি হয়ত এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও, খুঁজছে অনাবিস্কৃত কোনো সত্য। আমার চিন্তায় একজন কবিকে আমি যেভাবে এঁকেছি, কবি আমিনুল হক আনওয়ার ঠিক সেই ছবি। তার পরণে একটি চেক লুঙ্গি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। পা তুলে খাটের ওপর বসে গুল দিয়ে দাঁত মাঝছেন। একটু দূরে, একই ঘরের পার্টিশনের ওপাশে তার স্ত্রী, খোলা দরোজা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে, তাকিয়ে আছেন কবির দিকে, যেন কোনো একটি প্রশ্ন করে অপেক্ষা করছেন যুৎসই উত্তরের।

হঠাৎ কবি বলেন, পড়ো।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি তিনি আসলে কাকে বলছেন, এবং কী পড়তে বলছেন।

এরপর একটি প্রাণখোলা হাসি। এমন প্রাণ খোলা হাসি একজন কবি ছাড়া আর কে হাসতে পারেন দারিদ্রের এমন এক অগ্নিকুণ্ডে বসে?

কবিতা এনেছ না?

হ্যাঁ।

পড়ো, খাতা থেকে পড়ে শোনাও।

আমি পড়তে শুরু করি। একটা পড়া হলে তিনি আমার দিকে হাত তুলে চোখ বন্ধ করেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন,

আরেকটা পড়ো।

এভাবে অনেকগুলো কবিতা শোনার পড়ে বলেন,

খাতা বন্ধ করো।

আমি বন্ধ করি এবং তার মন্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। তিনি আমার কবিতা নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে প্রশ্ন করেন,

কার কার কবিতা পড়েছ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কাজী নজরুল ইসলামের, জসীম উদদীনের...

বেশ। আর কারো?

ফররুখ আহমদ, বেগম সুফিয়া কামাল, বন্দে আলী মিয়া...

বুঝেছি। তুমি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বের হতে পারোনি।

আমি আসলে তার এই মন্তব্যের কোনো অর্থই বুঝিনি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আবার কোনো কবি আছে নাকি? তখনও পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল সংবাদপত্রে যেসব কবিতা ছাপা হয় সেগুলোও পাঠ্যপুস্তকের কবিদের কবিতাই। পাঠ্যপুস্তকে ছাপা না হলে কেউ কি কবি হয়? বরং আমি মনে মনে ভাবছিলাম, কেন আমি আমিনুল হক আনওয়ারের কোনো কবিতা পাঠ্য পুস্তকে পেলাম না।

তিনি বলেন, তোমার মধ্যে একজন কবি বাস করে কিন্তু তাকে বের করে এনে পৃথিবীর মানুষকে দেখানোর যে দায়িত্ব তুমি অনুভব করছ সেজন্য তোমাকে অনেক চর্চা করতে হবে, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, অনেক ধৈর্য্য ধরতে হবে, দারিদ্র্যকে ভালোবাসতে হবে, তুমি কি তা পারবে?

প্রশ্ন করা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে আমি উত্তর দিই, অবশ্যই পারব।

বেশ। এবার পকেট থেকে বিশটা টাকা বের করো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ খুলে বিশ টাকা বের করি। তিনি টাকাটা হাতে নিয়ে বলেন, এটা তোমার গুরুদক্ষিণা। আমি কিছুটা আহত হই। তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুগ্ধতা কমতে থাকে। বিশটা টাকা নিয়ে নিলো?

তার গুলমাজা শেষ হলে একটা নীল রঙের পাঞ্জাবি পরেন, আমার সামনেই আন্ডারওয়্যার ছাড়া প্যান্ট পরেন, এক জোড়া রাবারের স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে বলেন, চলো।

আমি তার পেছন পেছন বেরিয়ে আসি। আমরা হোসেন মার্কেটের জিওস পুকুরের ওপর মাচা দিয়ে নির্মিত একটি রেস্টুরেন্টে বসি। পায়ের নিচে কাঠের মাচা, ফাঁক দিয়ে নোংরা পানি দেখা যায়। চা এবং ডালপুরি খাই। তিনিই বিল দেন। আমি বিল দেবার কোনো চেষ্টাই করিনি। কারণ ইতোমধ্যেই আমার কুড়ি টাকা গেছে। আর গচ্চা দিতে চাই না। বিল দেবার পরে তিনি আমার হাতে বিশ টাকা ফেরত দিয়ে বলেন, এই নাও তোমার বিশ টাকা। তুমি আমার প্রতি বেশি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলে, সেই মুগ্ধতা কাটানোর জন্য তোমার পকেট থেকে বিশ টাকা ছিনতাই করেছিলাম। এখন তুমি একটা ভারসাম্যে এসেছ।

আমি বাকরুদ্ধ। এমন অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি আর কখনো হইনি। কবিরা কি এইরকমই হয়?

শোনো বাদল, তুমি একজন কবি এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমাকে একজন আধুনিক কবি হয়ে উঠতে হবে। তোমার কবিতাগুলোকে এডিট করতে হবে। অন্তমিলে কিছু ভুল আছে। তবে তোমার ছন্দ ভালো। স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তুমি কবিতাগুলো লিখেছ। তোমাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ শিখতে হবে। সেটাই আধুনিক কবিতার ছন্দ। কীভাবে শিখবো?

আধুনিক কবিদের বই পড়ে, ছন্দের বই পড়ে। আপনি শেখাতে পারবেন না?

পারবো, কিন্তু তুমি শিখতে পারলে কি-না তা বোঝার জন্য তোমাকে প্রচুর আধুনিক কবিতা পড়তে হবে।

কোথাও পাবো আধুনিক কবিতা? বইয়ে পাবে। পাঠ্যপুস্তকে নয়। বুক স্টলে গিয়ে তাদের বই কিনতে হবে। কাদের বই? তুমি কি কবি শামসুর রাহমানের নাম শুনেছ? না। আল মাহমুদ? না। জীবনানন্দ দাশ? না।এখন শুনলে। এই তিনজন কবির বই সংগ্রহ করবে, তাদের কবিতা যতটা পারো পড়বে।

আপনার কাছে তাদের বই আছে? আছে। দিব তোমাকে। শুধু বই ধার করে পড়লে হবে না। নিজেও কিনতে হবে।আচ্ছা। চলো তোমাকে আজ এক জায়গায় নিয়ে যাই।এরপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে মধ্য বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় যাই। রম্য রচয়িতা ডাক্তার জিয়াউদ্দিন সাহেবের বাসায়। রোজ বিকেলে সেখানে কবি-লেখকদের আড্ডা বসে। সেদিন থেকে আমিও সেই আড্ডার একজন হয়ে যাই।

ইসরায়েল ডে প্যারেড

(শেষ পাতার পর)

ফক্স নিউজের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। নিউইয়র্কে রেকর্ড মাত্রায় ইহুদিবিদ্বেষ বা অ্যান্টিসেমিটিজম বৃদ্ধির উদ্বেগের মধ্যেই তিনি এই বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসরায়েলের বাইরে বিশ্বের বৃহত্তম ইহুদি জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্ক সিটি। সেখানে প্রতি বছর আয়োজিত এই বার্ষিক প্যারেডকে দীর্ঘদিন ধরে ইহুদি রাষ্ট্র এবং স্থানীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি সংহতি প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মামদানির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সম্প্রতি শহরের দুটি প্রভাবশালী ইহুদি সংগঠন গ্রেসি ম্যানশনে আয়োজিত একটি ইহুদি ঐতিহ্যবিষয়ক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক এডামস প্রশাসনের ইহুদিবিদ্বেষ-বিরোধী দফতরের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মোশে ডেভিস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেন, ১৯৬৪ সালে এই ইসরায়েল প্যারেড শুরু হওয়ার পর থেকে নিউইয়র্ক সিটির প্রত্যেক মেয়র এতে অংশ নিয়েছেন। ইসরায়েলের সঙ্গে নিউইয়র্কের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তা নিয়ে এই শহর সবসময় গর্ব বোধ করে। ফলে এই প্যারেডে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিউইয়র্ক সিটির দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতি এক ধরনের অবমাননা।

চলতি মাসের শুরুর দিকে জোহরান মামদানি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেন যে, তিনি আগামী ৩১ মে অনুষ্ঠিতব্য এই সংহতি সমাবেশে অংশ নেবেন না। এমন এক সময়ে তিনি এই ঘোষণা দিলেন যখন শহরের বিভিন্ন সিনাগগ ও ইহুদি কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অনবরত ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ চলছে এবং ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে নানা মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। অবশ্য রাজনৈতিক নীতির কারণে তিনি যে এই প্যারেডে অংশ নেবেন না, তার একটি ইঙ্গিত এর আগে ২০২৫ সালের অক্টোবরে 'জিউইশ টেলিগ্রাফিক এজেন্সি'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও দিয়েছিলেন মামদানি। তবে সম্প্রতি বিষয়টি তিনি পুনরায় প্রকাশ্যে নিশ্চিত করার পর স্থানীয় ইহুদি ও রাজনৈতিক মহলে সমালোচনা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। এই সমালোচনার বিষয়ে ফক্স নিউজ ডিজিটাল মামদানির কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তার মুখপাত্র জিউইশ টেলিগ্রাফিক এজেন্সিকে দেওয়া আগের সেই বিবৃতির দিকেই ইঙ্গিত করেন। এদিকে প্যারেড বর্জনের এই রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই আয়োজক কমিটি দাবি করেছে, মামদানির এই সিদ্ধান্তের পর উল্টো সাধারণ মানুষের মাঝে সংহতির আগ্রহ আরও বেড়েছে। এর ফলে এবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রেকর্ডসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তারা।

উৎসব গ্রুপ-এর বাংলাদেশ

(শেষ পাতার পর)

(Archie Springer Park, Marrick Blvd)। এই ফ্যাষ্টিভ্যালে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রতীক হাসান, নাজু আখন্দ, ডিজে রাহাত, পারভেজ সাজ্জাদ, কামরুজ্জামান বকুল, রেশমী মির্জা ও সুজন আরিফ। বাংলাদেশ ফেষ্টিভ্যালে নাচ ও গানের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ছাড়াও থাকবে শিশুদের খেলার ব্যবস্থা, হালাল খাবারের স্টল এবং বুটি, জুয়েলারী ও নানা পণ্যের স্টল। এদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা অবধি অনুষ্ঠান চলবে। এই ফ্যাষ্টিভ্যাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: ৯১৭-৬৫৭-০৩৭২

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অ্যাপ্রিসিয়েশন ডিনার

(শেষ পাতার পর)

হয়েছে এক বর্ণাঢ্য 'অ্যাপ্রিসিয়েশন ডিনার'। গত ২২ মে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে পুরো আয়োজন পরিণত হয় সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মিলনমেলায়।

পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, আনন্দ ও মিলনমেলার আবহ। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে গুলশান টেরেস যেন এক সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলনমেলায় পরিণত হয়। দীর্ঘদিন পর অনেকেই একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন এবং নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানান। উপস্থিত অতিথিরা নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের বিভিন্ন সামাজিক, মানবিক ও কমিউনিটিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জেএফএম রাসেল এবং নতুন সেক্রেটারি মাসুদ রানা তপন আগত অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। তারা উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে ক্লাবের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভাপতি জেএফএম রাসেল তার বক্তব্যে বলেন, লায়ন্স ক্লাব শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি মানবসেবার একটি প্ল্যাটফর্ম। আমরা সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। কমিউনিটির মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার মূল শক্তি। নতুন কমিটি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আরো বৃহৎ পরিসরে কাজ করবে। তিনি আরো বলেন, আজকের এই এ্যাপ্রিসিয়েশন ডিনার মূলত আমাদের সদস্য,

শুভানুধ্যায়ী ও কমিউনিটির মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ছোট্ট প্রয়াস। সবাই যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন, তাতে আমরা সত্যিই অনুপ্রাণিত।

সেক্রেটারি (ইলেক্ট) মাসুদ রানা তপন বলেন, কমিউনিটির ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করতে চাই। আজকের অনুষ্ঠানে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব কমিউনিটির মানুষের হৃদয়ের খুব কাছের একটি সংগঠন ।তিনি আরো বলেন, আমরা চাই নতুন প্রজন্মকেও এ ধরনের সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে। ভবিষ্যতে আরো বৃহৎ পরিসরে বিভিন্ন সেবামূলক ও কমিউনিটি কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিনারের পাশাপাশি ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সঙ্গীত ও প্রাণবন্ত আড্ডা। অতিথিরা সুস্বাদু খাবারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন ।আয়োজকরা জানান, নবনির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে মূলত ক্লাবের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং কমিউনিটির মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই অ্যাপ্রিসিয়েশন ডিনারের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনের জন্য উপস্থিত অতিথিরাও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান শেষে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা কমিউনিটির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

পঞ্চমবার জর্জিয়ার

(শেষ পাতার পর)

মনোনয়ন নিশ্চিত করলেন তিনি। দলের অভ্যন্তরীণ এই প্রাইমারি নির্বাচনে শেখ রহমান প্রতিদ্বন্দ্বী রবিন এমিলিয়া ম্যাককয়কে পরাজিত করেন। স্থানীয় সময় বুধবার প্রকাশিত ফলাফলে তিনি ৫৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ ভোট পান। তবে এটি চূড়ান্ত ফল নয়।

ডেমোক্র্যাটিক অধ্যুষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট আসনে শেখ রহমানের সাধারণ নির্বাচনে জয় প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী নভেম্বরে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের প্রচারে শেখ রহমান কর্মজীবী পরিবারের অধিকার রক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন। জয়ের পর তিনি নির্বাচনি এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তৃপ্তি নেই, প্রতিবন্ধক আছে

(৫ পাতার পর)

অখণ্ডতা দেবতাদের স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক, কেননা অখণ্ড মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চায় দেবতাদের, অতএব তারা ঠিক করল যে, মানুষকে বিভক্ত করা চাই। সেটিই তারা করেছে, আলাদা করে দিয়েছে পুরুষ ও নারীকে। সেই থেকে মানুষের ওই দুই সত্তা এক হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। এই গল্পের সঙ্গে যোগ করা যায় এই কথাটিও যে, এ ক্ষেত্রেও ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে যে নির্মূল করে দেয় তা নয়। দ্বন্দ্ব না থাকলে সাহিত্যসহ সব শিল্পকলার উৎকর্ষ যে ব্যাহত হতো, তাতে সন্দেহ কী! আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা বলি, তাই বলে দ্বন্দ্বের ভেতর যে দ্বিধা আছে তা নয়; দ্বিধা যা তা মানুষের, দ্বন্দ্বের নয়। মানুষ সাধারণত চায় দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে। কিন্তু পারে না। যে জন্য নানা রকমের সংঘর্ষ বাধে; কিন্তু তার ভেতর দিয়েই মানুষের পক্ষে সামনে এগোনো সম্ভব হয়। দার্শনিক চিন্তাও দ্বন্দ্বের কারণেই এগোয়। ভাববাদী দর্শন দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে ততটা গুরুত্ব দিতে নারাজ, বস্তুবাদী দর্শন যতটা দেয়। অভিজ্ঞতা বলে পরস্পরবিরোধী উপাদানের উপস্থিতি বস্তুর অস্তিত্বের শর্ত বৈকি! যে জন্য নীচু না থাকলে উঁচুতৃপ্তি নেই, থাকে না। ভালো-মন্দের ব্যাপারেও দেখি মন্দ আছে বলেই আমরা ভালোকে চাই, এবং ভালোর আলোকেই মন্দকে চিনি, মন্দের অন্ধকারের দরুন ভালোর উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইজ্জত-সম্মানের মালিক মহান আল্লাহ

(১০ পাতার পর)

বলা হয়েছে ঃ সে বললো, আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী। অর্থাৎ তার মধ্যে বর্ণবাদের অহংকার ও বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। ফলে সে-ই পৃথিবীর প্রথম নিকৃষ্ট কীট, যে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করলো এবং তাঁর লানত নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু ইসলাম এসব নীতিকে কখনোই সমর্থন করে না। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ হলো, 'তাকওয়া'। জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। কেননা তাদের মুল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও নিয়ম-পদ্ধতি এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতামাতা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং মানুষ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সেটি দেখার বিষয় নয়। বরং যে মুল জিনিসের ভিত্তিতে একজন অপর জনের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে এই যে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু, মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথ অনুগমনকারী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় কা'বা তাওয়াফের পর বক্তৃতা করেছিলেন তাতে তিনি বলেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু-ভাগে বিভক্ত। এক, নেক আমলদার ও পরহেযগার-যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।" (তিরমিযি) অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছেঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।" (মুসলিম, ইবনে মাযাহ)

দুনিয়ার জীবনে উচ্চ-নীচের যে মানদণ্ড তৈরী করা হয়েছে এগুলো আল্লাহর কাছে গুরুত্বহীন। আমরা দুনিয়াতে যাকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাব্যস্ত করেছি, আল্লাহর কাছে সে একেবারেই মূল্যহীন পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যাকে আমরা নীচ, উচ্ছিষ্ট্য ও হেয় প্রতিপন্ন করে রেখেছি কিন্তু আল্লাহর কাছে সে সম্মানীত ও মর্যাদাসম্পন্ন বান্দা হিসাবে গণ্য হবেন। তাকওয়ার ভিত্তিতে চরিত্র সংশোধনকারীই মূলত: মর্যাদাশীল ব্যক্তি। কারণ তাকওয়া এমন একটা শক্তি, এমন একটা গুণ, যার উপর ভিত্তি করে মানুষ হক ও বাতিল, ভুল ও সঠিক, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানতে পারে। যিনি শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে সেটিকেই সত্য হিসেবে মেনে নেন যা তিনি নাযিল করেছেন। তিনি সেটিকেই সঠিক মনে করেন, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যে কাজ বা প্রথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরো অসংখ্য ক্ষতির সৃষ্টি করে, যে সকল কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। এ ধরণের ক্ষতিকর কাজ থেকে আত্মরক্ষাকারীই মুলত: মর্যাদশীল ব্যক্তি।

Help Wanted

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc.
Required associate degree.
in Radiologic Technology.

Call 917-207-6822
or
Email at apollo1102@yahoo.com.

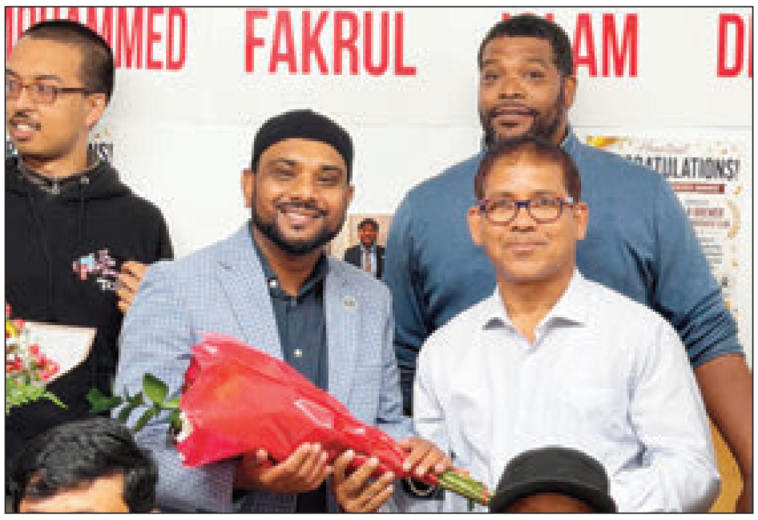

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির অভিনন্দন

(শেষ পাতার পর)

ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। পাশাপাশি তিনি ডেমোক্র্যাট দলীয় মূলধারার রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্বদানকারী সফল সংগঠক। সমাজসেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অতি সম্প্রতি তিনি নিউইয়র্কের ৭১ বছর বয়সী 'গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব' অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হয়েছেন। এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি দুজন ইউএস সিনেটর সহ ২৫জন জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে ২৫টি সম্মাননা লাভ করেছেন। তার এই বিরল সম্মানে তারই সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সম্মাণনা প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি সকল কর্মকর্ত ও সদস্য। তার সম্মানে সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ২১ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে দেলোয়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. ওয়াজেদ এ খান, সালেহ আহমেদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, ডা. টমাস দুলু রায়, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, আব্দুল বাসির, শাহাব উদ্দিন সাগর ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও বিলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩২ এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মোহাম্মদ জে মোল্লা সানি, সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলম সরকার, সাহিত্য সম্পাদক ইফফাত ইয়াসমীন, এডভোকেসি সম্পাদক জিল্লুর রহমান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মইনউদ্দিন পাটোয়ারী, কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার, ফিরোজ কবীর ও রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রি অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন 'গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব'-এর এক্সিকিউটিভ লিডার প্রেস্টন বেকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের তুলনা তিনি নিজেই। নিউইয়র্কের একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে তিনি ফ্রেন্ডস সোসাইটি তথা প্রবাসী বাংলাদেশীদের সবার মাঝে নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার তার বক্তব্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সংপ্তি ইতিহাস তুলে ধরেন এবং তার পিতার আদর্শ উজ্জীবিত হয়ে ছোট বেলায় থেকে কমিউনিটি সেবা করে যাচ্ছেন বলে জানান। তিনি তার সম্মানকে কমিউনিটি তথা বাংলাদেশীদের সম্মান হিসেবে উৎসর্গ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এছাড়াও অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ২০২৩ সালে ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং প্রদত্ত কংগ্রেশনাল প্রক্লেমেশন লাভ করেন। নিউইয়র্ক সিটির সাউথ জ্যামাইকার সবচেয়ে প্রাচীন ডেমোক্র্যাট প্রতিষ্ঠান 'গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব' তার ৭১ বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে গত ১৫ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় স্প্রিংফিল্ড বুলেভার্ডের অনটন পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটি তথা সমাজ সেবায় অবদান রাখার জন্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ ১৪ জনকে সম্মানিত করে। এদিন দেলোয়ার ২৫টি সম্মাণনা পান। তাকে যারা সম্মাণনা প্রদান করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইউএস সিনেটর চাক শুমার ও কার্স্টেন জিলিব্রান্ড, ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেগরি মিক্স, গ্রেস মেং, গভর্ণর ক্যাথি হোকুল, ষ্টেট এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড (জুনিয়র) সহ ষ্টেট সিনেটর, ষ্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য ও সিটি কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ। সম্মাণনাগুলো দেলোয়ারের হতে তুলে দেন 'গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব'-এর প্রেসিডেন্ট ড. জিন ফেল্পস, জেনারেল সেক্রেটারী মেনি কফম্যান, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী পামেলা ব্লফোর্ড ও এক্সিকিউটিভ লিডার প্রেস্টন বেকার। অনুষ্ঠানে ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এনওয়াইপিডির সম্মাননা পেলেন

(শেষ পাতার পর)

কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট ফজিলাতুন নেছা 'আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছেন। এশিয়ান আমেরিকান অ্যান্ড প্যাসিফিক আইল্যান্ডার (এএপিআই) হেরিটেজ মান্থ উপলক্ষে গত ২১ মে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বিএপিএ) জানিয়েছে, পেশাগত দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা, দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ এবং কমিউনিটির প্রতি দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। কর্মজীবনে তিনি যে পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা এনওয়াইপিডির ভেতরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ফজিলাতুন নেছার এই অর্জন শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয়। তার এ সাফল্য নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অনুপ্রাণিত করবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়।

শহীদ জিয়ার শাহাদৎবার্ষিকী

(শেষ পাতার পর)

হাউজে অবস্থানকালে কতিপয় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার ব্রশফায়ারে নিহত হন। দিনটি স্মরণে প্রতি বছরের মতো এবছরও ঐদিন নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী দোয়া মাহফিল ও খাবারবিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এছাড়াও নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

জ্যাকসন হাইটসের কর্মসূচী সফল করতে দেওয়ান মনির-কে আহ্বায়ক, সারওয়ার খান বাবু-কে প্রধান সমন্বয়কারী, এজাজুল ইসলাম নাঈম-কে তত্ত্বধায়ক ও আমানত হোসেন আমান-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

কমিউনিটির সর্বজনীন সংগঠন হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নমী জানান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীরোত্তম) ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী ৩০ মে শনিবার বিকের ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে উল্লেখিত কর্মসূচী পালিত হবে। দলমত নির্বশেষে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীকে এই কর্মসূচী সফল করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অপরদিকে নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) পৃথক কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: ৩০ মে শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সিটির ব্রঙ্কসের ১৪৪৫ ওলমাষ্টেড এভিনিউতে (বাংলা বাজার ওয়ে/স্টারলিং এভিনিউ) আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীম। বিশেষ অতিথি থাকবেন কেন্দ্রীয় বিএনপি ও স্থানীয় বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্‌স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোস্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট অ্যালবানস, নিউইয়র্ক-১১৪১২, দ্বিতীয় তলায় ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, ডাইনিংসহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন ও খালি। পার্কিং পাওয়া যায়। পৃথক এন্ট্রেন্স। কিউ ২ বাস স্টপেজ অতি নিকটে। কাছেই সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, দুটি মসজিদ, ফার্মেসি। সোলার প্যানেল আছে। যোগাযোগ: **646-575-7053, 646-318-9864** বি-৫১-০১

Jamaica house for rent

155 Linden Blvd, Sutphin Jamaica, 3 separate rooms .2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen room with dining place, monthly rent $2300. included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at 718-322-1488. Please Call between 7pm to 10pm. বি-৪৯-৫১

ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এস্টেটে ১৮৭ স্ট্রিট এবং ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেসে ১ বেডরুম, বাথ, কিচেন ও লিভিংরুমসহ একটি ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন এবং পৃথক প্রবেশ পথ আছে। যোগাযোগ: **646-288-2834** বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (৬ ট্রেন) স্টেশন থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: **347-479-9876** বি-৪৮-৫০

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬** বি-৪৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৯-১৭ ১৬৯ প্লেসে ২ ফ্যামিলি হাউজের ২য় এবং ৩য় তলায় লিভিং, কিচেন ও বাথরুম সহ ৩ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। শপিং প্লাজা ও বাস স্ট্যান্ড আধা ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৫১৬-৭২৮-০৯৪৬ বি# ৪৮-৪৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে ২ বেড, লিভিং, কিচেন-বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬** বি-৪৮

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিটে লিবার্টি অ্যাভিনিউ সংলগ্ন খোলামেলা পরিবেশে ব্র্যান্ডনিউ বাড়ির দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ১১০০ বর্গফুট, ড্রয়িং-ডাইনিং-কিচেন, স্ট্রিট পার্কিং, ভাড়া: ৩,০০০ ডলার + গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল। ব্যাকগ্রাউন্ড + থ্রি টাইমস ইনকাম। কেবলমাত্র সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য। ওযাগাযোগ: **৩৪৭-৬১৭-৭০৬৬, ৬৪৬-৩৬৮-৮৪৭২** বি-৪৭-৪৯

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৭-২০ এভিনিউ, ওয়াল্টহ্যাম স্ট্রিটে ২ বেড, লিভিং-ডাইনিং-কিচেন-বাথরুম ও ব্যাকইয়ার্ডসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৫১৬-৮০০-৩৫৯৯** বি-৪৭-৪৯

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিয়ো রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু'জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **৯২৯-৫৭১-৭০০২** বি-৪৭-৪৯

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিট 'এফ' ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে একটি রুম ১লা জুলাই থেকে ইউটিলিটিসহ ভাড়া হবে। পৃথক বাথরুম। কিচেন শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: **৬৪৬-২৪৬-১১৫৩ বি-৪৯-৫১**

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি এবং 'এফ' ট্রেনের কাছে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলাদের অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪ বি-৪৮

রুমমেট আবশ্যক

NY Queens এর Far Rockaway ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে একজন রুমমেট প্রয়োজন। খুবই নিরিবিলি পরিবেশ পার্কিং এর কোন সমস্যা নেই এবং A Train বাসার কাছে। | 1-917-545-9877 text করুন। বি-৪৫-৪৭

STORE FOR SALE

Cross St. on `M' Train Subway, Stop Important Hard Location. Lotto, Beer, Cigarettes, Zyn Tobacco, Candy, Cold Drinks, Medicine and Personal Care items, etc.

Cell: **347-933-7455 (Hossain)**

B-48-52

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

1. Queens village 4bd. 1.5 Bath, living, Dining.
2. Jamaica, 4bd, 2bath, living, Dining 172nd Street & 107th Ave. 2nd Floor.
3. Jamaica, 3bd, 2bath, living, Dining, 169-01 Highland Ave.
4. Richmond Hill 3bd, 2bath, living, Dining, 105-32, 130th Street.
5. Jackson Heights big 3bd, 1 bath, Balcony, living, dining 75th Street & Northern Blvd.
6. Jamaica, Semi basement 3bd, 1bath, Living, 197-05, 90th Ave.
7. Jamaica, Semi basement 2bd, 1bath, dining, 160-11 84th Ave. $1,600.
8. East Elmhurst 3bd, 1bath, living dining, $3,200.
9. Jamaica, 2bd, 1bath, living, dining 107-20 Waltham Street.
10. Jamaica, 2bd, 1bath, living, Dining 146th Street & Hillside Ave.3rd floor.
11. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 111-08 Farmers Blvd.2,800 +Bills.
12. Jamaica, 1bd, 1bath, living 143rd St. & hillside Ave.
13. 2bath, 1bath, living, dining 281Street & 87th Ave. 2nd floor.
14. Jamaica, Semi basement 2bd or 1bd, 1bath, parsons Blvd & Hillside Ave.
15. Jamaica, Empty house 3bd, 1bath, living, dining, 168th place & Liberty Ave. 2nd floor.
16. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 2nd floor177sth Street & 106ths Rd.
17. Jamaica, 3bd,1bath, living, dining, 136th Street & Hillside Ave.
18. Jackson Heights, 3bd, 2bath,—— 70th Street & 35th Ave.
19. 3room, 1bath, dinning
20. 2bd, 1bath, living, dining, Jackson Heights
21. Queens Village 2bd.1bath, living.
22. Studio ,1bd, 1bath, 1st floor, 170th street & 108th Ave., $1,700.
23. 2bd, 1bath, living Sutphin Blvd & 97th Ave.2nd floor
24. Queens Village 3bd, 2bath, living, dining, 94-86, 218 Street
25. Jamaica, Semi basement 1bd, 1bath, living, 160th Street & 85th Ave,
26. Jamaica, Basement 1bd, 1bath 90-37, 180th Street.
27. Jamaica, 3bd, 2bath, living, dining Sutphin Blvd. & 115th Ave.
28. Jamaica, 2 room, 1bath, 153rd Street & 109th Avenue.
29. 2bd, 1bath, living, dining 3rd floor 88-13, 146th St.
30. 3bd 1bath living, dining, 88-32 179 St 1st floor.
31. 3bd 1bath living, dining, 2nd floor 108-05,. 22nd street.
32.3bd 1bath living, dining 11108 former Blvd 2nd floor, 2800+bill.
33. basement 2bd 1bath living 169 St 84th Ave.
35. Elmhurst 1bd 1bath living coop 6th floor close to Elmhurst Hospital.
36. 1bd 1bath, living 139-11 70th Ave, 2nd floor.
37. 3bd 2bath living, dining close to Sutphin Blvd LIRR. 2500+bill.
38. East Elmhurst 2bd 1 bath, living 1st floor. 25-46, 100th St . $2200
39. Valley Stream 2bd & 3bd Apartment with car parking.
40. Briarwood 1bd 1bath living.
41. 3bd 1 bath living, dining 184th St. 89th Ave, $2700 including.
42. 2bd 1 bath living $2300 included. 85-91 Parsons Blvd.
43. Briarwood 3bd, 1bath, living, dining, 2nd floor.
44. Jackson Heights 2bd, 1 bath, living, dining 3rd floor. Close to 74thth St & 34th Ave.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Radiologic Technologist & Technician

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree.
in Radiologic Technology. Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

‘এম’ ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।
যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা
ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়
Cell: 347-527-6438
ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ
1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners
Thinking of Selling Your Home?
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!
BUY-SELL-LEASE
Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME
JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0200
Email : c21jashim@gmail.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ২৮ বছর বয়সী ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্রের জন্য পাত্রী প্রয়োজন। পাত্র সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফর্সা ও সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন, যার বয়স হবে ২৪ থেকে ২৭ বছর বয়সের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত পাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ২১৫-৭৯১-১২৯১
বি-৪৫-৪৭

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ’র ‘কল্পলোক’ আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামাইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ▪HEALTHFIRST ▪WELLCARE ▪HUMANA ▪AETNA ▪UNITED
মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ তুহিন **(718)310-0413**
Lic. Insurance Agent
nymedicare@aol.com

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience
আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS!
ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোনঃ 929-636-6816

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

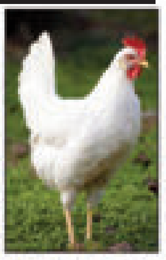

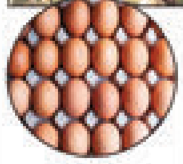

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar
CHINESE

Sagar Restaurant
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

অল কাউন্টি হোম কেয়ারের জ্যাকসন হাইটসে নতুন শাখা

(শেষ পাতার পর)

অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা, সংস্কৃতি ও কমিউনিটি নেতৃত্বের সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি ছিল প্রবাসে বাংলাদেশিদের সাফল্য, ঐক্য ও মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাজানো হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ এস হক। তিনি কমিউনিটির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অল কাউন্টি হোম কেয়ারের সফলতা কামনা করে দোয়া করেন। অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপ, নবান্ন রেস্টুরেন্ট গ্রুপ ও বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নের উদ্যোক্তা মোহাম্মদ কাদের, সিআইপি'র নেতৃত্বে অল কাউন্টি হোম কেয়ার ইতোমধ্যেই নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা খাতে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফিতা কেটে নতুন শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তিনি কমিউনিটির প্রতি আরও বিস্তৃত সেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী মৌসুমী, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, জনপ্রিয় অভিনেতা সাজল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক হাসান খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও মূলধারার রাজনীতিবিদ ফাহাদ সোলাইমান, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের সভাপতি শাহ শহিদুল হকসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহাম্মদ কাদের সিআইপি আবেগঘন কণ্ঠে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, রোগী, কেয়ারগিভার, শুভানুধ্যায়ী ও পরামর্শকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আজকের এই অর্জন শুধু আমার একার নয়। এটি আমাদের পুরো টিমের ভালোবাসা, পরিশ্রম ও কমিউনিটির আস্থার ফল। মানুষের সেবা করার লক্ষ্য নিয়েই আমরা পথচলা শুরু করেছিলাম, আর আপনাদের সহযোগিতায় অল কাউন্টি হোম কেয়ার আজ স্বাস্থ্যসেবা খাতে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, প্রবাসে থেকেও মানবসেবার মাধ্যমে কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে তিনি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান, যারা শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানের পাশে থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। অনুষ্ঠানটি ছিল বহুজাতিক সম্প্রীতিরও এক উজ্জ্বল উদাহরণ। নেপালি কমিউনিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন প্রকৃতি সাপকোটা, ভারতীয় কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করেন শিভানি এবং স্প্যানিশ কমিউনিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন লাস্টেলিনা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে অল কাউন্টি হোম কেয়ারের মানবিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার গুরুত্ব।

পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। অতিথিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রবাসে বাংলাদেশিদের সাফল্য ও অগ্রযাত্রার প্রতীক হিসেবে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নতুন এক অনুপ্রেরণার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। সবশেষে সমাপনী বক্তব্য দেন অল কাউন্টির চেয়ারম্যান সিফা আমিন। তিনি বলেন, অল কাউন্টি অতীতের মতোই সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির সেবায় কাজ করে যাবে। মানুষের আস্থা ও ভালোবাসাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা নবান্ন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত বুফে ডিনারে অংশগ্রহণ করেন। নবান্ন রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের প্রশংসা করেন উপস্থিত অতিথিরা। প্রবাসের মাটিতে দেশীয় স্বাদের এ আয়োজন অতিথিদের মাঝে বাড়তি আনন্দ ও আন্তরিকতার আবহ তৈরি করে। জ্যাকসন হাইটসের বুকে অল কাউন্টি হোম কেয়ারের নতুন এই যাত্রা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য, পরিশ্রম ও মানবসেবার এক গর্বিত মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

ইসরায়েল ডে প্যারেড বর্জনের ঘোষণা মেয়র মামদানির

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউ-ইয়র্ক সিটির ঐতিহাসিক ‘ইসরায়েল ডে প্যারেডে’ অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডেমোক্রেটিক-সোশ্যালিস্ট নেতা জোহরান মামদানি। এ কারণে বিভিন্ন ইহুদি সংগঠনের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।মার্কিন সংবাদমাধ্যম *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

পঞ্চমবার জর্জিয়ার সিনেটর বাংলাদেশি শেখ রহমান

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রাইমারিতে জয় পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শেখ রহমান। পঞ্চমবারের মতো দলের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

খোলা মাঠে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সর্ববৃহৎ ঈদুল আজহার জামাত।

নিউইয়র্কে ঈদুল আজহা উদযাপিত

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান

বাংলাদেশ রিপোর্ট : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকায় পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে ২৭ মে বুধবার। মহান আল্লাহতায়ালার নৈকট্য আর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় কোরবানির ত্যাগের মহিমায় ঈদের নামাজ আদায় আর কোরবানীর মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মুসলিম নর-নারী ঈদ উদযাপন করেন। ঈদের জামাতের মোনাজাতে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়া *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

শহীদ জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী ৩০ মে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীরোত্তম) ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী আগামী ৩০ মে শনিবার। ১৯৮১ সালের এই দিনে তিনি চট্টগ্রাম সার্কিট *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

এনওয়াইপিডির সম্মাননা পেলেন লেফটেন্যান্ট ফজিলাতুন নেছা

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) কর্মরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

অল কাউন্টি হোম কেয়ারের জ্যাকসন হাইটসে নতুন শাখা উদ্বোধন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটসে এক উৎসবমুখর ও আবেগঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান অল কাউন্টি হোম কেয়ারের অষ্টম শাখার জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন। গত ২২ মে শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পর্ব-১২.সারারাত আমি ঘুমুতে পারি না। অপেক্ষা নয়, এ-আমার প্রতীক্ষা। বড়ো হয়ে রফিক আজাদের কবিতা পড়ে যখন প্রতীক্ষা শব্দের অর্থ জেনেছি তখন বুঝেছি *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

উৎসব গ্রুপ-এর বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল ৭ জুন

নিউইয়র্ক : আগামী ৭ জুন রোববার উৎসব গ্রুপের দিনব্যাপী বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে নিডিইয়র্ক শহরের কুইন্সের জ্যামাইকা এলাকার আরচি স্প্রিংগার পার্কে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারকে জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির অভিনন্দন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় বসবাসকারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। একজন কমিউনটি অ্যাক্টিভিষ্ট হিসেবে যার পরিচিতি শুধু জ্যামাইকা নয়, নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন থেকে ব্রঙ্কস আর জ্যামাইকা থেকে ম্যানহাটান হয়ে স্ট্যাটান আইল্যান্ড। যার বড় পরিচিতি তিনি নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশি আমেরিকান মিডিয়া ফাউন্ডেশন (বিএএমএফ) আয়োজিত ‘বিএমএফ *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অ্যাপ্রিসিয়েশন ডিনার

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত সামাজিক সংগঠন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির উদ্যোগে উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনছায়ায় একদিন

নিউইয়র্ক : ‘বনছায়ায় একদিন’ এই নামকরণে সবুজ বনে “আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব” *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

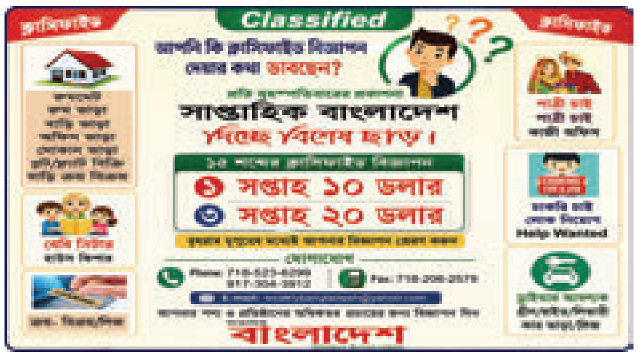

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com